মুখরা রমণী বশীকরণ

[উইলিয়াম শেক্সপিয়র বিরচিত]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃদুভাষিণী চারুহাসিনী পতিভাবিনী
শ্যালিকা ফরিদা নাসির লাভুকে
মুখরা রমণী স্ত্রীকরণ উপহৃত হলো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

শেক্সপিরীয় নাট্যপ্রতিভার যা বিশিষ্ট গৌরব তার সকল চিহ্নসমূহ 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়। প্রতিভা তখনো বিকাশোন্মুখ। শব্দের যে যাদুকরি শক্তির প্রভাবে তাঁর নাটকের চরিত্রসমূহ অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মতা ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, মঞ্চে পরিবেশিত প্রবল আলোড়নকারী ক্রিয়াময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে-উপস্থাপনার কৌশলে জগৎ ও জীবনের এক অপরূপ কাব্যময় রূপক সৃষ্টি করে, 'টেমিং অব দি শ্রু'তে তার বিশেষ কোনো ছাপ নেই। হয়তো নাট্যকারের সেরূপ কোনো অভিপ্রায়ও ছিল না। হয়তো সে-শক্তিও তিনি তখনো পুরোপুরি অর্জন করেন নি। এই পর্বে তাঁর ক্রীড়াশীল সৃজনী প্রতিভা নানারূপ প্রাথমিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সবেমাত্র নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। 'টেমিং অব দি শ্রু'র রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ। এর আগে রচনা করেছেন ইতিহাসাশ্রিত নাটক *ষষ্ঠ হেনরী এবং তৃতীয় রিচার্ড*; সুশৃঙ্খল ঘটনাক্রম সুগ্রথিত করে গঠন করেন কৃত্রিম রঙ্গনাট্য *কমেডি অব এররস* এবং বিভৎস শোণিতাক্ত লোমহর্ষক ঘটনাবলী স্তূপীকৃত করে নির্মাণ করেন *টিটাস এ্যান্ড্রোনিকাস*। তারপরই 'টেমিং অব দি শ্রু'। শেক্সপিয়রের জগৎ বিখ্যাত বহুজনবিদিত নাটকসমূহ; যেমন *রোমিও জুলিয়েট, এ মিডসামার নাইটস ড্রিম, মার্চেন্ট অব ভেনিস, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, টুয়েলফথ নাইট হ্যামলেট, ওথেলো, কিং লিয়ার, ম্যাকবেথ* সবই 'টেমিং অব দি শ্রু'র পরবর্তীকালে রচিত।

তাই বলে 'টেমিং অব দি শ্রু' দর্শকমণ্ডলীর নিকট কোনো দিনই উপেক্ষণীয় ছিল না। শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বের সেরা কুশিলবগণ গভীর আগ্রহ নিয়ে এই নাটক মঞ্চে রূপায়িত করেছেন এবং সামাজিকগণ তা প্রত্যক্ষ করে বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম অট্টহাস্যে ক্রমাগত আলোড়িত ও বিস্ফোরিত হয়েছেন। এই নাটকের সমকালীন মঞ্চ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ফ্লেচার 'টেমিং অব দি শ্রু'র পরিপূরক কাহিনী হিসেবে একটি নতুন নাটক রচনা করেন। তাতে স্বামী শায়েস্তা করার চিত্র প্রদর্শিত হয়। নাটকটির নাম ছিল 'দি ওয়োম্যানস প্রাইজ' অথবা 'দি টেটমার টেইমড'।

একটি সর্বজন পরিচিত অতি পুরাতন মামুলি স্থূল কাহিনীকে শেক্সপিয়র এমন এক অত্যাশ্চর্য সবল সতেজ সরসতা দান করেন যে, কঠিনতম শীতল-হৃদয় রুচিবাগীশগণও এর সংস্পর্শে এসে কৌতুকানন্দে বিগলিত না হয়ে পারেন না। তবে, বলা বাহুল্য, এই নাটক তখনই সর্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য হয় যখন আমরা এই নাটকে অভিপ্রেত রসের অতিরিক্ত কিছু দাবি না করি। 'টেমিং অব দি শ্রু' পুরোপুরি রঙ্গনাট্য। এর সবটাই কৌতুক। সবটাই রঙ্গ, সবটাই রগড়। এর অনেকখানিই ভান, অনেকখানিই অতিরঞ্জন। কাহিনী এক অর্থে অতিশয় পার্থিব, লৌকিক, গার্হস্থ্যমূলক আবার অন্য অর্থে, নিতান্তই অলীক, কৃত্রিম, অবাস্তব। এইজন্যই ক্যাথেরিনা প্রবলভাবে রোষপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও কখনই আমাদের বিরাগভাজন হয় না এবং পেট্রুশিও তার পতিত্ব প্রতিষ্ঠায় বর্বরোচিত তেজস্বিতা প্রকাশ করলেও আমাদের সহাস্য সংবর্ধনা লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে যে আমরা দ্বন্দ্বে পতিত না ২২ ৩। নয়। যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেট্রুশিও খাদ্যবঞ্চিত নিদ্রাতাড়িত পথশ্রান্ত ক্যাথেরিনার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়ে তাকে দিয়ে হুকুম মোতাবেক, দিনকে রাত, সূর্যকে চাঁদ এবং বৃদ্ধকে তন্বী বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করায় তখন মুখরা রমণী বশীকরণের এই প্রক্রিয়া আমাদের নিকট আর কৌতুকাবহ মনে হয় না। শেষ দৃশ্যে পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ক্যাথেরিনা যখন নিতান্ত দাসীভাবে পতিবন্দনায় মুখর হয় তখনো আমাদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় না। কখনও কখনও এরূপও মনে হয় যে, এই নাটকে ক্যাথেরিনা যথার্থই লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারীর প্রতিমূর্তি এবং পেট্রুশিওর অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা ও অর্থগৃধ্নুতার নামান্তর মাত্র।

এই সম্ভাব্য স্ববিরোধিতার জন্য হয়তো শেক্সপিয়রের অতিগুণান্বিত প্রতিভাই দায়ী। তাঁর সুগভীর জীবনদৃষ্টি ও সহানুভূতি নিজের অজান্তেই অবিমিশ্র তামাশার মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধকে আহ্বান করে আনে, কৌতুকাবহ অলীক চরিত্রকেও প্রায় মর্মাশ্রয়ী মানুষে রূপান্তরিত করতে উদ্যত হয়। তখন আমাদের হাসির অন্তরালেও যেন সহানুভূতি ও সমবেদনা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হতে থাকে। রঙ্গনাট্য দর্শনে উদ্যোগী হয়ে আমরা যেন এরূপ বাস্তব বেদনাবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত না হই সেজন্য শেক্সপিয়র সচেতনভাবে কিছু বিশেষ কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের একটি সরস উপক্রমণিকা আছে। তাতে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে যে, 'টেমিং অব দি শ্রু' জীবনালেখ্য নয়, এটা নাটক, দুনো নাটক, নাটকের মধ্যে নাটক। এক চালচুলোহীন মাতালের মতিভ্রম ঘটাবার জন্য এক ভ্রাম্যমান নাটুয়া দল এই পালা প্রদর্শন করে।

'টেমিং অব দি শ্রু' নাটক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে ১৯৬৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত হয়। প্রদর্শনকাল ছিল সর্বমোট দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী প্রযোজক, পরিচালক ও দৃশ্য পরিকল্পক শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার।

টেলিভিশনে প্রচারিত হবার পর অনেক সমালোচক এই নাটকের অনুবাদ প্রণালী সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

মুখরা রমণী বশীকরণ শেক্সপিয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু' নাটকের বাংলা রূপান্তর বা ভাবানুবাদ নয়। আমি সাধ্যমতো হুবহু অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি; সাধ্যমতো সততার সঙ্গে মূলের প্রতি শব্দ প্রতি চরণ বাংলায় অনুবাদ করতে প্রয়াস পেয়েছি। আমার বিশ্বাস সমগ্র নাটকে সর্বমোট পনের লাইনের বেশি পরিমাণ স্থলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মূলের পরিবর্তন করি নি। মূল নাটকে সংলাপের চরণ সংখ্যা দুই হাজার আটশ' উনিশ।

অনেকে উল্লেখ করেছেন যে, আমি অনুবাদে পেট্রুশিওর মুখে পাক-ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ও উপমাবহুল নিম্নোক্ত সংলাপ ও গান সংযোজন করে অনুবাদকের স্বাধীনতার সীমানা লঙ্ঘন করেছি এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্তে দেশকালগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছি :

ক. "হোক সে তাড়কার মতো কদাকার, হিড়িম্বার মতো
উৎপীড়নকারী, মন্দোদরীর মতো বর্ষীয়ষী, আমি
তাতে বিচলিত নই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. জনম অবধি হাম
রূপ নেহার লুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ
হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ল না গেল।

সমালোচকগণের বিচার যুক্তিসঙ্গত। এই দুই স্থল আমার অনুবাদের দুই দুর্বল বিন্দু। আমার সমস্যা ছিল এই যে, উপরোক্ত সংলাপের মূলে গ্রীক উপাখ্যানের যে-সকল চরিত্র তুলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয় তারা অনেক দেশীয় শিক্ষিত পাঠকগণের কাছেও নিতান্ত অপরিচিত। মূলে ছিল,

Be she as foul as Florentias' love,
As old as Sibyl,
and as curst and shrewd
As Socrates' Xanthippe or worse

ইত্যাদি।

আমার আশঙ্কা ছিল অনুবাদে ঐ সকল অপরিজ্ঞাত বিদেশী নাম হুবহু ব্যবহার করলে হয়তো তা বাংলাভাষী পাঠকের নিকট কোনো ভাবোদ্রেকই করবে না। নিরুপায় হয়ে পাক-ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে তুল্যমূল্য নাম নির্বাচন করে নেই। আরো একটি কি দু'টি নামের ক্ষেত্রেও আমি অনুরূপ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। এতে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয় নি পাঠক-দর্শকের প্রতিক্রিয়া থেকে আমার কাছেও তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই একই ত্রুটি পদাবলীর গানটি ব্যবহার করার ফলেও ঘটেছে। হয়তো মূল ইংরেজি গানের নিম্নোক্ত ভাবানুবাদ বেশি সঙ্গত বলে অনুমিত হতে পারত:

"কোথা গেল সে জীবন
অতীতের প্রাণপণ
প্রয়াসে গড়া।
কোথা গেল জটা-ভস্ম
এও হল বিশ্বাসৎ
প্রণয়ে পড়া।"

বলা বাহুল্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনুবাদ সর্বত্র আশানুযায়ী মূলানুগ বা সরস হতে পেরেছে এমন দাবি আমি করতে পারি না। তবে অনুবাদ করবার সময় আমি চরণে চরণে নাটকটির বিভিন্ন মোটিভ সংস্করণ পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। বাংলা ভাষার নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার নিমিত্ত বাকভঙ্গির যেটুকু রদবদল অপরিহার্য মনে হয়েছে মূলের ওপর তার অতিরিক্ত খোদকারি প্রায় কখনও করতে যাই নি। সে স্বাধীনতার সীমানাও পূর্বে নির্দেশ করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখরা রমণী বশীকরণ

[Shakespeare রচিত Taming of the Shrew নাটকের বঙ্গানুবাদ]

মুনীর চৌধুরী

চরিত্র

ব্যাপ্তিস্তা	:	পাদুয়ার ধনাঢ্য নাগরিক
ভিনসেনশিও	:	পিসার প্রধান নাগরিক
লুসেনশিও	:	ভিনসেনশিওর পুত্র, বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
পেট্রুশিও	:	ভেরোনার যুবক, ক্যাথেরিনার প্রণয় নিবেদক
গ্রিমিও হোর্টেনসিও	:	বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
ত্রাণিও বিয়োনদেলো বালক	:	লুসেনশিওর অনুচর
গ্রুমিও	:	পেট্রুশিওর সহচর
কার্টিস	:	পেট্রুশিওর বৃদ্ধ গৃহভৃত্য
নাথানিয়েল ফিলিপ জোসেফ নিকলাস নিটার	:	পেট্রুশিওর অপরাপর ভৃত্য
মানটুয়ার		একজন পণ্ডিত পুরুষ
ক্যাথেরিনা, মুখরা বিয়াঙ্কা	:	ব্যাপ্তিস্তার কন্যাদ্বয়
একজন বিধবা		
দর্জি, খিদমতগার, ভৃত্য		

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুসেনশিও : বুঝলে ত্রাণিও, এই হলো পাদুয়া, সকল শিল্পকলার খেলাঘর। আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা এখানে আসি, ইতালির মনোরম উদ্যান, সুজলা-সুফলা ল্যোম্বার্দি ঘুরে-ফিরে দেখি। পিতা ভালোবেসে বিদায় দিয়েছেন। এখন আমার সম্বল তাঁর শুভেচ্ছা। সঙ্গী তুমি, আমার বিশ্বস্ত অনুচর, কোনো কাজে যার কোনো ত্রুটি নেই। এখানে রচনা করব নতুন জীবন, মহানন্দে উদ্যোগী হব বিদ্যাভ্যাসে, দুরূহ জ্ঞানার্জনে। যে-পিসা বিখ্যাত বহু মহামানবদের কীর্তির জন্য, সেই পিসা আমাকে জন্ম দিয়েছে এবং তারও আগে, বেত্তিভোলি বংশোদ্ভূত আমার পিতা ভিনসেনশিওকে, বাণিজ্যে যার প্রতিপত্তি আজ সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এতদিন প্রতিপালিত হয়েছি ফ্লোরেন্সে, এবার পাদুয়ায় প্রতিষ্ঠিত করব সৎকর্মের দৃষ্টান্ত। আমার গৌরবে উজ্জ্বলতর হবে পিতার ঐশ্বর্য, পূর্ণ হবে তাঁর মনোবাঞ্ছা। অতএব ত্রাণিও, এখন থেকে আমার সাধনা হবে শুধু জ্ঞানার্জনের, শুধু নীতিশাস্ত্র আর দর্শনবিদ্যা অনুশীলনের। আনন্দকে যে সর্বাংশে পরিবর্জন করব তা নয়, তবে আমার লক্ষ্য হবে সাধ্যমতো সৎপথ থেকে চ্যুত না হয়ে প্রাণভরে তাকে গ্রহণ করা। তোমার কি মনে হয় পারব ? ভয় হয়। পিসা থেকে এসেছি পাদুয়ায়, যার অর্থ, গভীর তৃষ্ণা নিয়ে পরিতৃপ্তি লাভের আশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি এদো ডোবা থেকে গভীর জলাশয়ে।

ত্রাণিও : সদাশয় প্রভু, আপনার যেরূপ অভিভূত অবস্থা, আমারও তদ্রূপ। তবে অবহিত হয়ে আনন্দিত হলাম যে মধুর দর্শনের মধু পানের নিমিত্ত আপনি পূর্বের মতোই কৃতসংকল্প। আসল কথা কি জানেন প্রভু, যদিও সুনীতি ও সৎকর্মের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করা খুবই উচিত কর্ম তাহলেও আদ্যপান্ত মুনিঋষি বনে যাওয়ার চেষ্টা করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এ্যারিস্টটলের বিধি-নিষেধে যতই আস্থাবান হন না কেন, দেখবেন, তাই বলে ওভিদকে যেন একেবারে অস্পৃশ্য ও পরিত্যাজ্য গণ্য করবেন না। ন্যায়শাস্ত্র ব্যবহার করবেন প্রতিবেশীর আচরণে, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রয়োগ করবেন দৈনন্দিন কথোপকথনে। অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনতত্ত্বের স্বাদ গ্রহণ করবেন নিজ নিজ রুচির চাহিদা অনুযায়ী, তার অতিরিক্ত একটুও নয়। কারণ যে-কর্মে আনন্দ নেই তা থেকে ফল লাভ দুঃসাধ্য। অতএব সেই বিদ্যাভ্যাসেই উদ্যোগী হন যা আপনার হৃদয়ধর্মের অনুকূলে।

লুসেনশিও : অতি উত্তম পরামর্শ দিয়েছ। ঐ বিয়োনদেলোটা যদি এতদিন এদেশে পৌঁছে যেত তাহলে আমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারতাম। অচিরে পাদুয়ায় যে-বন্ধুবর্গ লাভ করব তাদের উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনি একটি মনোরম বাসস্থান সংগ্রহ করা দরকার। দেখত, মনে হচ্ছে কারা যেন এদিকেই আসছেন।

ত্রাণিও : মনে হচ্ছে যেন, আমাদের সংবর্ধনা জানাবার জন্যই নাগরিকগণ কোনো উৎসবের আয়োজন করেছেন।

[উভয়ের অন্তরালে গমন]

[প্রবেশ করে ব্যাপ্তিস্তা, ক্যাথেরিনা, বিয়াঙ্কা, গ্রিমিও ও হোর্টেনসিও।]

ব্যাপ্তিস্তা : দেখুন, আপনারা আমাকে আর অনুরোধ করবেন না। আমার সিদ্ধান্ত আমি কোনোক্রমে পরিবর্তন করব না, সে-কথা আমি আপনাদের কাছে বারবার ব্যক্ত করেছি। যে-পর্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য স্বামী সংগৃহীত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কনিষ্ঠার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে না। আপনাদের উভয়কে আমি উত্তমরূপে জানি এবং বিশেষ প্রীতির চোখে দেখি। আপনাদের মধ্যে যে কেউ একজন যদি ক্যাথেরিনাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তবে তাঁকে যদৃচ্ছা প্রণয় নিবেদন করুন, আমার তাতে পরিপূর্ণ সম্মতি থাকবে।

গ্রিমিও : (স্বগত) প্রণয় নিবেদন না শকট-পরিবহন! এই ভয়ানক মহিলা আমার জন্য নয়। তা হোর্টেনসিও, তোমার মনে কি পত্নীলাভের কোনো আকাঙ্ক্ষা আছে ?

ক্যাথেরিনা : এই দুই বোড়ের সংযোগের মধ্যে নিক্ষেপ করে আপনি আমাকে অপদস্ত করতে চাইছেন। এ অন্যায় কথা বাবা।

হোর্টেনসিও : কুমারী হয়ে অত অনায়াসে যোগ-সংযোগের কথা বলা উচিত নয়। যদি নিজেকে আরো সলজ্জ ও নমনীয় করে গড়ে তুলতে না শেখেন, তবে আসল যোগাযোগই কোনোদিন আপনার জীবনে হবে না।

ক্যাথেরিনা : সেজন্য আপনার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। রমণী হৃদয়ের ত্রিসীমানায় পৌঁছা আপনার কর্ম নয়। যদি তেমন অঘটনও ঘটে তবে নিশ্চিন্ত জানবেন, সে-মেয়ে ঐ মুখ আঁকশি দিয়ে আঁচড়ে, তাতে চুনকালি লেপ্টে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে লটকে রাখবে।

হোর্টেনসিও : এই সব ডাকিনীর হাত থেকে আল্লা আমাকে রক্ষা করুন।

গ্রিমিও : আমাকেও!

ত্রাণিও : ভালো রঙ্গের খোঁজ পাওয়া গেছে প্রভু! এই রমণী হয় ঘোরতর উন্মাদিনী, না হয় পরিপূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্যপন্থী।

লুসেনশিও : আমি দেখছি অন্য মেয়েটিকে। আদর্শ কুমারী কন্যার নম্রতা ও ধীরতার কী অপূর্ব সম্মেলন ঘটেছে ঐ মূর্তিতে! এখন কোনো কথা বলো না ত্রাণিও।

ত্রাণিও : যথার্থ বলেছেন। আমি টু শব্দটি করব না! আপনি প্রাণভরে দেখুন।

ব্যাপ্তিস্তা : যা বলেছি তা কার্যে পরিণত করতে আমি বিলম্ব করব না। বিয়াঙ্কা মা, আমার আচরণে দুঃখিত হয়ো না। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটুও হ্রাস পায়নি। ছিঃ, অশ্রুপাত করো না। যাও, তুমি এবার একটু ভেতরে যাও।

ক্যাথেরিনা : কী আদুরে দুলালী আমার! কথায় কথায় চোখে পানি আনা চাই, তাও যদি বা বুঝতে পারত কোন দুঃখে কাঁদছে!

বিয়াঙ্কা : বোন আমার দুঃখে যদি তোমার আনন্দ হয় হোক। বাবা, তোমার কথায় আমি চিরবাধ্য। এখন থেকে কেবল বাদ্যযন্ত্র ও পাঠ্যগ্রন্থ হবে আমার নিত্য সহচর। অন্য কোনো কর্মে রত হব না, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করব না।

লুসেনশিও : শুনলে ত্রাণিও, শুনলে! ঐ কণ্ঠস্বর কোনো মানবীর নয়। যেন কোনো স্বর্গীয় অপ্সরা কথা কইল।

হোর্টেনসিও : জনাব, আপনি সত্যি বিয়াঙ্কার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করবেন? আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, সকলের শুভ কামনা পরিণামে বিয়াঙ্কার জন্য এত দুঃখ ডেকে আনল।

গ্রিমিও : এই দজ্জালনীর জন্য আপনি ঐ মেয়ের পায়ে শিকলী পরাবেন কেন? জিহ্বার অপরাধ একজনের আর প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইবে আরেকজন?

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারা বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। যা স্থির করেছি তার নড়চড় হবে না। বিয়াঙ্কা, তুমি ভেতরে যাও।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

আমি জানি সঙ্গীত, কাব্য ও বাদ্যযন্ত্রের চর্চায় ও মেয়ে যত আনন্দ পায়, তেমনি অন্য কিছুতে নয়। ভাবছি, ওই বয়সের মেয়েকে শেখাতে পারবে এমন উপযুক্ত লোক পেলে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে নিজের বাড়িতেই রেখে দিই। হোর্টেনসিও-গ্রিমিও, তোমরা যদি কখনও তেমন লোকের সন্ধান পাও অবশ্য আমার কাছে প্রেরণ করবে। জানইতো, কন্যাদের সুশিক্ষার জন্য আমি সর্বদা মুক্তহস্ত এবং গুণীর কদর করতেও আমি কখনও কসুর করি না। আমাকে এবার বিদায় নিতে হচ্ছে। অনেক কাজ পড়ে আছে। ক্যাথেরিনা, তুমি ইচ্ছে করলে একটু পরে আসতে পার। ততক্ষণ আমি বিয়াঙ্কার সঙ্গে দু'একটা কথা বলি গিয়ে। [প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : আমি অপেক্ষা করব কেন? কার জন্য? কোথায় কতক্ষণ থাকতে হবে আর কখন চলে যেতে হবে সে-বিষয়ে আমার নিজেরই যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে। অন্যের ইশারা অনাবশ্যক। আমি তার পরোয়া করি না। [প্রস্থান]

গ্রিমিও : আপনি স্বচ্ছন্দে রসাতল পর্যন্ত যেতে পারেন। আপনার মতো মহিষীকে আটকে রাখি এমন ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। হোর্টেনসিও, একেকবার মনে হয় রমণীর প্রেম বড়ই অসার! আমাদের কোনো আশা নেই। সকল দিক থেকে গুড়ে বালি। মাটি কামড়ে পড়ে থাকা ছাড়া কিছু করার যো নেই। বিদায় বন্ধু। আর দেখি, সুহাসিনী বিয়াঙ্কার জন্য হৃদয়ে যে ভালোবাসা সঞ্চিত আছে তার তাড়নায় ওর জন্য একজন উপযুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহশিক্ষক খুঁজে বের করতে পারি কি না। তেমন লোকের সন্ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গে ওঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে দেব।

হোর্টেনসিও : সে চেষ্টা আমিও করব গ্রিমিও। কিন্তু তার আগে আরো একটা কথা আমার মনের মধ্যে এসেছে। ভালো করে শোন। দেখ, আমাদের মধ্যে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার মধ্যে আপোসের কোনো স্থান নেই একথা খুবই সত্য। তবে কথা হচ্ছে এই যে, হালে যা ঘটতে যাচ্ছে তাতে আমাদের উভয়ের স্বার্থ সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এখন সময় এসেছে, বিশেষ একটা কার্যসিদ্ধির জন্য একজোটে কাজ করার। যদি তা করতে পারি কেবলমাত্র তাহলেই আবার আমরা আমাদের প্রেয়সীর চন্দ্রমুখ দর্শন করার সুযোগ লাভ করব। হৃদয় লাভের জন্য আবার বিয়াঙ্কার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পুলক অনুভব করতে পারব।

গ্রিমিও : কী করতে হবে কথাটা খুলে বল।

হোর্টেনসিও : জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য সত্বর একজন পতি নির্বাচন করে দিতে হবে।

গ্রিমিও : পতি! বল, প্রেত, প্রেত!

হোর্টেনসিও : ওই হলো। পতি, পতি।

গ্রিমিও : কক্ষণো নয়! প্রেত হলেও হতে পারে। আচ্ছা হোর্টেনসিও তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখ। কেথির বাবার যত ধনদৌলতই থাক না কেন, এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কে আছে যে ঐ অগ্নিশিখাকে পত্নীরূপে আলিঙ্গন করতে সম্মত হবে!

হোর্টেনসিও : ধীরে গ্রিমিও, ধীরে। মহিলার প্রখর আচরণ সহ্য করার মতো ধৈর্য তোমার আমার হয়তো নেই। কিন্তু জগতে নিশ্চয়ই এখনো এমন সুযোগ্য পুরুষ রয়েছেন, আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাতও হবে, যিনি ঐ মেয়েকে তার সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও বিস্তর ধনসম্পত্তির সঙ্গে গ্রহণ করতে রাজি হবেন।

গ্রিমিও : আমার বিশ্বাস হয় না। তার চেয়ে বলো না কেন, প্রতি প্রত্যূষে সদর রাস্তায় প্রহৃত হওয়ার বিনিময়ে যৌতুকের ধন-সম্পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়ে যাই।

হোর্টেনসিও : খুব বলেছ তুমি। তবে বুঝলে কিনা, যে অকূল পাথারে পড়েছে তার অত বাছবিচার করলে চলে না। আমার পরামর্শ শোন। এখন যে নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে আমরা আর পরস্পরের বন্ধুত্ব স্বীকার না করে পারি না। আমাদের উচিত এই বন্ধুত্ব বজায় রেখে, জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য স্বামী সংগ্রহের ব্যাপারে বুড়ো ব্যাপ্তিস্তাকে সাধ্যমতো সাহায্য করা। এবং তৎসঙ্গে কনিষ্ঠাকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা যাতে সে স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচনে উদ্যোগী হতে পারে। যেদিন তা সম্ভব হবে সেদিন আমরাও না হয় পুনর্বার পরস্পরকে শত্রু বলে বিবেচনা করব। যে জয়ী হয় সেই মালা পরবে। বিয়াঙ্কাকে লাভ করে চিরসুখী হবে। রাজি আছ?

গ্রিমিও : আলবত রাজি আছি। সেই উদ্যোগী পুরুষকে আমি পাদুয়ার সর্বাপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রুতগামী অশ্ব উপহার দেব যেন সে পলকে এখানে উপস্থিত হয়ে কেথিকে প্রণয়ে অভিভূত করে, তাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করে ফেলে এবং পরে ওকেসহ দ্রুত দেশান্তরী হয়ে যায়।

[হোর্টেনসিও ও গ্রিমিওর প্রস্থান]

ত্রাণিও : অবাক কাণ্ড! প্রেম যে কাউকে এত তড়িৎবেগে কাবু করে ফেলতে পারে, কস্মিনকালেও ভাবিনি।

লুসেনশিও : আমিও কোনো দিন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ দেখ আমার কী দশা হয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অলস দৃষ্টিতে একটা ঘটনা দেখছিলাম মাত্র আর ঐ অলস মনের ওপরই অলক্ষে প্রণয়ের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তুমি আমার অতি বিশ্বস্ত সহচর। তোমার কাছে কখনও কোনো কথা গোপন করিনি। আজ অপকটে ঘোষণা করছি যে, যদি ওই লজ্জাবতী তন্বীটি লাভ করতে না পারি তবে বিরহে আমার দেহ শীর্ণ ও হৃদয় দগ্ধ হবে এবং অচিরে জীবনের অবসান ঘটবে। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। ত্রাণিও, সত্বর উপায় উদ্ভাবন কর এবং আমাকে সর্বপ্রকারে সহায়তা কর।

ত্রাণিও : যেরূপ অবস্থা দেখছি তাতে হিতোপদেশ দ্বারা আপনার হৃদয়াবেগ প্রশমিত করা যাবে এরূপ মনে হয় না। হৃদয়ে যখন প্রণয় প্রবেশ করেছে তখন আর নিস্তার নেই। এখন কেবলমাত্র চেষ্টা করতে হবে কী করে ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে এই বন্দিশালা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়।

লুসেনশিও : তুমি যে এতদূর পর্যন্ত অনুধাবন করতে পেরেছ তাতেও আমি অনেক আশান্বিত হলাম।

ত্রাণিও : তা প্রভু, আপনি সর্বক্ষণ ঐ তন্বী দর্শনে এত আত্মনিমগ্ন ছিলেন যে পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্ভবত কিছুই লক্ষ করেননি।

লুসেনশিও : অতি গভীরভাবে লক্ষ করেছি ঐ শ্রীমুখের অপূর্ব লাবণ্য, ইতিহাসে কী কাব্যে যার তুলনা কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না।

ত্রাণিও : আর কিছুই আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি? জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে ওকে অতিশয় কটু ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে তিরস্কার করল, আপনি তা শুনতে পাননি?

লুসেনশিও : আমি শুধু দেখেছি কনিষ্ঠের রক্তিম ওষ্ঠের সঞ্চালন, বায়ুমণ্ডলে অনুভব করেছি তার নিঃশ্বাসের সৌরভ, উপলব্ধি করেছি তার মাধুর্য, তার পবিত্রতা।

ত্রাণিও : নাঃ, এ দেখছি আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল! এরকম আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলে তো কোনো কার্যই উদ্ধার হবে না। ভালো করে শুনে রাখুন, যদি সত্যি সত্যি ঐ কনিষ্ঠের প্রণয়াভিলাষী হয়ে থাকেন তবে আর কালবিলম্ব না করে সমগ্র সত্তায় সজাগ হয়ে উঠুন। মনোযোগ দিয়ে সব কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান যে জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে দেখেছেন তিনি বড়ই মুখরা আর তেজস্বিনী রমণী। ওঁদের পিতা এই সংকল্প গ্রহণ করেছেন যে, জ্যেষ্ঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাত্রস্থ না হওয়া পর্যন্ত কনিষ্ঠা অবশ্যই কুমারী জীবন যাপন করবে। যাতে পাণিপ্রার্থীরা বর্তমানে কনিষ্ঠাকে আর উত্যক্ত করতে না পারে, সেজন্য এখন থেকে তাকে গৃহাভ্যন্তরেই আবদ্ধ থাকতে হবে।

লুসেনশিও : কী পাষাণ এই পিতৃহৃদয়! কিন্তু ত্রাণিও, আমি যেন আরো একটা কী কথা শুনলাম বলে মনে হয়? কন্যার পিতা কি অন্দরমহলে ওর সুশিক্ষার জন্য একজন উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের খোঁজ করেননি?

ত্রাণিও : ঠিক বলেছেন। ঐ সূত্র ধরে আমিও অনেক কথা ভেবেছি।

লুসেনশিও : আমি ভেবে ভেবে একটা উপায় পর্যন্ত বের করে ফেলেছি।

ত্রাণিও : হয়তো ঐ একই চিন্তা আমার মাথায়ও এসেছে।

লুসেনশিও : নমুনা শোনাও। মিলিয়ে দেখি।

ত্রাণিও : আপনি ঐ বাড়িতে গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হতে চান। কুমারী কন্যার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান।

লুসেনশিও : ঠিক ধরেছ। সম্ভব হবে মনে কর?

ত্রাণিও : না। কারণ, তাহলে আপনার ভূমিকা গ্রহণ করবে কে? পাদুয়ার ভিনসেনশিওর পুত্র হবে কে? তাঁর বাড়িতে থাকবে কে, তাঁর পুস্তকাদি ঘাঁটবে কে, তাঁর ইয়ারবক্সিদের আপ্যায়ন করবে কে, তাঁদের আতিথেয়তার ভার নেবে কে?

লুসেনশিও : ব্যাস আর বেশি বলতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে দিচ্ছি। নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে কেউ আমাদের চর্মচক্ষে দেখেনি। আর কে প্রভু কে ভৃত্য আমাদের চেহারায় তার কোনো ছাপ দেয়া নেই। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এখন থেকে ত্রাণিও, আমার বদলে তুমিই হলে প্রভু। তুমিই বাড়ির মালিক হবে, ঘরদোর দেখবে, চাকর-নফর খাটাবে। আমি হলে যা যা করতাম সবই করবে। আর আমার পরিচয় হবে ফ্লোরেন্স কী নেপল্‌স কী পিসা থেকে আগত কোনো নগণ্য নাগরিকের। কোনো কথা নয় আর। যেমন বলছি চটপট সে রকম করতে থাকো। তাড়াতাড়ি তোমার পুরনো খোলস পাল্টে আমার ঐ রঙিন টুপি আর চোগা পরে নাও। বিয়োনদেলো এলে সেও এখন থেকে তোমার হুকুমের তাঁবেদার হবে। ও যেন মুখ সামলে চলে, সেজন্য ওকে আমি শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখব।

ত্রাণিও : অবশ্যই সে-কাজটি ভালো করে করবেন। আমি আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সদা প্রস্তুত। বিদায়কালে আপনার পিতাও আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন কখনও আপনার সেবা থেকে বিরত না হই। যদিও যে-কাজে এখন ব্রতী হয়েছি সেরকম সেবা করার কথা তিনিও ভাবেননি। সে যাই হোক, আপনার চিরানুগত দাস রূপে আমি আজ লুসেনশিওর নির্দেশেই লুসেনশিওর ভূমিকা গ্রহণে সম্মত হলাম।

লুসেনশিও : আর আমি প্রেমিক লুসেনশিও হব কৃতদাস, সেই রমণী রত্ন লাভের আশায়, যার রূপরাশি দর্শনমাত্র আমার চোখ নিষ্পলক হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ।]

পাষণ্ডটা এতদিনে হাজির হয়েছে। কোথায় ছিলি এতদিন ?

বিয়োনদেলো : আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন আমি কোথায় ছিলাম ? তারচেয়ে অধিক সঙ্গত প্রশ্ন, আপনাকে জিজ্ঞেস করা, আপনি এখন কোথায় আছেন ? প্রভু, দুর্বৃত্ত ত্রাণিও আপনার বস্ত্র অপহরণ করেছে, না আপনি ওরটা ? না উভয়ে উভয়ের ? অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।

লুসেনশিও : হতভাগা! রসিকতা করার আর সময় নেই। যে কাজের সময় হয়েছে এখন তাই কর। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য ত্রাণিও আমার পোশাক পরেছে, আমার নাম ধারণ করেছে। ওরটা গায়ে জড়িয়ে আমি আত্মগোপনের ফিকিরে আছি। তোকে আর বলব কী, বন্দরে অবতরণ করেই এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার কলহ বেধে যায়। আমার অস্ত্রাঘাতে ওর মৃতদেহ যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন এদেশের কেউ হয়তো তা দেখে থাকবে। আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে। এখন থেকে তুই হলি ওর অনুচর, ওর হুকুম মোতাবেক চলবি। বুঝতে পেরেছিস ?

বিয়োনদেলো : কিছুই আর বাকি নেই।

লুসেনশিও : ত্রাণিওর নাম এক রত্তিও মুখে আনবি না। ত্রাণিও এখন লুসেনশিও বনে গেছে।

বিয়োনদেলো : ওর খোস-নসিব। যদি আমারও সে-রকম সৌভাগ্য হত!

ত্রাণিও : যদি সৌভাগ্যের আর্জিই পেশ করলি তবে আরেক পা এগিয়ে বলিস না কেন, হায়, লুসেনশিও যদি ব্যাপ্তিস্তার কনিষ্ঠা কন্যাকে লাভ করতে পারত! এসব কথা রাখ এখন। আমি আমার নিজের জন্য বলছি না। শুধু প্রভুর স্বার্থে বলছি, লোকজনের সামনে সর্বক্ষণ আমাকে খুব সমীহ করে চলবি। নির্জনে ত্রাণিও বলে ডাকিস কিছু বলব না। কিন্তু বাইরে, সব সময়ে, আমি হলাম গিয়ে লুসেনশিও, তোর প্রভু।

লুসেনশিও : চল ত্রাণিও, এবার আমরা অগ্রসর হই। তোমাকে আমার জন্য আরো একটা কাজ করতে হবে। ঐ কনিষ্ঠা কন্যার জন্য তোমাকেও একজন পাণিপ্রার্থী সাজতে হবে। কোনো প্রশ্ন নয়। খুব সঙ্গত এবং গুরুতর কারণ রয়েছে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পেট্রুশিও এবং তার অনুচর গ্রুমিওর প্রবেশ]

পেট্রুশিও : বিদায় ভেরোনা। পাদুয়ায় প্রবেশ করেছি কিছু পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব বলে। বিশেষ করে আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিশ্বস্ত বন্ধু হোর্টেনসিওর সঙ্গে। মনে হচ্ছে এইটেই তার গৃহ। ওরে গ্রুমিও, জোরে ঘা লাগা।

গ্রুমিও : ঘা লাগাব! কাকে! কেউ কি প্রভুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : হতচ্ছাড়া, আমার সামনে আঘাত করতে বলছি!

গ্রুমিও : কোথায় বললেন? আপনার সামনে? পেছনে থেকে নয়? আমি আঘাত করব?

পেট্রুশিও : ওরে নরাধম, বলছি, পেটা, ঘা মার, ধাক্কা দে। যদি না করিস তবে আমিই তোর ঐ গাধার মাথা ভাঙব।

গ্রুমিও আপনি অকারণে আমার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হতে চাইছেন। আমি আপনাকে প্রথম আঘাত করলে পরিণামে আমার কী দশা হবে সে কি আমি অনুমান করতে পারি না?

পেট্রুশিও : বেটাত আচ্ছা বজ্জাত! বেশ, তুই যখন কিছুতেই ঘা মারবি না তখন আমিই না হয় আংটা ধরে মোচড় দিয়ে দেখি। দেখি ভেতর থেকে কোন সুরে জবাব বের হয়।

[কান মোচড়াতে থাকে]

গ্রুমিও : রক্ষা কর। আমার প্রভু উন্মাদ হয়ে গেছেন। উন্মাদ! রক্ষা কর!

পেট্রুশিও : মার, ঘা মার। এবার ঘা মার।

[হোর্টেনসিওর প্রবেশ]

হোর্টেনসিও ব্যাপার কী, আরে এ-যে দেখছি আমাদের গ্রুমিও আর আমার প্রিয় বন্ধু পেট্রুশিও। ভেরোনার সব কুশল তো?

পেট্রুশিও তুমি কি আমাদের ঝগড়া মেটাতে এসেছ না কি? সে যাই হোক, তোমাকে দেখে কিন্তু মনটা আমার খুশিতে ভরে গেছে!

হোর্টেনসিও : তোমরা যে আমার গৃহে পদার্পণ করেছ সেজন্য আমি অশেষ আনন্দিত গ্রুমিও উঠে দাঁড়াও এবার। ওঠ। অবশ্যই এর একটা মীমাংসা পরে করা যাবে।

গ্রুমিও : মীমাংসা করার এর মধ্যে কিছু নেই। উনি আজ আমার সঙ্গে যে-আচরণ করেছেন, এরপর ওর সেবায় নিযুক্ত থাকা কারো উচিত নয়। উনি আমাকে বারবার বলেছেন, দু ঘা লাগাতে, ভালো করে ওকে পিটুনি দিতে। আপনিই বলুন, আমি ভৃত্য হয়ে বয়স্ক প্রভুকে কী করে আঘাত করি? যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন হয়তো প্রহার করতে পারতাম। যদি পারতাম তবে সেই শিক্ষাদানের ফলে আজ হয়তো গ্রুমিওর পরিণাম এরূপ হত না।

পেট্রুশিও : বেটা যেমন বজ্জাত, তেমনি আহাম্মক। বুঝলে হোর্টেনসিও, ওঁকে একশ বার করে বললাম তোমার গৃহের দরজায় জোরে জোরে ঘা মারার জন্য— তা বদমায়েশটা কিছুতেই আমার কথা শুনবে না!

গ্রুমিও : এ্যাঁ? দরজায় ঘা মারতে হবে সেকথা আপনি স্পষ্ট করে বললেন না কেন? আপনি তো শুধু বলেছেন, ঘা মার, জোরে ঘা মার, পেটাও; আমি কী করে বুঝব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : হয়েছে। তোমাকে আর বুঝাতে হবে না। হয় চুপ করে থাকো, নয় চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যাও।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও আর উত্তেজিত হোয়ো না। ওর হয়ে আমি কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে এ-রকম হবে না। তোমাদের মধ্যে তো এমন কাণ্ড ঘটার কথা নয়। গ্রুমিও তোমাদের কতদিনের পুরনো বিশ্বাসী আমুদে অনুচর। যাকগে ওসব কথা। কোন সু-বাতাসের টানে ভেরোনা থেকে পাদুয়ায় এসেছ তাই বল।

পেট্রুশিও : যে-হাওয়ার টানে মানুষ যৌবনে স্বদেশের ক্ষীণস্রোত জীবনকে সহ্য করে না, ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে, ক্রমাগত অন্বেষণ করে সৌভাগ্যকে অচেনা মাটিতে। সরল ভাষায় আমার সংবাদ এই যে, কিছুকাল হলো পিতা পরলোক গেছেন। আমি নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছি ভাগ্যে রত্ন ও রমণী কতদূর জোটে পরীক্ষা করে দেখার জন্য। কিছু সম্পদ সঙ্গে আছে, দেশে আছে বিস্তর পণ্য, ভাবলাম এই বেলা জগতটাকে একবার ঘুরে দেখে আসি।

হোর্টেনসিও : আমার ইচ্ছা হচ্ছে, অতি সরল ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞেস করি, সত্যি বিয়ে করবে নাকি ? এক গরবিনী মুখরা মেয়েকে বিয়ে করবে ? প্রস্তাবটা বোধ হয় খুব মনঃপুত হলো না। কিন্তু বন্ধু মেয়েটি সত্যি ধনী, বেশ বড় রকমের ধনী। তুমি যদি আমার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু না হতে তবে আমি অবশ্যই তোমাকে ওর সঙ্গে মিলিয়ে দিতাম।

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিও, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অতি পুরাতন। অল্প কথাতেই আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারি। যে-প্রণয়সঙ্গীতের আমি পিয়াসী টঙ্কার টনৎকারই হবে তাতে মুখ্য। অতএব তুমি যদি এমন রমণী রত্ন লক্ষ করে থাক বিষয় সম্পত্তিতে যে আমার পত্নীত্ব লাভের উপযুক্ত তাহলে তো সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। হোক সে তাড়কার মতো কদাকার, হিড়িম্বার মতো উৎপীড়নকারী, মন্দোদরীর মতো বর্ষীয়ষী, আমি তাতে বিচলিত নই। উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সে যদি আমার দিকে ধাবিত হয়, আমি অভিভূত হব না। আমি এসেছি পাদুয়ায় শাদিতে সম্পদ লাভের জন্য, যদি পাদুয়ায় সম্পদ লভ্য হয় তবে সুখও হবে।

গ্রুমিও : আর কী! উনি ওঁর মনোভাব অতি সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছেন। যদি ধনদৌলত মেলে তবে উনি কাচের পুতুল কি মাটির মূর্তিও বিয়ে করতে রাজি আছেন। থাক ব্যাধি না থাক দন্ত কিছু এসে যায় না। টাকার সঙ্গে যা কিছু ভেসে আসে সবই ওর চোখে মনোহর।

হোর্টেনসিও : তাই যদি হয় পেট্রুশিও তাহলে যে কথাটা কৌতুকের ছলে আরম্ভ করেছিলাম সেটা এখন সবিস্তারেই ব্যক্ত করি। উপযুক্ত পত্নীলাভের ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করব। যার কথা তোমাকে বলেছিলাম তিনি যুবতী, রূপবতী এবং সুশিক্ষিতাও বটে। স্বভাবের মধ্যে দোষ মাত্র একটি। অবশ্য ঐ একটাই যথেষ্ট। মহিলা ভীষণ মেজাজি, মুখরা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহলপ্রিয়। আমার অবস্থার যদি শতগুণ অবনতি ঘটে তবুও ঐ রমণীকে আমি গোটা স্বর্ণখনির বিনিময়ে গ্রহণ করতে সম্মত হব না।

পেট্রুশিও : বেশ বুঝতে পারছি, স্বর্ণের কী মূল্য সে-সম্পর্কে তোমার এখনো সম্যক জ্ঞান জন্মেনি। তুমি শুধু মহিলার পিতার নামটা আমাকে বলে দাও। যে-বজ্রের গর্জনে বৈশাখের মেঘ কেটে চৌচির হয় ঐ মহিলা যদি স্বভাবত সে-রকম প্রবল কণ্ঠে গালমন্দ করেন, আমি তবু তাঁকে অধিকার করতে চাই।

হোর্টেনসিও : ওঁর বাবার নাম ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা। অতিশয় অমায়িক ও সদাশয় ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম ক্যাথেরিনা মিনোলা, মুখরা স্বভাবের জন্য পাদুয়ায় বিখ্যাত।

পেট্রুশিও : কন্যা আমার অচেনা, তবে পিতা পরিচিত। আমার পরলোকগত পিতাকে উনিও ভালো করে জানতেন। হোর্টেনসিও, এই কন্যার দর্শন লাভ না করা পর্যন্ত আমি শয্যাগ্রহণ করব না। যদি তুমি অবিলম্বে ঐ গৃহগমনে আমাকে সঙ্গদান না কর তবে নিশ্চিন্ত জানবে, অদ্যই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

গ্রুমিও : যখন একবার রোখ চেপেছে তখন ওঁকে যেতে দিন। তবে ওঁকে আমি যত ভালো করে জানি, ঐ মহিলাটিও যদি ততটা জানতেন তাহলে তিনিও বুঝতে পারতেন যে, শত গালমন্দেও এ লোকের কিছু হবার নয়। হয়তো মহিলা ওকে দু'চার দশ গণ্ডা গালিগালাজ করবেন, উনি ভ্রুক্ষেপও করবেন না। তারপর উনি যখন মুখ খুলবেন তখন সবাইকে ভেল্কিবাজি দেখিয়ে দেবেন। মহিলা যত রাগ দেবেন ততই তাকে এমন নাকাল করবেন যে শেষে চোখে সর্ষেফুল দেখবেন। আমার প্রভুকে আপনারা কেউ জানেন না।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর, আমার নিজের স্বার্থেই আমি তোমার সঙ্গে যাব। ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ গৃহবন্দি করে রেখেছে। তার কনিষ্ঠা কন্যা রূপসী বিয়াঙ্কা আমার নয়নের মণি, তাকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন যাতে আমি বা অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীগণ কেউ তার নাগাল না পাই। উনি উত্তমরূপে জানেন, কী কারণে তা তোমাকে বলেছি, জানেন যে, ক্যাথেরিনাকে কেউ প্রণয় নিবেদন করতে পারে না। সব জেনে-শুনেই ব্যাপ্তিস্তা হুকুম করেছেন যে, যতদিন না ক্যাথেরিনা কলহরানীর স্বামী জুটেছে ততদিন বিয়াঙ্কার ত্রিসীমানায় কেউ যেতে পারবে না।

পেট্রুশিও : ক্যাথেরিনা কলহরানী। কুমারী কন্যার এই বোধ হয় নিকৃষ্টতম উপাধি।

হোর্টেনসিও : বন্ধু, তুমি আমার একটা উপকার করে দেবে। লম্বাঢোলা চোগাচাপকান চাপিয়ে আমি কোনো বিদ্যায়তনের শিক্ষকের ছদ্মবেশ ধারণ করব। তুমি বুড়ো ব্যাপ্তিস্তার সামনে আমাকে পেশ করে তাকে বলবে যে, আমি একজন সঙ্গীতবিশারদ, বিয়াঙ্কার শিক্ষক হওয়ার বিশেষ উপযুক্ত। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিকল্পনা কার্যকর হয় তাহলে অন্তত বিয়াঙ্কাকে দু'বেলা ভালোবাসার উত্তম সময় সুযোগ লাভ করা যাবে। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। অথচ আমি বিয়াঙ্কার সহযোগিতায় বিয়াঙ্কাকেই প্রণয় নিবেদন করতে থাকব।

গ্রুমিও : কী সাধু সঙ্কল্প! এক বৃদ্ধকে প্রতারিত করার জন্য দুই তরুণ একজোট হয়েছেন।

[ছদ্মবেশধারী লুসেনশিও ও গ্রিমিওর প্রবেশ]

দেখুন দেখুন! এই দিকে দেখুন। এরা কারা ?

হোর্টেনসিও : আস্তে কথা বলো গ্রুমিও। ওদের একজন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক! এসো আমরা একটু আড়ালে সরে দাড়াই।

গ্রুমিও : বড় জবরদস্ত জোয়ান তো! তার উপর আবার প্রেমিক বনেছেন!

গ্রিমিও : বেশ, বেশ। আপনার ফর্দ আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যে করে হোক দেখবেন প্রত্যেকটি কাব্যই যেন প্রেমবিষয়ক হয়, প্রত্যেকটি বইয়ের মলাট যেন খুব মনমাতানো হয়। অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করবেন না। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন তো ? ব্যাপ্তিস্তা উদার হস্তে যা দান করার করবেন, অধিকন্তু আমিও আপনাকে প্রচুর দেব। এই ফর্দ সঙ্গে রাখুন। এর কাগজপত্রে ভালো করে সুগন্ধি মাখিয়ে নেবেন। কারণ যাঁর কাছে এগুলো বহন করে নিয়ে যাবেন তিনি নিজেই সকল সুগন্ধির সেরা সুগন্ধ! আচ্ছা প্রথম দিন কী কাব্য পাঠ করবেন তার একটু নমুনা শোনান তো।

হোর্টেনসিও : এ কাজে আপনি আমাকে নিযুক্ত করেছেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, যে কাব্যই নির্বাচন করি না কেন, আপনার হৃদয়ের উমেদার হয়েই তা করব। আপনি স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যে ভাব ব্যক্ত করতেন আমি প্রকারান্তরে তারই বাহন হব। বরঞ্চ বলতে পারেন, আমি আরো মোক্ষম ভাষা উদ্ভাবনে সমর্থ হব; কারণ, জ্ঞানের চর্চা আমার পেশা, আপনার নয়।

গ্রিমিও : সত্যি, এই জ্ঞানের মতো জিনিস আর কিছু হয় না।

গ্রুমিও : হাদারাম। তোমার মতো গর্দভও আর হয় না।

পেট্রুশিও : ফের কথা বলছিস ?

হোর্টেনসিও : মঙ্গল হোক সিনর গ্রিমিওর। কোনো খবর আছে না কি ?

গ্রিমিও : সিনর হোর্টেনসিও। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় বড় ভালো হলো। অনুমান করতে পার কোথায় চলেছি ? ব্যাপ্তিস্তা মিনোলার বাড়ি যাচ্ছি। ওঁকে কথা দিয়েছিলাম যে, রূপসী বিয়াঙ্কার গৃহশিক্ষকের জন্য একজন উপযুক্ত পণ্ডিতের খোঁজ করব। আমার ভাগ্য ভালো হঠাৎ এই যুবকের দেখা পেলাম। বিদ্যায় ও সৌজন্যে কুমারীর আদর্শ গুরু। মহাকাব্যবিশারদ। অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছেন এবং খোঁজ নিয়ে জেনেছি সবই সদ্গ্রন্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোর্টেনসিও : খুব ভালো হয়েছে। আমিও এক ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছি। ইনি একজন সঙ্গীত বিশারদ। আমাদের প্রেয়সীকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে সম্মত হয়েছেন। রূপসী বিয়াঙ্কা আমার হৃদয়েশ্বরী, তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি তিলমাত্র পেছনে পড়ে থাকতে রাজি নই।

গ্রিমিও : বিয়াঙ্কার প্রতি আমার প্রণয় কত গভীর তা আমার কার্যাবলীই প্রমাণ করবে।

গ্রুমিও : কার্যাবলী নয়, বলুন টাকার থলি।

হোর্টেনসিও : দেখ গ্রিমিও, আমাদের প্রণয় জাহির করবার সময় এখনো আসেনি। যখন আসবে তখন প্রাণভরে প্রতিযোগিতা করা যাবে। আপাতত আমি তোমাকে এমন এক সংবাদ শোনাতে পারি যা আমাদের উভয়ের জন্য বড়ই মঙ্গলকর। আগে শোনো, পরে আমার তারিফ করো। আকস্মিকভাবে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আজ আমার সাক্ষাত হয়। কিছু শর্তাধীনে উনি ক্যাথেরিনাকে প্রণয় নিবেদন করতে সম্মত হয়েছেন। এমনকি যথোপযুক্ত যৌতুক লাভের সম্ভাবনা থাকলে বিয়ে পর্যন্ত করে ফেলবেন।

গ্রিমিও : যেমন বললে তেমন যদি হয় তাহলে তো কথাই নেই। তবে ভদ্রলোককে মহিলার স্বভাবের সব কথা খুলে বলেছ?

পেট্রুশিও : শুনেছি তিনি নাকি খুব উগ্র প্রকৃতির এবং কিঞ্চিৎ কলহপ্রিয়। যদি ওর অতিরিক্ত কিছু না হয়, আমি তাতে আপত্তি কিছু দেখছি না।

গ্রিমিও : আপনি এতে আপত্তির কিছুই দেখছেন না? আশ্চর্য! আপনি কোথাকার অধিবাসী জানতে পারি কি?

পেট্রুশিও : জন্ম ভেরোনায়, পুত্র এন্টনিওর। পিতা মরে গেছেন কিন্তু আমার জন্য ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন প্রচুর। আশা আছে সামনে আরো অনেক সুদিন আসছে।

গ্রিমিও : আশ্চর্য! এমন জীবনে আপনি এরূপ পত্নী আকাঙ্ক্ষা করছেন। আশ্চর্য! তা আপনার যদি অভিরুচি হয়, সর্বশক্তিমান আপনাকে সাহায্য করুন। আমরাও আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। তবু আরেকবার বলুন, আপনি কি সত্যি সত্যি ঐ দম্ভিনীকে প্রণয় নিবেদন করবেন?

পেট্রুশিও : একশবার।

গ্রুমিও : উনি করবেন প্রণয় নিবেদন! তার আগে হতভাগী গলায় দড়ি দিয়ে মরে না কেন?

পেট্রুশিও : বিয়ে করার সদিচ্ছা নিয়েই আমি এদেশে এসেছি। আপনারা কি মনে করেন যে কোনো সামান্য কোলাহলে আমি বধির হয়ে যাব? আমি কি জীবনের সিংহনিনাদ শুনিনি? ঝড়ো হাওয়ায় স্ফীত সমুদ্রের সফেন তরঙ্গমালাকে হিংস্র বন্য পশুর মতো গর্জে উঠতে আমি কি দেখিনি? মাটিতে গোলাগুলির বিকট আওয়াজে, আকাশে বজ্রের আগ্নেয় বিস্ফোরণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অভ্যস্ত। সম্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গনে তূর্যের ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা, দামামার আহ্বান বহুবার শুনেছি। আর আজ আপনারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন এক মুখরা রমণীর বাক্যবাণের— যার কণ্ঠস্বর কৃষকের চুলোর আগুনে পুড়তে থাকা জ্বালানি কাঠের শব্দের চেয়ে হয়তো মৃদু। এরকম হাস্যকর কথা আর বলবেন না। পোকা-মাকড় দেখিয়ে ভয় দেখাতে চান, বাচ্চা ছেলে ধরে নিয়ে আসুন।

গ্রুমিও : আমি বরাবরই বলেছি, এ লোকের ভয়ডর কিছু নেই।

গ্রিমিও : হোর্টেনসিও, বড় সুসময়ে এ লোকের আগমন ঘটেছে। আমার খুব আশা হচ্ছে যে, ও যেমন নিজের, সেই সঙ্গে তেমনি আমাদেরও, অনেক উপকার করতে পারবে।

হোর্টেনসিও : আমি ওকে কথা দিয়েছি যে, ওর প্রণয় সম্পাদনের যাবতীয় ব্যয়ভার আমরা বহন করব।

গ্রিমিও : অবশ্যই করব। তবে ওকেও জয়ী হতে হবে।

গ্রুমিও : এর চেয়ে কেউ যদি আত্ত আহারের আশ্বাস দান করতো তাহলে যারপরনাই আনন্দিত হতাম।

[প্রভুর বেশে ত্রাণিও এবং বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

ত্রাণিও : দেখুন, যদি উত্যক্ত বোধ না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। আমরা সিনর ব্যাপ্তিস্তা মিনোলার বাড়ি খুঁজছি। সেখানে পৌঁছবার সবচেয়ে সহজ পথ কোনটি মেহেরবানি করে দেখিয়ে দিলে বিশেষ বাধিত হব।

বিয়োনদেলো : আপনি যাঁর কথা বলছেন তার তো দুই সুন্দরী কন্যা আছে, না?

ত্রাণিও : তুই ঠিকই চিনেছিস।

গ্রিমিও : আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলুন। আশা করি আপনি নিশ্চয় সেই কন্যার...

ত্রাণিও : কেন নয়? হয়তো পিতা ও কন্যা উভয়কেই সন্ধান করছি। আপনার কোনো আপত্তি আছে?

পেট্রুশিও : কোন্ কন্যা? আশা করি দু'জনের মধ্যে যিনি একটু রাগী, আপনার লক্ষ্য তিনি নন।

ত্রাণিও : রাগারাগি করে এমন মেয়ে আমার পছন্দ নয়। চলো বিয়োনদেলো আমরা এগোই।

লুসেনসিও : সাবাস ত্রাণিও। আরম্ভটা খাসা হয়েছে।

হোর্টেনসিও : দেখুন, চলে যাবার আগে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। যে মেয়ের খোঁজ করলেন, আপনি কি তার একজন পাণিপ্রার্থী? শুধু হ্যাঁ, কি না বলুন।

ত্রাণিও : যদি বলি হ্যাঁ তাহলে সেটা কি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে না কি?

গ্রিমিও : না। আপনাকে শুধু বিনাবাক্য ব্যয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : কী কারণে শুনতে পারি কি ? ভুলে যাবেন না এটা রাজপথ। সকলের অধিকার সমান।

গ্রিমিও : তাই বলে সেই কন্যায় সকলের অধিকার সমান নয়।

ত্রাণিও : কী কারণে, সেটাও বলতে আজ্ঞা হোক।

গ্রিমিও : কারণ, ঐ লাবণ্যবতী সিনর গ্রিমিওর প্রণয়িনী।

হোর্টেনসিও : ভুল। উনি সিনর হোর্টেনসিওর মনোনীতা।

ত্রাণিও : অত উত্তেজিত হবেন না। শান্ত হোন। শান্ত হোন। আপনারা উভয়ই বিশিষ্ট নাগরিক। অনুগ্রহ করে আমার দুটো কথা ধৈর্য ধরে শুনুন। ব্যাপ্তিস্তা সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার পিতার তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তাঁর কন্যার রূপ সকল সীমানা ছাড়িয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ক্রমে পাণিপ্রার্থীরাও বহুসংখ্যক হবেন। এই বহুর মধ্যে আমি একজন মাত্র। লীডার কন্যা হেলেনের জন্য শত সহস্র পুরুষ পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন, বিয়াঙ্কার জন্য সংখ্যায় একজন বৃদ্ধি পেলে কোনো ক্ষতি হবে না। যে প্যারিস সংগোপনে একাকী এসে ওকে অধিকার করে নেবেন তিনি যখন আসবার হয় আসবেন, আপাতত আমি লুসেনসিও, তালিকায় নিজের নাম যোগ করে রাখলাম।

গ্রিমিও : এ দেখছি শুধু কথার তোড়েই সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

লুসেনসিও : আমার মনে হয় ওকে স্বীকার করে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই। ওর ভেতরে যে কোনো পদার্থ নেই তা সহজেই সকলে টের পাবে।

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিও, তোমাদের এসব বাক্যালাপের আমি কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাচ্ছি না।

হোর্টেনসিও : আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি কি কখনও ব্যাপ্তিস্তার কন্যাকে স্বচক্ষে দেখেছেন ?

ত্রাণিও : দেখিনি। তবে শুনেছি তাঁর দুই কন্যা। প্রথমা যেমন বিখ্যাত তার খরজিহ্বার জন্য, দ্বিতীয়া তেমনি তার রূপ ও নম্রতার জন্য।

পেট্রুশিও : ঐ প্রথম জনই আমার লক্ষ্য। যা বলতে হয় ওঁকে বাদ দিয়ে বলবেন।

গ্রিমিও : উনি ঠিকই বলেছেন। এই রুস্তমই সেই দুঃসাধ্য সাধনের সকল শ্রম স্বীকার করবেন।

পেট্রুশিও : আমি আপনাকে সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কনিষ্ঠ কন্যার জন্য বর্তমানে আপনিও ব্যাকুল হয়েছেন ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা কোনো পাণিপ্রার্থীকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। জানিয়ে দিয়েছেন যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হবার পর তিনি কনিষ্ঠাকে পাত্রস্থ করার কথা ভাববেন। প্রথমা পার হবার আগে দ্বিতীয়ার মুক্তি নেই।

ত্রাণিও : যদি তাই হয়, তবে আপনিই হতে পারেন আমাদের প্রকৃত উদ্ধার কর্তা। আমি নিজেকে বিপন্নদের মধ্যে গণনা করছি। আপনি এই অচলাবস্থার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবসান ঘটান। জ্যেষ্ঠাকে গ্রহণ করে কনিষ্ঠাকে প্রণয় নিবেদনের দুয়ার সকলের জন্য খুলে দিন। যিনি জয়ী হবেন তিনি আপনার ঋণ পরিশোধে অবহেলা করবেন না।

হোর্টেনসিও : জনাব, আপনি খুব ভেবে-চিন্তে আসল কথাটা পরিপাটি করে ব্যক্ত করেছেন। অধিকন্তু আপনি নিজেকে একজন পাণিপ্রার্থী রূপে ঘোষণা করে আমাদের দলভুক্ত হয়েছেন। এর ফলে অবশ্য এখন থেকে আমাদের মতো আপনাকেও এই ভদ্রলোকের দাবি-দাওয়া মেটাবার আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

ত্রানিও : নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কর্তব্যে আমি অবহেলা করব না। তার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, আসুন, আমাদের প্রেয়সীর সৌভাগ্য কামনা করে আমরা অদ্য রজনীতে এক উৎসবের আয়োজন করি। আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বী উকিলের মতো, আমরা একে অন্যের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করব ঠিকই, কিন্তু পানাহারে বন্ধুত্ব বিসর্জন দেব না।

গ্রুমিও ও

বিয়োনদেলো : অতি উত্তম প্রস্তাব। চলুন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

হোর্টেনসিও : প্রস্তাবটি যে আদর্শ সন্দেহ নেই। এস পেট্রুশিও, তোমাকে আপ্যায়নের সকল ভার আমার উপর রইল।

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ব্যাপ্তিস্তা-গৃহের একটি কক্ষ। বিয়াঙ্কা দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে, হাত বাঁধা। ক্যাথেরিনা একটি পাখার হাতল উঁচিয়ে তাকে প্রহার করতে উদ্যত।]

বিয়াঙ্কা : আপা, এ অন্যায়। আমাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া তোমার পক্ষে খুবই অন্যায় হচ্ছে। দাসী-বাঁদীর মতো আমাকে নির্যাতন করা তোমার উচিত কর্ম নয়। সেও না হয় আমি উপেক্ষা করছি। কিন্তু দোহাই তোমার, হাতের বাঁধন খুলে দাও। যদি তুমি আদেশ কর তাহলে গয়নাগাটি কেন, লজ্জা নিবারণের প্রয়োজন ছাড়া আমি অন্য সব রকম সাজসজ্জা ত্যাগ করব। তুমি ভালো করে জানো, আমি কখনও গুরুজনদের কথার অবাধ্য হই না।

ক্যাথেরিনা : তাহলে এখনো ভালো চাস তো সত্য কথা বল। তোর ঐ পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে তুই কাকে ভালোবাসিস ? খবরদার আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করবি না।

বিয়াঙ্কা : তুমি আমায় বিশ্বেস কর আপা, অনেকের মধ্যেও স্বতন্ত্র বলে মনে হতে পারে এখনো এমন পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিনি।

ক্যাথেরিনা : হতভাগী এখনো মিথ্যে কথা বলছিস ? তুই হোর্টেনসিওকে সে-চোখে দেখিস না ?

বিয়াঙ্কা : যদি তাকে তোমার পছন্দ হয় বলো। আমি কথা দিচ্ছি তুমিই তাকে লাভ করবে। আমি নিজে তোমার হয়ে তার কাছে আবেদন জানাব।

ক্যাথেরিনা : তাই না-কি! তোর নজর বোধ হয় টাকা-পয়সার দিকে। তোকে রানির হালে রাখবে এই আশায় তুই বোধ হয় মনে মনে গ্রিমিওকে বেছে নিয়েছিস।

বিয়াঙ্কা : তুমি গ্রিমিওর কথা আশঙ্কা কোরে আমাকে ঈর্ষা করছ ? আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে রঙ্গ করছ। এখন আমি বুঝতে পারছি এসবই তোমার কৌতুকমাত্র। এবার আমার হাতটা খুলে দাও আপা!

ক্যাথেরিনা : কৌতুক! (পাখা দিয়ে আঘাত করে) তাই মনে করে খুশি হ। আরো খুশি হ।

[ব্যাপ্তিস্তার প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : এ-কী, এসব কী হচ্ছে! তোমার ঔদ্ধত্যের একটা সীমা নেই দেখছি। বিয়াঙ্কা, তুই এদিকে সরে আয়! একী, তুই কাঁদছিস! (বিয়াঙ্কার হাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধন খুলে দেয়।) তুমি তোমার হাতের কাজ ফেলে ওর সঙ্গে লাগতে এসেছ কেন! স্বভাবটাকে একেবারে ডাকিনীর মতো করে তুলেছ। হতভাগা মেয়ে, এরকম যে করো একটু লজ্জা হয় না তোমার? ও মেয়ে তোমার কী ক্ষতি করেছে যে তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে গেলে? ও তোমাকে কোনোদিন একটা খারাপ কথা পর্যন্ত বলেনি।

ক্যাথেরিনা : বলবে না কেন? চুপ করে রয়েছে কেন? ভেবেছে চুপ করে থাকলেই ওকে আমি ছেড়ে দেব! (বিয়াঙ্কার দিকে এগিয়ে যায়।)

ব্যাপ্তিস্তা : কী, আমার সামনে পর্যন্ত! বিয়াঙ্কা তুই একটু পাশের ঘরে যা-তো মা।

[বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : আমি জানি, আমার কিছুই আপনার পছন্দ নয়। ঐ মেয়েই হলো আপনার নয়নের মণি। ভালো বর শুধু ওর জন্যই দরকার। ওর বিয়েতে আমার ভূমিকা হবে পরিচারিকার। হুকুম মতো চামর দুলিয়ে বর-কনের গায়ে হাওয়া লাগাব। আপনিও তাই চান। থাক, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। কাঁদতে হয়, বিরলে বসে কাঁদব। কিন্তু যখন সুযোগ পাব, আমি ছাড়ব না!

[প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : এমন সন্তানের পিতা হওয়াও যে কত বড় যন্ত্রণা তা আমি কাকে বোঝাব! কিন্তু আমার বাড়িতে এরা আবার কারা আসছেন।

[গ্রিমিও, সামান্য পোশাকে লুসেনশিও, লুসেনশিওর পোশাকে ত্রাণিও, সঙ্গীতজ্ঞের বেশে হোর্টেনশিও, পেট্রুশিও এবং ত্রাণিওর অনুচর রূপে! কিছু গ্রন্থ এবং একটি বাদ্যযন্ত্র বহন করে বিয়োনদেলোর প্রবেশ।]

গ্রিমিও : আপনার মঙ্গল হোক জনাব ব্যাপ্তিস্তা।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারও মঙ্গল হোক গ্রিমিও। আপনাদের সকলেরই মঙ্গল হোক।

পেট্রুশিও : দেখুন জনাব, শুনেছি ক্যাথেরিনা নামে আপনার নাকি এক সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার এক কন্যার নাম ক্যাথেরিনাই বটে।

গ্রিমিও : এত তাড়াহুড়ো করবেন না। নিয়মমতো অগ্রসর হন।

পেট্রুশিও : আমাকে ক্ষমা করবেন সিনর গ্রিমিও, আমি আমার নিজের নিয়মে অগ্রসর হতে চাই। জনাব, আমি ভেরোনার অধিবাসী। আপনার কন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য ও বুদ্ধিমত্তা, তার মধুর স্বভাব ও বিবিধ গুণাবলীর সংবাদ শ্রবণ করে অতি উৎসাহী অতিথির মতো আপনার গৃহে ছুটে এসেছি। বহুবার বহুমুখে যার সুখ্যাতি শুনেছি, একবার স্বচক্ষে তাকে দেখতে চাই। আমার আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ আমি আমার এক নিজস্ব লোককে আপনার সামনে পেশ করছি। (হোর্টেনসিওকে দেখিয়ে দেয়) ইনি অংক শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। যদিও আপনার কন্যা নিজেও এই সব বিষয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য অর্জন করেছেন তবুও আমার মনে হয় এর তত্ত্বাবধানে ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা পরিপূর্ণতর হবে। এই ব্যক্তিকে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি মর্মাহত হব। এর নাম লিচিও, জন্মস্থান মানটুয়া।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি এবং আপনার বন্ধু উভয়ে আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। তবে যথেষ্ট মর্মবেদনা নিয়ে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ক্যাথেরিনার যা প্রকৃতি সে আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

পেট্রুশিও : বুঝতে পারছি যে তিনি আপনার খুবই প্রিয়। আপনি সহজে তাকে পরের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে রাজি নন। অথবা এমনও হতে পারে যে আপনি আমাকেই যথেষ্টরূপে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন না।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি যা বুঝি সরাসরি তা বলে ফেলি। অবশ্য একথাও সত্য যে, আপনি কে, আপনার দেশ কোথায়, সে-সব পরিচয় আমার কাছে এখনো প্রকাশ করেননি।

পেট্রুশিও : আমার নাম পেট্রুশিও। পিতার নাম এ্যান্টনিও। জীবদ্দশায় তিনি ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

ব্যাপ্তিস্তা : তাঁর সঙ্গে আমারও অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমার সৌভাগ্য যে তাঁর পুত্র আজ আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসেছেন।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব যদি অল্প সময়ের জন্য মুখ বন্ধ করতেন তাহলে অন্যান্য গরিব বান্দারা তাদের আর্জি পেশ করার সুযোগ পেত। আপনি আশ্চর্য লোক, একেবারে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছেন।

পেট্রুশিও : আমাকে ক্ষমা করবেন। এরকম করা আমার খুবই অন্যায় হয়েছে।

গ্রিমিও : এ শুধু ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়। এভাবে অগ্রসর হলে আপনার নিজের প্রণয়ও পণ্ড হবে। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, পেট্রুশিও আপনার জন্য যে-উপহার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন আমরা সবাই সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আপনার প্রতি আমার ব্যক্তিগত ভক্তিশ্রদ্ধা যে কারো চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্তই হবে, তার প্রমাণ স্বরূপ, আমি এই মহাবিদ্বান যুবককে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। (লুসেনশিওকে দেখিয়ে) দীর্ঘকাল ধরে ইনি রাইমস নগরে অধ্যয়ন করেছেন। ঐ ব্যক্তি যেমন অংক ও সঙ্গীতে অভিজ্ঞ এই তরুণও তেমনি গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী। এ'র নাম কাম্বিও। একে আপনি গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলে আমি কৃতার্থ হব।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ সিনর গ্রিমিও। জনাব কাম্বিও, আপনিও আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। (ত্রাণিওকে লক্ষ্য করে) জনাব, আপনি কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে অপরিচিত রয়ে গেছেন। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার এখানে আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ত্রাণিও : আমি নই, অভয় দান করবেন আপনি। কারণ, এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী হয়েও আমি আপনার সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা বিয়াঙ্কার পাণিপ্রার্থী হতে চাইছি। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অগ্রাধিকার দানের যে-সংকল্প আপনি গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন সে-সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। তবু আপনার কাছে আমার যৎসামান্য আর্জি এই যে, আমার পারিবারিক পরিচয় জানাজানি হওয়ার পর আমিও যেন এই গৃহে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীদের সঙ্গে সমান সমাদরে গৃহীত হই, যেন স্বাধীনভাবে এই ভবনে পদার্পণের এবং আপনার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হই। আমিও আপনার কন্যাদ্বয়ের শিক্ষার জন্য দুটি সামান্য উপহার এনেছি। এই বাদ্যযন্ত্রটি এবং এই কয়েকটি গ্রীক ও লাতিন পুস্তক। যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে বুঝবো এগুলো মূল্যহীন নয়।

ব্যাপ্তিস্তা (পুস্তকের মলাট উলটে নাম পড়ে নিয়ে) আপনার নাম লুসেনসিও ? বাড়ি কোথায় ?

ত্রাণিও : পিসা। আমি ভিনসেনশিওর পুত্র।

ব্যাপ্তিস্তা : কী আনন্দের কথা! আপনার পিতা হলেন পিসার একজন অতিশয় গণ্যমান্য ব্যক্তি। লোকমুখে ওঁর কথা এত শুনেছি যে মনে হয় যেন অতি পরিচিত মানুষ। খুব ভালো কথা। খুব ভালো কথা। আপনি (হোর্টেনসিওকে) বেহালাটি নিয়ে যান এবং আপনি (লুসেনশিওকে) এই গ্রন্থগুলো। আপনাদের পরস্পরের ছাত্রীর সঙ্গে এক্ষুণি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওরে, কে আছিস ওখানে ?

[এক বৃদ্ধ ভৃত্যের প্রবেশ]

এঁদের দু'জনকে ভেতরে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও। দু'জনকেই বলে দেবে যে এরা হলেন শিক্ষক, ওদের ওস্তাদ। সেই রকমই ব্যবহার করে যেন, একটু হুঁশিয়ার করে দিও।

[ভৃত্য, লুসেনশিও, হোর্টেনশিও, বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

চলুন আমরা কিছুক্ষণ বাগানে গিয়ে ভ্রমণ করি তারপর আহারে প্রবৃত্ত হব। আপনি মনে কোনো সংকোচ রাখবেন না। আমার গৃহে কখনই আপনার কোনো অনাদর বা অমর্যাদা হবে না।

পেট্রুশিও : ভিনব ব্যাপ্তিস্তা, কথা তা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে অতি শীঘ্রই আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। আমার হাতে এত সময় নেই যে, প্রত্যহ নিয়মিত এসে প্রণয় নিবেদন করি। আপনি আমার পিতাকে ভালো করে জানতেন, সেই সূত্রে আমার প্রকৃতিও হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হই আমি। আমার তত্ত্বাবধানে সেগুলো বেড়েছে, কমে নি। এরকম অবস্থায় আমি স্বভাবতই জানতে ইচ্ছুক যে, যদি আমি আপনার কন্যার ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এবং তাকে যথাসময়ে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হই তাহলে যৌতুক স্বরূপ আমার কী কী সম্পদ লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে!

ব্যাপ্তিস্তা : বর্তমানে নগদ বিশ হাজার মুদ্রা এবং আমার মৃত্যুর পর আমার সকল সম্পত্তির অর্ধাংশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : বিনিময়ে আমিও আপনার কন্যাকে এই নিশ্চয়তা দান করব যে, যদি আমি আগে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তিনি বৈধব্যদশাতেও আমার সকল সম্পদ ও সম্পত্তির ষোল আনা মালিক বলে স্বীকৃত হবেন। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আমি মনে করি, আমরা উভয়েই যেন আমাদের এই প্রতিশ্রুতি যথার্থরূপে রক্ষা করতে পারি সেজন্য এই কথাগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি দলিল প্রস্তুত করে রাখা খুবই দরকার।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাকে আসল কাজটি ভালোভাবে সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ কন্যার ভালোবাসা অর্জন করতে হবে। সেটা হলে, অন্যগুলো অনায়াসে হবে।

পেট্রুশিও : সে অতি সামান্য কাজ। দেখুন পিতৃব্য, আপনার কন্যা যেমন গর্বিত স্বভাবের নারী আমিও তেমনি রাজকীয় মেজাজের পুরুষ। দুই লেলিহান অগ্নিশিখা যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তখন মধ্যবর্তী সকল দাহ্যবস্তুকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সামান্য আগুন মৃদু বাতাসে বাড়ে, কিন্তু ঝড়ো হাওয়ায় নিভে যায়। আপনার কন্যার জন্য আমি সেই শক্তি। তাকে অবশ্য নতি স্বীকার করতে হবে। আমার স্বভাবই প্রচণ্ড, আমি নাবালকের মতো ভালোবাসতে জানি না।

ব্যাপ্তিস্তা : কামনা করি, তোমার উদ্যম সফল হোক। তুমি সত্বর জয়ী হও। তবে সব অবস্থাতেই কিছু রূঢ় বাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত থেকো।

পেট্রুশিও : সেজন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। অনন্তকাল ধরে আঘাত করেও বাতাস কোনোদিন পাহাড় টলাতে পারে না।

[হোর্টেনসিওর পুনঃপ্রবেশ, মস্তকে আঘাতের চিহ্ন]

ব্যাপ্তিস্তা : সে কী জনাব, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে! আপনাকে অত পাণ্ডুবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?

হোর্টেনসিও : ভয়ে, বিশ্বেস করুন, ভয়ে।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনার কি মনে হয় আমার বড় মেয়ে গান-বাজনায় ভালো করতে পারবে?

হোর্টেনসিও : উনি সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন সেনাবাহিনীতে যোগদান করলে। ওঁর হাতের মুঠোয় লোহা টিকে থাকতে পারে কিন্তু বাদ্যযন্ত্র পারবে না।

ব্যাপ্তিস্তা : সে কী! আপনি ওকে বেহালা ধরাতে পারলেন না?

হোর্টেনসিও : ধরেছিলেন ঠিকই। আমাকে আক্রমণ করবার জন্য। আমি শুধু বলেছিলাম যে, তারের ওপর ওর আঙুলের চাপ ঠিক হচ্ছে না। ওঁর হাতের ভাঁজ ঠিক করে দিয়ে আঙুলের সঞ্চালন শেখাতে চেষ্টা করছিলাম। এতে উনি চটে গিয়ে এক ভয়ানক মূর্তি ধারণ করলেন, আমাকে বললেন, "আমার আঙুলের চাপ ঠিক হচ্ছে না, না! বেশ, চাপাচাপি কাকে বলে আপনাকে ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই না বলেই যন্ত্রটা চেপে ধরে এত জোরে আমার মাথার ওপর মারলেন যে ওটা ভেদ করে আমার মুণ্ডু উলটো দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যাঁতাকলে পড়লে যেমন দশা হয়, আমার অবস্থা হলো সেই রকম। আমি হতভম্ব হয়ে, ভাঙা যন্ত্রের ফাটলে চোখ রেখে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি প্রাণভরে আমাকে গালিগালাজ করলেন। বললেন, আমি নাকি লম্পট বাজনাদার, ওস্তাদির নামে বজ্জাতি করতে এসেছি। আমাকে সম্পূর্ণরূপে নাস্তানাবুদ করবার জন্য তিনি কম করে হলেও বিশ-পঁচিশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন গালি ব্যবহার করেছেন।

পেট্রুশিও : বাঃ এই তো চাই! একেই বলে প্রাণবন্ত তন্বী। আমার তো এখন ওঁকে আগের চেয়ে দশগুণ বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে আসি।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি অত ক্ষুব্ধ হবেন না জনাব। আমার সঙ্গে আসুন। আপনি আমার কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গীত শেখাবেন। ও শিখবেও তাড়াতাড়ি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করবে না। জনাব পেট্রুশিও। আপনিও কি আমাদের সঙ্গে ভেতরে যাবেন, না আমি আমার কন্যা কেথিকে এখানে পাঠিয়ে দেব?

পেট্রুশিও : এখানেই পাঠিয়ে দিন। আমি অপেক্ষা করব।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও, ত্রানিও, হোর্টেনসিওর প্রস্থান]

মহিলার প্রবেশ মাত্রই প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে প্রণয়াভিনয় শুরু করব। যদি তিনি কটুবাক্য বর্ষণ করতে আরম্ভ করেন, ক্ষতি নেই। আমি নিতান্ত সহজভাবে তাঁকে বলব যে, তাঁর কণ্ঠস্বর বুলবুলির গানের মতো সুধাময়। যদি ভ্রূকুটি করেন, আমি বলব, তাঁর বদনের শোভা সকালবেলার শিশির ধোয়া গোলাপের মতো স্বচ্ছ। যদি মুখে কিছুই না বলে স্তব্ধ হয়ে থাকেন, আমি প্রশংসা করব তাঁর মুখরতার, তাঁর প্রতি উচ্চারণের অর্থপূর্ণ তীক্ষ্ণতার। যদি তাড়িয়ে দিতে চান, অশেষ ধন্যবাদ জানাব। এমন ভাব দেখাব যেন আরো এক হপ্তা ওঁর অতিথি হয়ে থাকার জন্য আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন। যদি বিবাহে অসম্মত হন, আমি তাগাদা দেব কাজিকে খবর দেয়ার জন্য, দিন তারিখ ঠিক করে ফেলার জন্য। এই যে উনি এসে পড়েছেন। পেট্রুশিও এইবার প্রস্তুত হও।

[ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

সুপ্রভাত, কেথি, সুপ্রভাত। অন্যের মুখে শুনেছি বলেই আপনাকে ঐ নামে ডাকলাম।

ক্যাথেরিনা : ঠিকই শুনেছেন। তবে, আপনি সম্ভবত কানে কিছু খাটো। যারা আমার কথা বলাবলি করে তারা আমাকে ক্যাথেরিনা বলেই জানে।

পেট্রুশিও : মোটেই তা নয়। সবাই আপনাকে কেথি বলে। কেউ তার সঙ্গে যোগ করে মুখরা, কেউ দীর্ঘাঙ্গী। কেউ বলে, কেথি আমাদের চেনা জগতের সেরা সুন্দরী। রূপে অপরূপা, স্বভাবে সুচরিতা। আমিও বলি, যে-কেথি সর্বগুণের আধার সে কি আমারও সকল নিরাশার আশ্রয় হতে পারে না! মহানগরের ঘরে ঘরে আমি আপনার সলজ্জ স্বভাবের স্তব শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার গুণের প্রশংসায় সবাই মুখর। আপনার রূপের গভীরতা পরিমাপ করতে চায় অনেকেই, ঠাঁই পায় না কেউ। এই জনশ্রুতিই আমাকে টেনে এনেছে এখানে, আপনাকে পত্নী রূপে আকাঙ্ক্ষা করতে।

ক্যাথেরিনা : টেনে এনেছে। এতক্ষণে আসল কথাটা ফাঁস করে দিয়েছেন। যে আপনাকে এখানে টেনে এনেছে তাকেই আবার বলুন টেনে অন্যখানে নিয়ে যেতে। আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল আপনি আসলে টানাহ্যাঁচড়া করারই বস্তু।

পেট্রুশিও : সেটা কী রকম ?

ক্যাথেরিনা : যেমন ধরুন, কেদারা-কুর্সি।

পেট্রুশিও : ভালো বলেছেন। তাহলে, আসন গ্রহণ করতে আজ্ঞা হোক।

ক্যাথেরিনা : শুনেছিলাম কেবল গর্দভই ভার বহন করে, আপনিও কি তাই করতে চান না কি!

পেট্রুশিও : নারীও ভার বহন করে, আপনিও করবেন।

ক্যাথেরিনা : আপনি নিশ্চিত থাকুন, কোনো হাবসী খোজার কর্ম নয় সে বোঝা আমাকে দিয়ে বহন করায়।

পেট্রুশিও : ভয় নেই কেথি, আপনাকে ভারাক্রান্ত করতে আমি আসিনি। আপনার তারুণ্য, আপনার ক্ষীণাঙ্গ, সব দেখে শুনেই আমি—

ক্যাথেরিনা : বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই যে এ ক্ষীণাঙ্গ এত সূক্ষ্ম যে কোনো স্থূলবুদ্ধি বর্বরের সাধ্য নয় তাকে হস্তগত করে। অথচ ওজনে আমি বেশিও নই কমও নই। ঠিক মাঝামাঝি।

পেট্রুশিও : মাঝামাঝিই বটে। আপনাকে দেখেও মনে হয় যেন মাঝ দরিয়ায় পড়ে এখন মাঝির খোঁজ করছেন।

ক্যাথেরিনা : পেলাম কোথায় ? দেখি এত মাঝি নয়, মাছি। কেবল ভনভন করে।

পেট্রুশিও : যে রকম রেগে গেছেন তাতে আপনার উপমা এখন মৌমাছি।

ক্যাথেরিনা : সাবধান, দেখবেন শেষে না হুল ফোটায় ?

পেট্রুশিও : বার করে নিলেই হলো।

ক্যাথেরিনা : হুল কোথায় থাকে মাছি কি তার খোঁজ রাখে ?

পেট্রুশিও : লেজে।

ক্যাথেরিনা : হলো না। জিবের ডগায়।

পেট্রুশিও : কার জিবের ডগায় ?

ক্যাথেরিনা : এত শিগগির! সবে তো জিবের ডগায় লেজ এসে ঠেকেছে।

পেট্রুশিও : সুন্দরী আরেক দফা হোক। আমি লাঙ্গুলে নই, ভদ্রসন্তান।

ক্যাথেরিনা : পরীক্ষা করে দেখি। (গালে চড় বসায়)

পেট্রুশিও : যদি আরেক বার হাত তোলেন, ধরে ফেলব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : যদি মহিলার গায়ে হাত তোলেন তাহলে বুঝবো আপনি ভদ্রলোক নন। আর যদি নিজে ভদ্রলোক না হন, তাহলে হয়তো ভদ্রলোকের সন্তানও নন।

পেট্রুশিও : কথায় যা বলার বলুন, কিন্তু চোখ মুখ অত কুঁচকে কুঁচকে রেখেছেন কেন ?

ক্যাথেরিনা : কাঁকড়া-বিচ্ছু দেখলে আমার আপনা থেকেই ওরকম হয়ে যায়।

পেট্রুশিও : ছিল তো কেবল মাছি-মৌমাছি। কাঁকড়া-বিচ্ছু এলো কোত্থেকে।

ক্যাথেরিনা : এসেছে।

পেট্রুশিও : কোথায় ?

ক্যাথেরিনা : একটা আরশি থাকলে দেখাতে পারতাম।

পেট্রুশিও : আপনি আমার চেহারার কথা বলছেন ?

ক্যাথেরিনা : বয়স অল্প হলে কী হবে, আপনার অনেক বুদ্ধি।

পেট্রুশিও : তাহলে আপনিও বুঝতে পেরেছেন যে আপনার অনেক বয়স হয়েছে তুলনায় আমি হয়তো বেশি তরুণ!

ক্যাথেরিনা : সারামুখে এত রেখা কীসের ?

পেট্রুশিও : দুশ্চিন্তার।

ক্যাথেরিনা : সে-জন্যে আমাকেও চিন্তিত হতে হবে না কি ?

পেট্রুশিও : চিন্তা থেকে এত সহজে দূর করে দেবেন সেও আমি হতে দেব না।

ক্যাথেরিনা : সামনে থাকলেই আমাকে মন্দ কথা বলতে হবে। তার চেয়ে আমাকে চলে যেতে দিন।

পেট্রুশিও : না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে তুমি সত্যিই প্রিয়ভাষিণী। লোকের মুখে শুনেছিলাম তুমি নাকি খুব রাগী, ছলনাময়ী এবং নির্মম। এখন বুঝেছি, জনশ্রুতি কতদূর মিথ্যা হতে পারে। তুমি প্রিয়ম্বদা, কৌতুকপরায়ণা, অতিথিবৎসল। তুমি আড়চোখে তাকাতে জান না, কুতর্কে আনন্দ পাও না, ভ্রূকুটি শেখনি, রুষ্ট রমণীর মতো ওষ্ঠ দংশনে পটু নও। বচনে, সৌজন্যে, সহানুভূতিতে কী করে পাণিপ্রার্থীকেও সুশোভন আপ্যায়ন জ্ঞাপন করতে হয় সে তুমি ভালো করে জান। দুনিয়ার লোক কেন যে বলে কেথি একটু খুঁড়িয়ে চলে, আমি ভেবে পাই না। কুৎসা রটনাকারী জগৎ! কই, আমি তো দেখছি কেথির দীর্ঘ ঋজু দেহ কী স্বচ্ছন্দ গতির অধিকারী। গায়ের রং সোনালি বাদামের মতো এবং নিশ্চয়ই বাদামের শাঁসের চেয়েও স্বাদু, কেথি থামবে না, আরেকবার পদচারণা কর, আমি নয়ন ভরে দেখি।

ক্যাথেরিনা : এ দেখছি আচ্ছা নাছোড়বান্দা। এবার বিদায় হন। যে মুনিবের তাঁবেদারি করেন তার কাছে ফিরে যান।

পেট্রুশিও : এই গৃহে তোমার পদচারণা সম্রাজ্ঞীর মহিমায় উজ্জ্বল। বনদেবী ডায়ানাও অরণ্যে এত মহিমাময় নয়। আমার কী মনে হয় জান কেথি! তুমি যদি ডায়ানা হতে আর ডায়ানা কেথি, তারপর হোকগে কেথি যত খুশি সতীসাধ্বী কিন্তু তুমি হতে বঙ্গময়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : এরকম কারসাজি কোথায় শিখেছেন ?

পেট্রুশিও : বিশ্বেস কর কেথি, সব স্বতঃস্ফূর্ত, সব জন্মপ্রদত্ত!

ক্যাথেরিনা : জন্মদাত্রীরই দান হবে। নইলে সন্তানে বর্তালো কী করে!

পেট্রুশিও : সত্যি করে বল, তুমি কি আমাকে বিচক্ষণ মনে কর না ?

ক্যাথেরিনা : কিছু কিছু করি। হয়তো ঐ তাপেই বেঁচে আছেন।

পেট্রুশিও : তবে তাই হোক সুন্দরী ক্যাথেরিনা। সেই উত্তাপের অংশীদার হয়ে তুমিও বেঁচে ওঠ। এস এবার সব তর্ক দূরে সরিয়ে রেখে সহজ কথাটা স্বীকার করেনি। তোমার পিতা সম্মতি দিয়েছেন যে আমি তোমাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে পারি। এমন কি যৌতুকের পরিমাণও স্থির হয়ে গেছে। এখন তুমি চাও আর না চাও আমি তোমাকে বিয়ে করবই। শুনে রাখ কেথি, তোমার স্বামী হবার আমিই একমাত্র যোগ্য পুরুষ। এই গৃহালোকে আজ আমি তোমার রূপকে আবিষ্কার করেছি। তোমার সেই রূপই আমাকে শিখিয়েছে তোমাকে ভালোবাসতে। আমাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। কেথি, আমি জন্মেছি তোমাকে বশ করবার জন্য, বনের কেথিকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য। যে কেথিরা আছে ঘরে ঘরে তাদের একজনে পরিণত করবার জন্য। তোমার পিতা আসছে। কোনো আপত্তি উত্থাপন করবে না। নিশ্চিন্ত জেনো, আমি তোমাকেই পত্নী রূপে গ্রহণ করব। করবই করব।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও ও ট্রানিওর প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : সিনর গ্রিমিও। কন্যার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের ফলাফল শুভ তো!

পেট্রুশিও : অশুভ হবে কেন? আপনি সে রকম কিছু আশঙ্কা করেছিলেন না কি! আমার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়া অসম্ভব ছিল!

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি কী বল কন্যা। তোমাকে যেন একটু বিষণ্ন মনে হচ্ছে!

ক্যাথেরিনা : আর আমাকে কন্যা বলে সম্বোধন করবেন না। আমার প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র স্নেহ-মমতা থাকলে এক বৃদ্ধ পাগলের হাতে আমাকে সঁপে দেবার কথা আপনি ভাবতে পারতেন না। এ লোক উন্মাদ। ডাকাত। এর মুখে কোনো অর্গল নেই। এ মনে করে যে কেবল শপথের বন্যায় দুনিয়া ভাসিয়ে দেয়া যায়।

পেট্রুশিও : দেখুন পিতা, আপনাকেও আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনি এবং আপনার আশে পাশের সবাই, যখনই কেথির কথা উঠেছে কেবল নিন্দাই করেছেন। আমি মনে করি যদি কখনও রূঢ়তা ও কর্কশতা প্রদর্শন করে থাকে, তা সে ইচ্ছে করে করে। একটা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করে। ওর স্বভাব আদৌ উদ্ধত নয়, উত্তপ্ত নয়। ও পায়রার মতো কোমল, ভোরের বাতাসের মতো সুস্নিগ্ধ। ধৈর্যে দ্বিতীয় জানকী, সতীত্বে সাবিত্রী। আমরা উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে এরূপ সর্বাংশে একমত হয়েছি যে, এরপর আপনারা অনায়াসে আগামী রোববার আমাদের বিবাহের দিন ধার্য করতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : তার আগে আমি ওকে শূলে চড়াব।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব, মহিলা কী বললেন শুনতে পেয়েছেন তো। উনি আপনাকে শূলে চড়াতে চান।

ব্রাণিও : এই নাকি শুভ পরিচয়ের পরিণাম! তাহলে তো আর আমাদের কোনো আশা-ভরসা দেখছি না।

পেট্রুশিও : আপনারা অযথা চিন্তিত হচ্ছেন। এই নারীকে আমি নির্বাচন করেছি আমার জন্যে। যদি আমরা দুজন সন্তুষ্ট থাকি, আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন কেন! ধরে নিন, আমরা নিরালায় পরস্পরের সঙ্গে এই সন্ধি করে নিয়েছি যে, প্রকাশ্যে এখনো উনি উগ্রমূর্তি ধারণ করে বেড়াবেন। আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না আমার জন্য ওর প্রণয় কত প্রগাঢ়। আমার হৃদয়েশ্বরী কেথি! এই কিছুক্ষণ আগে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করে, উষ্ণ থেকে উষ্ণতর নিঃশ্বাসে উনি উচ্ছলিত প্রণয়ের সহস্র শপথ উচ্চারণ করেছেন। আমিও তৎক্ষণাত আমার বিমুগ্ধ হৃদয় তাকে দান করেছি। আপনারা দেখছি নিতান্ত অনভিজ্ঞ লোক! নারী যখন নিভৃতে প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভ করে তখন তাঁর আত্মসমর্পণের রূপ জগতের এক পরমাশ্চর্য বস্তু। অথচ আরেক সময়ে ঐ লজ্জাবতীই কলহে চিৎকারে বিকট মারমূর্তি ধারণ করে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। কেথি, এই তোমার হাতে হাত রাখলাম। স্বল্পকালের জন্য বিদায় দাও। ভেনিস যাব। উৎসবের জন্য পোশাকাদি সেখান থেকেই ক্রয় করব। পিতা, আপনিও আমন্ত্রণপত্র বিলি করতে আরম্ভ করে দিন এবং শুভ দিনের জন্য উৎকৃষ্ট ভোজের উদ্যোগ করুন। ক্যাথেরিনার জন্য চিন্তা করবেন না, সে অবশ্যই সুখী হবে।

ব্যাপ্তিস্তা : পেট্রুশিও, তোমাকে কী বলব আমি তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। অন্তর থেকে কামনা করি তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো। এ রকম জোড়ের মিল যে কখনও হতে পারে স্বপ্নেও ভাবি নি।

গ্রিমিও : এই সঙ্গে আমাদের শুভেচ্ছাও যোগ করে রাখলাম। আমরা এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে রাজি আছি।

পেট্রুশিও : পিতা, পত্নী, বন্ধুবৃন্দ, বিদায়! আজকে ভেনিস যাচ্ছি, রোববার ফেরত আসব। সঙ্গে করে নিয়ে আসব গয়না, পোশাক এবং আরো রাজ্যের জিনিসপত্র। হৃদয়ে আমার জন্য শুভেচ্ছা রেখো কেথি। আগামী রোববার আমরা হব স্বামী-স্ত্রী।

[একদিকে পেট্রুশিও, অন্যদিকে ক্যাথেরিনা নিষ্ক্রান্ত হয়।]

গ্রিমিও : এত আকস্মিকভাবে কখনও বোধ হয় কোনো বিয়ে ঠিক হয়ে যায় নি।

ব্যাপ্তিস্তা : এই প্রলয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে বড় দুঃসাহসের কাজ করেছি। এখন আমার বণিক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে নির্বিঘ্নে সব পারাপার করতে পারলে হয়।

ব্রাণিও : প্রথমে যা পার করছেন সে পণ্য তো বহুদিন ঘরে পড়ে থেকে প্রায় অচল হবার যোগাড় হয়েছিল। এখন বিনিময়ে যদি কোনো নতুন বন্দরে আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ হয় ভালো, আর যদি মাঝ দরিয়ায় ডুবে যায়, যাক!

ব্যাপ্তিস্তা : আমি লাভের প্রত্যাশী নই। এই বিবাহে যদি কেবল শান্তি ও নীরবতা বিরাজ করে আমি তাহলেই খুশি।

গ্রিমিও কোনো সন্দেহ নেই যে পেট্রুশিও যে-রত্ন লাভ করছে তার মর্ম এখনো বোঝেনি। থাক ওসব কথা। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, এবার আপনার কনিষ্ঠ কন্যার প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হয়। যে সুদিনের আমরা দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষা করছিলাম, আজ তা সমাগত। স্মরণ রাখবেন আমি আপনার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এবং আপনার দ্বিতীয় কন্যার প্রথম পাণিপ্রার্থী।

ত্রাণিও বিয়াঙ্কার প্রতি আমার ভালোবাসা এত গভীর যে তা ভাষায় প্রকাশ্য নয়, বুদ্ধি দিয়ে তার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।

গ্রিমিও : তুমি বয়সে নিতান্ত তরুণ। আমার মতো ভালোবাসতে তুমি পারবে না

ত্রাণিও : বুজর্গের ভালোবাসায় অঙ্গ শীতল হয়।

গ্রিমিও : তাহলে বলতে হয়, তোমাদের ভালোবাসায় পায়ে ফোস্কা পড়ে। লম্ফ-ঝম্প বন্ধ রেখে সরে পড়। প্রৌঢ়ই প্রতিপালনের ক্ষমতা রাখে।

ত্রাণিও : কিন্তু জনাব, তরুণীর চোখে কেবলমাত্র তরুণই লালিত হয়।

ব্যাপ্তিস্তা : এবার আপনারা ক্ষান্ত হন। এ দ্বন্দ্বের আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি। কার্যের দ্বারা পুরস্কার অর্জন করতে হবে। আপনাদের উভয়ের মধ্যে যিনি আমার কন্যাকে অধিক যৌতুক দানে স্বীকৃত হবেন তিনিই বিয়াঙ্কার ভালোবাসার অধিকারী হবেন। সিনর গ্রিমিও, আপনিই প্রথম বলুন, আমার কন্যাকে কী দান করা স্থির করেছেন?

গ্রিমিও : এই মহানগরে আমার যে বাড়ি আছে আপনি জানেন, তা সোনা-রুপার জিনিসে ভর্তি। সেখানে আপনার কন্যার হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য মনোহর বদনা চিলমচি ওগোলদান সাজানো রয়েছে। ঘরে ঘরে কাশ্মীরের কাজ করা পর্দা ঝুলছে। হাতির দাঁতের দেরাজসমূহ স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ। চন্দন কাঠের বড় বড় বাক্সে থরে থরে সাজানো রয়েছে বহু বিচিত্র বিবিধ বস্ত্রখণ্ড, মহামূল্যবান পরিচ্ছদ, চাঁদোয়া, চাঁদর, সামিয়ানা, মুক্তোর ফুল তোলা বালিশ, ভেনিসের সূক্ষ্মতম সূচিকর্মের ওড়না, গৃহকর্মের জন্য যাবতীয় সোনালি কাসার বাসন-কোসন-চামচ-ডেকচি। সবই আপনার কন্যাকে দান করব। তারপর আমার খামার, গোয়ালঘর। দোহনের জন্য আছে শতাধিক দুগ্ধবতী গাভী। হলকর্ষণের জন্য অষ্টপঞ্চাশৎ বলদৃপ্ত ষাঁড়। আপনার কন্যা এগুলোও লাভ করবে। দেখতে পারছেন আমার বয়স হয়েছে। যদি আগামীকাল আমার মৃত্যু হয়, তখন তিনিই হবেন আমার সকল সম্পত্তির মালিক। যদি বেঁচে থাকি, আমি মালিক হব শুধুমাত্র আপনার কন্যার।

ত্রাণিও : এতক্ষণ পর একটা 'শুধুমাত্র' যোগ করে ভালোই করেছেন। এবার তাহলে আমার তালিকা শুনুন। আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। পাদুয়ায় সিনর গ্রিমিওর যেমন একটি বাড়ি আছে, ধনসম্পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমৃদ্ধ পিসায় আমার পিতার সে রকম চার পাঁচটা আছে। সেগুলো আপনার কন্যারই হবে। আমাদের যে সুফলা জমি আছে তার বাৎসরিক আয় দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। তার মালিকানা স্বত্বও আপনার কন্যার ওপর বর্তাবে। এসব কথা শুনে কি সিনর গ্রিমিও মনে বড় আঘাত পেলেন ?

গ্রিমিও : জমি থেকে আয় বাৎসরিক দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা! আমার জমির মূল্য যদিও অত বেশি নয়, তবু ঘোষণা করছি সে সবও আমি আপনার কন্যার নামে লিখে দেব। তাছাড়া আমার একটি পণ্যবাহী জাহাজ আছে। বিদেশের বন্দর ত্যাগ করে সেটা এখন স্বদেশের পথে পাড়ি জমিয়েছে। আমি তাও দান করলাম। জাহাজের কথা উল্লেখ করায় আপনার আশাতরী ডুবে গেল নাকি ?

ত্রাণিও : সিনর গ্রিমিওর জানা নেই যে, আমার পিতার একটা নয় তিনটে পণ্যবাহী জাহাজ আছে। আরো আছে দুটো যাত্রীবাহী অর্ণব, দ্বাদশটি দ্রুতগামী ক্ষুদ্র পোত। সবই কালে আপনার কন্যার হাতে আসবে। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, সিনর গ্রিমিও যদি অতঃপর নতুন কিছু সংযোজন করেন আমি সেগুলোরও দ্বিগুণ দান করব।

গ্রিমিও : সে ভয় নেই। আমার যা ছিল সবই উল্লেখ করেছি। ওর অতিরিক্ত কোথায় পাব। যা আমার নেই তা আমি আপনার কন্যাকে দান করতে অপারগ। আপনি যদি আমাকে কন্যা দান করেন তবে সে আমার যা আছে সব এবং সেই সঙ্গে আমাকে পাবে।

ত্রাণিও : জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিচার করুন। গ্রিমিও হেরে গেছেন। ঐ কুমারী এখন অন্য কারো হতে পারে না, হবে আমার।

ব্যাপ্তিস্তা : দেখুন, পণ প্রস্তাব করে আপনি যে ফিরিস্তি দিয়েছেন সেটা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এখন আপনার পিতাকে বলুন দানপত্রে স্বাক্ষর করে দিতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জামাতা রূপে বরণ করে নেব। অন্যথায় আমি নাচার। ভেবে দেখুন, যদি আপনার পিতার পূর্বে আপনার মৃত্যু হয় তবে আমার কন্যা কীসের উত্তরাধিকারী হবে ?

ত্রাণিও : এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার পিতা বৃদ্ধ, আমি যুবক।

গ্রিমিও : তাতে কী হয়েছে। কেবল বৃদ্ধেরই মৃত্যু হয়, আর যৌবনে কেউ কখনও মরে না ?

ব্যাপ্তিস্তা : আপনারা বিবাদ করবেন না। আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। আপনারা জানেন যে, আগামী রোববার আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। স্থির করেছি পরের রোববারই বিয়াঙ্কার বিয়ে দিয়ে দেবো। যদি ইতিমধ্যে আপনি আপনার পিতার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে আসতে পারেন, তবে আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে দেবো। যদি ব্যর্থ হন, সিনর গ্রিমিওই বর হবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। আপনাদের দু'জনকেই অশেষ ধন্যবাদ। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

[ব্যাপ্তিস্তার প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : আপনার মঙ্গল হোক। আপনি যত খুশি তারুণ্যের কারদানি দেখান না কেন, এখন আর আপনাকে কোনো ভয় নেই। আপনার পিতা বৃদ্ধ হলেও নিশ্চয়ই এত নির্বোধ নন যে, পড়ন্ত বয়সে পুত্রকে সর্বস্ব দান করে দিয়ে বাকি জীবন পুত্রের করুণা ভিক্ষা করে বেড়াবেন। বাপু, সম্পত্তি বালকের খেলনা নয়। বুড়ো হয়েছেন বলে ইতালির ঘুঘু পুত্রস্নেহে আত্মস্বার্থ এতদূর বিস্মৃত হবেন বিশ্বাস্য নয়।

[প্রস্থান]

ত্রাণিও : ওরে ধুরন্ধর বুড়ো, তোর জরাজীর্ণ গাত্রচর্মে এর প্রতিফল ভোগ করবি। শূন্যকুম্ভে আস্ফালন নিতান্ত কম করিনি। তবে যা বলেছি সবই আমার প্রভুর মঙ্গল চিন্তা করে এবং এখন আরো চিন্তা করে মনে হচ্ছে, নকল লুসেনশিওকে অবিলম্বে একজন পিতাও খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে ভিনসেনশিও বলে সম্বোধন করতে হবে। ব্যাপারটা একটু নিয়ম-বহির্ভূত হবে। কারণ জগতের নিয়ম হলো, পিতাই সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, প্রণয়কালে সন্তানকেও পিতা সৃষ্টি করতে হয়, অন্তত আমার হেকমতে কুলোলে তাই হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লুসেনশিও : বাজনাদার সাহেব, অত বেশি উৎসাহ প্রকাশ করবেন না। কিছুক্ষণ পূর্বে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর হস্তে যে সংবর্ধনা লাভ করেছেন সে কি ইতিমধ্যে বিস্মৃত হলেন ?

হোর্টেনসিও : আপনি নিতান্তই কুতর্কের পণ্ডিত। ইনি হলেন সুরসঙ্গীতের উপাসিকা। আপনার উচিত আমাকে অগ্রাধিকার দান করা। অর্ধপ্রহর কাল নির্বিঘ্নে সঙ্গীত চর্চায় অতিবাহনের পর আপনিও না হয় পুনরায় অর্ধপ্রহর কাল ওকে জ্ঞানের কথা শোনাবেন।

লুসেনশিও : বিদ্যাভ্যাসে আগ্রহ থাকলে এরূপ চতুষ্পদের মতো অজ্ঞানতা প্রকাশ করতে পারতেন না। আপনি কি জানেন না সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় কেন ? সাধারণ জীবনের ক্লান্তি এবং জ্ঞানার্জনের শ্রমজনিত যে অবসাদ তা দূর করে সঙ্গীত মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করে তোলে। অতএব আপনি এখন আমাদের দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর দিন। যখন আমি বিরতি দান করব তখন আপনি সুরলহরীর অবতারণা করবেন।

হোর্টেনসিও : বেশ। আমি ততক্ষণে আমার যন্ত্রে ঠিকমতো সুর বেঁধেনি। আমার সুর বাঁধা শেষ হলেই আপনি কিন্তু ওর বক্তৃতা শোনা বন্ধ করবেন

লুসেনশিও : সে কাজ আপনার কখনো শেষ হবে না। বাঁধতে থাকুন :

বিয়াঙ্কা : আমরা কোন পর্যন্ত পড়েছিলাম ?

লুসেনশিও : এই যে! এই পর্যন্ত। শুনুন, তার পর থেকে পড়ছি।

Hie ibat simois, hic est segeia tellus,

hic steterat priami regia celsa senis.

বিয়াঙ্কা : ভেঙে ভেঙে অর্থ বুঝিয়ে দিন।

লুসেনশিও : Hic ibat যেমন আপনাকে পূর্বে বলেছি, semois, আমি লুসেনশিও, hic est, পিসার ভিনসেনশিওর পুত্র, segeia tellus, এই ছদ্মবেশ ভালোবাসার জন্য, hic steterat, আর লুসেনশিও নামধারী পাণিপ্রার্থীটি, priami, আমার অনুচর, আসল নাম ত্রাণিও, ragia, আমার বেশ ধারণ করেছে, celsa senis, এক জাঁদরেল বুড়োর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য।

হোর্টেনসিও : কুমারী, আমার সুর বাঁধা হয়ে গেছে।

বিয়াঙ্কা : দেখি, একটু বাজান তো। কোথায় হয়েছে ? ঐ তো খাদে বেসুরো বাজছে।

লুসেনশিও : এমন তো হবে না। থুথু দিয়ে কান মোচড়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াঙ্কা : এবার আমি ভেঙে ভেঙে চেষ্টা করছি। দেখুন ঠিক হচ্ছে কি না। Hic ibat semois, আমি আপনাকে চিনি না, Hic est Segeia tellus, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না, hic seterat primi, ও লোক যেন শোনে না, regia, বেশি আশা করবেন না, celsa senis, একেবারে হতাশ হবেন না।

হোর্টেনসিও : সুন্দরী, এইবার ঠিক সুরে এসেছে।

লুসেনশিও : খাদে এখনো গোলমাল রয়েছে।

হোর্টেনসিও : খাদ ঠিকই আছে। তবে কেউ হয়তো খানায় পড়েছে তাই গোলমাল শুরু করেছে। এই ভাষা পণ্ডিতকে একটু বেশি উদ্যোগী এবং উদ্যমশীল বলে মনে হচ্ছে। আমি হলপ করে বলতে পারি বজ্জাত আমার প্রেয়সীকে প্রণয় নিবেদনের ফিকিরে আছে। এর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

বিয়াঙ্কা : হয়তো পরে কোনো সময়ে বিশ্বাস করতেও পারি কিন্তু আপাতত অবিশ্বাসই করি।

লুসেনশিও : না, না। অবিশ্বাস করবেন না। 'অধিকন্তু কাব্যে একথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে এগজাক্স তাঁর পিতামহের নামানুসারে এই সিভেকস বলেও অভিহিত ছিলেন।'

বিয়াঙ্কা : আপনি এতবড় পণ্ডিত যে আপনাকে অবিশ্বাস করা দুঃসাধ্য। করলে ঐ এক সন্দেহ ভঞ্জনের তর্কে-বিতর্কে সারাদিন কেটে যাবে। তার চেয়ে এবার কিছুক্ষণ লিসিওর দিকে মনোযোগ দেয়া যাক। জনাব, আমি যে আপনাদের উভয়ের সঙ্গেই সহজভাবে মেশার চেষ্টা করছি আশা করি সে জন্য কোনো অপরাধ গ্রহণ করেন নি।

হোর্টেনসিও : আপনি এবার অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণের জন্য বাগানে বেড়াতে যেতে পারেন। আমার সঙ্গীতে তিনজনে একত্রে অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।

লুসেনশিও : আপনি এরূপ নিয়মানুসারে সঙ্গীত শিক্ষাদান করেন জানা ছিল না। বেশ, বাইরে গিয়েই অপেক্ষা করছি এবং আপনার ওপরও নজর রাখছি। আমার ঘোরতর সন্দেহ, কেবল সুরশিক্ষা নয়, কিছু প্রেমভিক্ষার বাসনাও এই বান্দার মনে রয়েছে।

হোর্টেনসিও : যন্ত্র হাতে নেয়ার আগে আপনাকে সুরসঙ্গীতের মূলতত্ত্ব একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে চাই। অতি অল্প সময়ে ও অক্লেশে সরগম আয়ত্ত করার আমি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছি। এই শিক্ষাপ্রণালী অন্য কোনো ওস্তাদের জানা নেই। স্বরলিপিসহ আমি এই কাগজে তা লিপিবদ্ধ করে এনেছি, আপনি একবার পড়ে দেখুন।

বিয়াঙ্কা : সারেগামা তো আমি কবেই শিখেছি।

হোর্টেনসিও তবুও আমার সরগম একবার পড়ে দেখুন :

বিয়াঙ্কা : বেশ।

সরগম, আমিই হলুম সকল সুরের মূলের মূলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সা, ভালোবাসা, হোর্টেনসিওর, তোমারই অনুকূলে।

রে, পতিরূপে তারে, মনেপ্রাণে গ্রহণ করো,

গা, সুভগা, ভালোবেসে তারে এখনি উদ্ধারো।

মা, নিরুপমা, দুইটি সুর একটি গীত, হৃদয়ে ধরেছি।

পা, অপরূপা, ভালোবাসো, দয়া করো, নইলে প্রাণে মরেছি।

এই নাকি আপনার সরগম শিক্ষার নিয়মাবলী! মাফ করবেন, এ-আমার পছন্দ নয়। আমার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম নয় যে বহু পরীক্ষিত পুরাতন নিয়ম বর্জন করে নিছক নতুন বলেই একটা অদ্ভুত কিছু বেছে নেব। আমি সেকেলে রেওয়াজের পক্ষপাতী।

[একজন ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য : আপনার পিতার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখন পুস্তকাদি ত্যাগ করে আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহের পরিচর্যা করেন। আগামীকল্য বিবাহ, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

বিয়াঙ্কা : আপনারা উভয়েই পরম স্নেহপরায়ণ গুরু। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। এখন বিদায়ের অনুমতি দিন।

[বিয়াঙ্কা ও ভৃত্যের প্রস্থান]

লুসেনশিও : এখন এখানে অবস্থান করার আমিও কোনো কারণ দেখি না।

[প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : এই পণ্ডিতের অন্তরে কী আছে আমাকে তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। হাবভাব স্পষ্টই প্রেমিকের। কিন্তু বিয়াঙ্কা তোমার হৃদয় কি এতই সহজলভ্য যে, যে-কোনো পথচারী ইচ্ছা মাত্র তার অধিকারী হতে পারে? যদি তাই হয়, তুমি একেই অবলম্বন কর। আমি হোর্টেনসিও, নিজের হৃদয় পাল্টে বিদায় গ্রহণ করি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও, ত্রানিও, ক্যাথেরিনা, বিয়াঙ্কা, লুসেনশিও এবং অনুচরাদির প্রবেশ]

ব্যাপ্তিস্তা : সিনর লুসেনশিও, অদ্যই ছিল ক্যাথেরিনা-পেট্রুশিওর বিবাহের জন্য নির্ধারিত দিন। অথচ ভাবী জামাতার এখনো পর্যন্ত কোনো সংবাদ নেই। একটু পর পুরোহিত যখন বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের মুহূর্তে কন্যার পাশে বরকে না দেখে হতবাক হয়ে যাবেন, তখন আমি কী করব? আপনিই বলুন লুসেনশিও, সমাজের সকলের চোখে কি আমি হাস্যাস্পদ হব না, আমার সকল মানমর্যাদা কি ভূলুণ্ঠিত হবে না?

ক্যাথেরিনা : অপমান ও লাঞ্ছনা যা হবার সে আমার হবে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনারা আমাকে বাধ্য করেছেন এক মারমুখো বদ্ধোন্মাদ দস্যুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। এ-লোক প্রণয় নিবেদন করে রুদ্ধশ্বাসে আর বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায় ধীরে সুস্থে। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি এটা এক বিকারগ্রস্ত ভাঁড়, খামখেয়ালি আচরণের আড়ালে কুটিল কৌতুকে মত্ত হয়। নিজেকে রসিক পুরুষ বলে জাহির করবার জন্য প্রণয়ের কথা বলে সহস্র ঢঙে, তোড়জোড় করে বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত ধার্য করে, হৃদ্যতার মুখোশ পরে জনে জনে আমন্ত্রণ জানায় উৎসবে যোগদান করবার জন্য! অথচ মনে মনে ঠিকই জানে, যেখানে প্রণয় নিবেদন করছে সেখানে কোনোদিনই বিয়ে করবে না। এখন দুনিয়া আঙুল দেখিয়ে হতভাগী ক্যাথেরিনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। বলবে আহা, বেচারি উন্মাদ পেট্রুশিওর পত্নী হতে পারত, কিন্তু পারল না। কারণ পেট্রুশিও অবসর পায়নি, বিয়ের দিন সময়মতো হাজির হতে পারেনি।

ত্রাণিও : জনাব ব্যাপ্তিস্তা, ক্যাথেরিনা, আপনারা অত অধৈর্য হবেন না। কোন দুর্বিপাকে পড়ে আজ সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে আমি জানি না। তবে আমি কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে প্রথম থেকেই তার মনে দুরভিসন্ধি ছিল। পেট্রুশিওর আচরণ খামখেয়ালিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সে অর্বাচীন নয়। সে কৌতুকপ্রিয় হতে পারে, অসাধু কখনোই নয়।

ক্যাথেরিনা : আমারই দুর্ভাগ্য যে, ওর মতো লোকের আমি সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম।

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান। বিয়ান্কা তাকে অনুসরণ করে]

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি যাও। ঐ অশ্রুপাতের জন্য আজ তোমাকে দোষারোপ করতে আমি অপারগ। তোমার মতো তেজস্বী ও অধৈর্য মেয়ের তো কথাই নেই, অতি বড় সাধকও এত বড় অপমানে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারত না।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

বিয়োনদেলো : জনাব খবর, খবর আছে। এমন নতুন ও জরাজীর্ণ সংবাদ আপনি কস্মিনকালেও শোনেন নি।

ব্যাপ্তিস্তা : একই সঙ্গে এত নতুন ও পুরাতন সংবাদ? কী হয়েছে?

বিয়োনদেলো : পেট্রুশিওর আগমন বার্তা একটা জবর খবর নয়?

ব্যাপ্তিস্তা : সে এসে গেছে?

বিয়োনদেলো : না তো!

ব্যাপ্তিস্তা : তাহলে কী?

বিয়োনদেলো : তিনি আসছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : এখানে আসছেন কখন?

বিয়োনদেলো : এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তিনি এসে সেখানে দাঁড়াবেন এবং আপনাকেও ঐখানে দেখবেন।

ব্যাপ্তিস্তা : আর জরাজীর্ণ সংবাদটি কীরূপ?

বিয়োনদেলো : তিনি আসছেন মাথায় নতুন টুপি, কিন্তু গায়ে এক টুটাফুটা কোর্তা চড়িয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরনের পাৎলুনে নিচের দিকে তিন মুড়ি, পায়ের জুতো তালিমারা। তার এক পাটিতে বকলস আঁটা, অন্য পাটিতে ফিতে ঝুলছে। কোমরে নিলামঘর থেকে তুলে আনা এক জংকার ধরা তলোয়ার, তার হাতল ভাঙা, খাপ দোমড়ানো। ঘোড়ার অবস্থাও তথৈবচ। পিঠের আসন শতছিন্ন, দু'পাশের রেকাব দুরকমের। তার ওপর সর্বাঙ্গে ব্যাধি। পায়ে গোঁদ, গলায় ঘ্যাগ, মুখে ঘা, নাক দিয়ে লালা ঝরছে। পিঠ বেঁকে গেছে, দৌড়াতে গেলে পায়ে ঠোকাঠুকি লাগে। লাগাম অনেকবার ছিঁড়েছে বলে তাতে গিঠ পড়েছে অনেকগুলো। এদিকে মেয়েদের ঘোড়ার মতো লেজ আটকানো রঙিন ফিতে দিয়ে।

ব্যাপ্তিস্তা : সঙ্গে কেউ আসেনি ?

বিয়োনদেলো : একটি অনুচর সঙ্গে এসেছে। তবে সে বান্দার নক্সাও অবিকল মুনিবের ঘোড়ার মতো। [illegible] পায়ে বদ্ধ জুতো, অন্য পায়ে চটি। মোজা একটি সুতির, অন্যটা পশমের। নানা রকম দড়াদড়ি দিয়ে সেগুলো পায়ের গোছার সঙ্গে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখা। মাথায় এক আজব টুপি, যার মধ্যে হরেক রকম পাখির পালক এবং ফুল গুঁজে রেখেছেন। এমন এক সং সেজেছে যে দেখতে একেবারে ভূতের মতো দেখায়। মনে হয় না কোনো মানুষের অনুচর এ-রকম হতে পারে।

ত্রাণিও : পেট্রুশিওকে সব সময় অতি সাধারণ পোশাকে চলাফেরা করতে দেখেছি। আজ হয়তো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এ রকম অদ্ভুত সাজগোজ করছে। যা খেয়ালি লোক, কিছুই বুঝতে পারছি না।

ব্যাপ্তিস্তা : যে-ভাবেই হোক, আসছে যে সে-ও এক সৌভাগ্য।

বিয়োনদেলো : দেখুন, পেট্রুশিও সাহেব আসছেন, এ-কথা কিন্তু সত্য নয়।

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি নিশ্চয়ই তাই বলেছ।

বিয়োনদেলো : তাহলে ভুল বলেছি। আসছে পেট্রুশিও সাহেবের ঘোড়া। তিনি পিঠের ওপর বসে আছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : সে তো একই হলো।

বিয়োনদেলো : এ আপনি কী বলছেন জনাব ? এক হতে যাবে কেন। জলজ্যান্ত একটা ঘোড়া তার ওপর একজন মানুষ, অনেক না হলেও একাধিক তো বটেই।

[পেট্রুশিও, গ্রুমিওর প্রবেশ]

পেট্রুশিও : মান্য ব্যক্তিরা কোথায় গেল ? বাড়িতে কি কেউ আছেন ?

ব্যাপ্তিস্তা : তোমার মঙ্গল হোক পেট্রুশিও। আশা করি সর্ব প্রকারে ভালোই ছিলে।

পেট্রুশিও : ছিলাম এক রকম। তবে এখন ভালো নেই।

ব্যাপ্তিস্তা : অসুস্থতার কোনো লক্ষণ তো দেখছি না।

ত্রাণিও : যা দেখছি, সে হলো আপনার বেশভূষা আশানুরূপ ভালো নয়।

পেট্রুশিও : পোশাক অন্য রকম পরিধান করলেও আমাকে এ-রকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে হতো। ওসব কথা থাক। আমার রূপবতী বিয়ের কনেটি কোথায় ? পিতা, আপনি ভালো ছিলেন তো ? আপনাদের সকলের চোখে একটা বিস্ময়ের, একটা ভ্রূকুটির ভাব দেখছি। মনে হচ্ছে যেন আপনারা অকস্মাৎ কোনো অচিন্তনীয় বস্তু, কোনো ধূমকেতু, কোনো অপরিজ্ঞাত প্রাণীর মুখোমুখি হয়েছেন।

ব্যাপ্তিস্তা : আজ তোমার বিবাহের দিন। প্রথমে আমরা চিন্তিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে তুমি হয়তো আদৌ আসবে না। যা হোক শেষ পর্যন্ত তুমি এসেছ। কিন্তু এসেছো এমন একটা অকাজের সাজসজ্জা করে যে, দেখে আমি আরো অধিক চিন্তিত হলাম। আজকের অনুষ্ঠানে তোমার এই পোশাক অতিশয় দৃষ্টিকটু, তোমার নিজের পদমর্যাদার জন্যও অবমাননাকর। যতশীঘ্র সম্ভব এগুলো পরিত্যাগ কর।

ত্রাণিও : এবং সেই সঙ্গে, কী গুরুত্বপূর্ণ কারণে পত্নীর নিকট পৌঁছুতে এত বিলম্ব করলেন এবং অবশেষে এরূপ অস্বাভাবিক চেহারায় এখানে হাজির হতে উদ্বুদ্ধ হলেন তাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

পেট্রুশিও : সে-কাহিনী বলায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। আপনাদের কাছেও তা মধুর বলে মনে হবে না। তবে একথা সত্য যে, এখানে আসবার পথে আমি কিছু সময়ের জন্য অন্যকর্মে মনোনিবেশ করতে বাধ্য হই। পরে কখনও যদি যথেষ্ট সময় পাই, সে কর্ম সম্পর্কে আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করব। বর্তমানে এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে, আমি আমার কথানুযায়ী হাজির হয়েছি। কিন্তু কেথি কোথায় ? ওর সঙ্গে দেখা না করে অনেক সময় নষ্ট করলাম। বেলাও যথেষ্ট বেড়েছে। অনেক আগেই আমাদের গীর্জায় চলে যাওয়া উচিত ছিল।

ত্রাণিও : অনুগ্রহ করে ঐ হাস্যকর পোশাকে কনের কাছে যাবেন না। বরঞ্চ আমার ঘরে গিয়ে এগুলো ছেড়ে আমার কিছু পরে নিন।

পেট্রুশিও : আমি সে রকম কিছু করতে রাজি নই। যে পোশাকে আছি, সে পোশাকেই কনের পাশে গিয়ে দাঁড়াব।

ব্যাপ্তিস্তা আমার মনে হয় না ঐ পোশাক দেখলে কোনো মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে আগ্রহ বোধ করবে।

পেট্রুশিও : একশবার করবে। এই পোশাকেই বিয়ে হবে। আপনারা অযথা কথা বাড়াবেন না। কেথি বিয়ে করছে আমাকে, আমার গাত্রাবাসকে নয়। পত্নীর মনোবাঞ্ছা অনুযায়ী যদি নিজের স্বভাবকেও পোশাকের মতো যখন তখন বদলে নিতে পারতাম তাহলে সন্দেহ নেই, তিনি খুবই খুশি হতেন এবং হয়তো আমারও অনেক উন্নতি হত। তা হয় না। আমি বৃথা এ সব কথা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। এখানে অপেক্ষা না করে আমার ভাবী পত্নীকে গিয়ে প্রিয় সম্ভাষণ জানাব। উচিত আমাদের আশু মন্ত্রোচ্চারিত পবিত্র বন্ধনের ওপর যত শীঘ্র চুম্বনের সীলমোহর একে দেয়া।

[পেট্রুশিও, গ্রুমিওর প্রস্থান]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : মনে হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই উনি ঐ উদ্ভট পোশাক পরিধান করেছেন। তবু আমি সাধ্যমতো ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবো যাতে গীর্জায় গিয়ে ওঠার আগে বেশভূষার একটু সংস্কার করে নেয়।

ব্যাপ্তিস্তা : আমিও ওর সঙ্গে থাকব। সকল ঘটনাক্রম স্বচক্ষে দেখতে চাই।

[ব্যাপ্তিস্তা, গ্রিমিও এবং অনুচরাদির প্রস্থান]

ত্রাণিও : আপনার অগ্রগতি সম্পর্কে আমি অবহিত আছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কন্যার প্রণয়ের সঙ্গে সঙ্গে পিতার অনুমতিও চাই। সেটা পেতে হলে, ইতিপূর্বেই আমি আপনাকে বলেছি, আমাদের অবিলম্বে একজন পিতা খুঁজে বার করতে হবে। এমন একজন পিতা যিনি নিজের পরিচয় প্রদান করবেন পিসার ভিনসেনশিও বলে। যেমন তেমন একটা লোক হলেই হয়, অবস্থা বুঝে আমরা তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। পাদুয়াতে ঐ ব্যক্তির একমাত্র কর্ম হবে কন্যাকে যত সম্পদ দান করব বলে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি উনি তার অনেকগুণ বেশি দান করবেন বলে কন্যার পিতার সামনে বদান্যতা প্রকাশ করা। যদি ঠিকমতো করতে পারেন তাহলে অবিলম্বে আপনি আপনার প্রত্যাশার ফলভোগী হবেন এবং পিতার সম্মতিক্রমেই লাবণ্যবতী বিয়াঙ্কাকে লাভ করবেন।

লুসেনশিও : গৃহশিক্ষক রূপে আমার যে সহকর্মী রয়েছে ও ব্যাটা যদি প্রতি পদক্ষেপে বিয়াঙ্কাকে অনুসরণ করে না ফিরত তাহলে এতদিনে আমি মেয়েটাকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলতাম। একবার বিয়ে হয়ে গেলে সারা দুনিয়ার আপত্তিতে আমার কিছু এসে যেত না। আমার পত্নী আমারই থাকত।

ত্রাণিও : তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই। প্রয়োজন হলে আমরা সেসব কথাও ভেবে দেখব। আমি চারদিকেই নজর রাখছি। ঐ দাড়িওয়ালা বুড়ো গ্রিমিও, বেশি সজাগ বাবা ব্যাপ্তিস্তা, মতলবের বাজনাদার নাগর লিসিও সবাইকে অতিক্রম করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আপনার আশীর্বাদে আমি সব ব্যবস্থাই করতে পারব।

[গ্রিমিওর প্রবেশ]

আপনি কি গীর্জা থেকে আসছেন?

গ্রিমিও : জি এবং শৈশবে যে আনন্দ নিয়ে স্কুল পরিত্যাগ করতুম সেই আনন্দ নিয়েই আজ গীর্জা পরিত্যাগ করে আসছি।

ত্রাণিও : বর-কনেও কি এখনি বাড়ি ফিরে আসছেন?

গ্রিমিও : বর বলছেন কাকে? বলুন বরাহ, বন্য বরাহ। ঐ মেয়েও টের পেতে শুরু করেছে।

ত্রাণিও : পেট্রুশিও কি তাহলে ক্যাথেরিনার চেয়ে উগ্র স্বভাবের! তাও কি সম্ভব?

গ্রিমিও : একেবারে জংলি ভূত, ভূত! একটা আস্ত দানব বিশেষ!

ত্রাণিও : সে তো উনিও। ডাকিনী, ডাকিনী! একটা আস্ত পেতিনী বিশেষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : মোটেই নয়। ওর কাছে ক্যাথেরিনা শিশু, মেষ শাবক, কবুতর। বিয়ে পড়াবার সময় পাদ্রী সবে ওকে জিজ্ঞেস করতে গেছেন যে উনি ক্যাথেরিনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত আছেন কিনা, উনি জবাবে এত জোরে 'আলবত' বলে গর্জে উঠলেন যে পাদ্রীর হাত থেকে কেতাব খসে মাটিতে পড়ে যায়। সবাই একেবারে হতভম্ব! তারপর পাদ্রী যখন সেটা উপুড় হয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন তখন পাদ্রীকে উঠতে সাহায্য করবার জন্য পেট্রুশিও তার কব্জি ধরে এমন এক টান মেরেছেন যে, এবার কেতাবের সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রীও চিৎপটাং। তখন পেট্রুশিও আরেকবার হেঁকে উঠল, "এঁদেরকে দাঁড় করিয়ে দিন।"

ত্রাণিও : যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন মহিলা কী বললেন ?

গ্রিমিও : তিনি থরথর করে কাঁপছেন। না কেঁপে করবেন কী ? পেট্রুশিও দাঁত কড়মড় করে, ঘনঘন মাটিতে পা ঠুকে, নানা রকম শপথ কেটে কেবলই বলতে চেষ্টা করছে যে সবই পাদ্রীর কারসাজি, সেই নাকি ইচ্ছে করে সব কিছু পণ্ড করে দিতে চেয়েছে। কোনো রকমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতেই পেট্রুশিও পানপাত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য সবাইকে দরাজ গলায় আমন্ত্রণ জানাল। ঝড়ের পর খালাসিদের উৎসবে মেতে ওঠার জন্য কাপ্তেন যে ভাবে ডাকাডাকি করে পেট্রুশিও তাই করছিল। পাদ্রীর এক সহকর্মীর দাড়ি বেশি সঘন এবং সুচালো ছিল। পেট্রুশিওর বোধ হয় তা পছন্দ হয় নি। তাই যখন একবার মনে হলো যে ঐ লোকটিই এই টুকরো রুটি চাইছে, পেট্রুশিও নিজের পানপাত্রে ভেজানো টুকরোটা তুলে নিয়ে ওর নাকের ওপর ছুড়ে মারল! এই কাণ্ডের পর সে এগিয়ে গেল কনের দিকে। তারপর কনের ঘাড় ধরে তার ঠোঁটের ওপর এমন সশব্দে এক প্রচণ্ড চুম্বন হানল যে গীর্জার অলিন্দে চত্বরে সর্বত্র তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। সব দেখে শুনে হতভম্ব হয়ে আমি সেখান থেকে চলে এসেছি। আমি নিশ্চিন্ত যে, অন্যান্যরাও সেখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না। জীবনে এমন অত্যাশ্চর্য বিবাহ আর কখনও দেখি নি। একী! আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না! বাদ্যযন্ত্রীরাও যে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।

[যন্ত্রসঙ্গীত। পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, হোর্টেনসিও, ব্যাপ্তিস্তা, গ্রুমিও ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ]

পেট্রুশিও : আপনার কেউ আমার গুরুজন, কেউ বন্ধুস্থানীয়। আপনারা সকলে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন সে জন্য আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। এই উৎসবের আনন্দ বর্ধনের জন্য আপনারা বিপুল পানাহারের আয়োজন করেছেন। আমার দুর্ভাগ্য আমি তাতে যোগদান করতে অপারগ। জরুরি কাজে আমাকে এক্ষুণি অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছে। আপনারা অনুমতি দান করলে আমি বিদায় গ্রহণ করি।

ব্যাপ্তিস্তা : তুমি আজ রাতেই চলে যাবে একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : রাত হবার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে। এখন হয়তো কিছুই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু যদি সব কথা আপনাকে সবিস্তারে বলতে পারতাম তাহলে আপনিও আমাকে এখন ধরে রাখার বদলে চলে যাবার জন্য তাগাদা দিতেন। আমি সকল মেহমানদের ধন্যবাদ জানাই। এই পরম ধৈর্যশীলা মধুরস্বভাব গুণবতী রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণের অনুষ্ঠানে আপনারা সকলেই প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন। আজকের উৎসবের শেষাংশ অসম্পূর্ণ রাখবেন না। আমাদের মঙ্গল কামনা করে পিতার সঙ্গে পানাহারে যোগ দিন। নিতান্ত নিরূপায় হয়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে সাময়িকভাবে বিদায় নিচ্ছি।

ব্রাণিও : আমাদের একান্ত অনুরোধ, অন্তত ভোজের পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাদের সঙ্গদান করুন।

পেট্রুশিও : তা হয় না।

গ্রিমিও : জনাব, আমিও আপনাকে আরেকবার এই অনুরোধ করতে চাই

পেট্রুশিও : কোনো লাভ নেই।

ক্যাথেরিনা : আমিও অনুরোধ করছি।

পেট্রুশিও : খুব খুশি হলাম।

ক্যাথেরিনা : খুশি হয়ে থাকতে রাজি হলেন কি?

পেট্রুশিও : না, তুমি যে আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করলে সে জন্য খুশি হলাম তবে যে প্রকারেই অনুরোধ কর না কেন থাকার কোনো উপায় নেই।

ক্যাথেরিনা : যদি আমাকে ভালোবাসেন, চলে যাবেন না।

পেট্রুশিও : গ্রুমিও ঘোড়া ঠিক কর।

গ্রুমিও : ঘোড়া ঠিকই আছে প্রভু। দানাও ঘোড়া খেয়ে শেষ করে ফেলেছে।

ক্যাথেরিনা : বেশ, তাহলে তাই হোক। আপনার যা খুশি আপনি তা করতে পারেন, আমি আজ আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। আজ কেন, কালও যাচ্ছি না! যতদিন ইচ্ছে না হবে যাব না। আপনার যখন প্রবৃত্তি হবে আমি তখন যাব। আমি বুঝতে পারছি, সূচনাতেই আপনাকে অত সহজে স্বীকার করে নিলে পরে পতি হিসাবে আপনার দাপট আরো বেড়ে যাবে।

পেট্রুশিও : সে কথা চিন্তা করে এখনই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ো না।

ক্যাথেরিনা : আপনার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই আমি সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট হব। পিতা আপনি ভাববেন না, উনি অবশ্যই আমার ইচ্ছাক্রমে আজ এখানে থাকবেন।

গ্রিমিও : উত্তম! এইবার বোধহয় আরম্ভ হলো!

ক্যাথেরিনা : আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, যে-মেয়ে সময়ে শক্ত হতে জানে না তার কপালে দুঃখ অনেক। আর বিলম্ব করবেন না, সকলে খেতে চলুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : তুমি যখন বলছ ওঁরা অবশ্যই যাবেন। নববধূর আমন্ত্রণকে আপনারা অবহেলা করবেন না। সবাই গিয়ে খেতে বসুন, আনন্দ করুন, প্রাণভরে পানে প্রতিযোগিতা করুন। যে-কুমারীর নবজীবনের সূচনা হলো তার শুভকামনা করে সবাই নাচুন, গান করুন, যত ইচ্ছে মাতাল হন, মূর্চ্ছা যান, কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমার প্রিয়তমা কেথি আমার সঙ্গেই থাকছে। না না আমাকে রাঙা চোখ দেখিও না। তোমার ঐ অগ্নিদৃষ্টি, তপ্ত নিঃশ্বাস, মৃত্তিকায় পদাঘাত নিজেকে নানা প্রকারে আসলের চেয়ে বিশালাকার করে তোলার চেষ্টা সবই বৃথা। আমি আমার নিজের জিনিসে অন্যের প্রভুত্ব স্বীকার করি না। আপনারা জেনে রাখুন, এই নারী, এখন আমার সম্পদ, আমার গৃহ, আমার গৃহের আসবাব, আমার তৈজসপত্র, আমার ক্ষেত, আমার খামার, আমার গরু, আমার অশ্ব, আমার মা, আমার মেষ, আমার সর্বস্ব। আপনাদের কারো সাহস থাকে একবার ওকে স্পর্শ করে দেখুন, পাদুয়া থেকে নিষ্ক্রমণের পথে কেউ আমাদের বাধা দিতে চেষ্টা করুন, যত বড় বীর পুরুষই তিনি হন না কেন তাকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। গ্রুমিও আর ইতস্তত না করে তরবারি কোষমুক্ত কর, আমরা দুর্বৃত্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছি। যদি প্রকৃত পুরুষ হয়ে থাক প্রভুপত্নীকে উদ্ধার কর। প্রেয়সী, তোমার কোনো ভয় নেই। সাধ্য কি কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে! নিশ্চিন্ত জানবে লক্ষ দুশমন আক্রমণ করলেও আমার এই তরবারি তোমাকে রক্ষা করবে।

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, গ্রুমিওর প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : ঐ প্রজ্বলন্ত দম্পতিকে কেউ বাধা প্রদান কোরো না। ওদের নির্বিঘ্নে যেতে দাও।

গ্রিমিও : অতশীঘ্র চলে না গেলে আমি হয়তো হাসতে হাসতেই মরে যেতাম।

ত্রাণিও : অনেক অভাবনীয় বিবাহ বন্ধন দেখেছি কিন্তু এই জুটি একেবারে সকলের সেরা।

লুসেনশিও : জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এই বিবাহ সম্পর্কে আপনার কী অভিমত ?

বিয়াঙ্কা : আমার ভগিনী যেমন উন্মাদিনী তেমনি উন্মাদের সঙ্গেই মিলিত হয়েছেন।

গ্রিমিও : পেট্রুশিও সাহেব শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি কেথির কটিবন্ধ হলেন!

ব্যাপ্তিস্তা : বন্ধুবৃন্দ ও প্রতিবেশীগণ, যদিও খাবার টেবিলে অদ্য বর-কনে অনুপস্থিত থাকবেন, সুস্বাদু খাদ্যবস্তু কিন্তু প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান থাকবে। লুসেনশিও, তুমিই না হয় বরের আসন গ্রহণ কর। বিয়াঙ্কা তার বড় বোনের স্থান পূরণ করবে।

ত্রাণিও : লাবণ্যবতী বিয়াঙ্কা কি কনের মহড়াও দেবে!

ব্যাপ্তিস্তা : তাতে ক্ষতি কী লুসেনশিও। চলুন, সবাই চলুন, আর দেরি করবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পেট্রুশিওর পল্লীভবন। গ্রুমিওর প্রবেশ]

গ্রুমিও : আমার মুনিব যেরকম বেরহম, আমিও তেমনি এক ঘানির বলদ। তার ওপর পড়েছে আকাল। নরক যন্ত্রণা আর কাকে বলে! আমার মতো পিটুনিও কেউ খায়নি, এত ময়লাও কেউ ঘাটেনি, এত খাটুনিও কেউ দেখেনি। আমাকে আগে পাঠান হয়েছে যাতে আমি ভালো করে চুল্লিগুলো জ্বালিয়ে রাখি। ওঁরা পরে এসে তাতে আগুন পোহাবেন। আমার কপাল ভালো যে আমি আকারে ছোট, ছোট পাতিলের মতো অল্প আঁচেই তেঁতে উঠি। নইলে, যা ঠাণ্ডা পড়েছে তাতে এতক্ষণে জমে ঠোঁট দাঁতের সঙ্গে মিশে যেত, জিব তালুতে। আর কলজেটা সেঁদিয়ে যেত পাকস্থলীর মধ্যে। আকারে যদি বড়সড় হতাম তাহলে ঠাণ্ডা মিয়া আমাকে ভালো মতন পাকড়াও করে সাবড়ে দিত। এই, কে আছিস রে! কুর্তিস, কোথায় গেল?

[কুর্তিসের প্রবেশ]

কুর্তিস : এই অসময়ে কে আবার স্যাঁতস্যাঁতে গলায় ডাকাডাকি করছে?

গ্রুমিও : কেবল গলা নয় ভাই, আগাগোড়াই জমে বরফ হয়ে গেছি। বিশ্বাস না হয় একবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখ, এক পোঁচে পিছলে চলে যাবে। কোথাও আটকাবে না। ভাই তাড়াতাড়ি করে আগুন জ্বালো।

কুর্তিস : ব্যাপার কী গ্রুমিও? কর্তা কি নতুন বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছে না?

গ্রুমিও : বাপু ফিরছে। তাইতো বলছি আগুন, আগুন। ডাকাডাকি করছি নেভাবার জন্য নয়, লাগাবার জন্য।

কুর্তিস : আমরা শুনতে পেলাম এ আওরতের মেজাজ নাকি একেবারে আগুনের হলকার মতো। সত্যি নাকি?

গ্রুমিও : এই শীতের আগে হয়তো তাই ছিল। তবে এখন নিশ্চয়ই আর সে রকম নেই। মেয়ে-পুরুষ জংলি জানোয়ার হিমে সবাই কাবু হয়। এবারকার শীতে আমাদের মুনিব যেমন নরম হয়েছেন তেমনি তার নতুন বিবিও। আমিও নেতিয়ে পড়েছি।

কুর্তিস : তোমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি তিন আংগুলে বেকুব বলে আমি জংলি জানোয়ার হতে যাব কেন?

গ্রুমিও : কী বললে? আমি তিনাংগুলে? তুমি না জানলেও তোমার বিবি জানে আমার মুরোদ কত। কথা না বাড়িয়ে এখন আগুন জ্বালো। দেরি করেছ কি নয়া বেগমের কাছে নালিশ করে দেব। নয়া বেগমের হাতে পড়লে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝবে। তোমার পড়তে আর বাকিও নেই। কাজে গাফিলতি করার মজা ভালো মতন টের পাইয়ে দেবে।

কুর্তিস : রাগ করো না ভাই। সব খবরাখবর খুলে বল।

গ্রুমিও : খবর সবই একদম ঠাণ্ডা। কেবল তোমার ঐ আগুন জ্বালাবার কাজটুকু ছাড়া। কথা না বাড়িয়ে এখন তাই করো। যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে। মিয়া বিবি এখন শীতে কাবু, প্রাণ যায় যায়। তুমি ওঁদের আরামের ব্যবস্থা কর।

কুর্তিস : আগুন তৈরি করেই রেখেছি। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমাদের সঙ্গে গল্প কর। সব সংবাদ শোনাও।

গ্রুমিও : 'শোনো শোনো কান পাতি, শোনো মন দিয়া।' কি বলিস—গান গেয়ে শোনাব নাকি?

কুর্তিস : বজ্জাতি ছেড়ে সোজাসুজি বল।

গ্রুমিও : ঐ বললাম। আগুন জ্বালো, শীতে মরে গেলাম। বাবুর্চি ব্যাটা কী করছে? রান্না শেষ করেছে? ঘরের ঝুল ঝেড়েছে, ঝাড় দিয়েছে, ধুলো মুছেছে? ফরাসদের উর্দি ধোপার ধোয়া তো? দারোয়ান পায়ে পট্টি দিয়েছে? পাগড়ি পরেছে? সদরের নফর বাবরি ছেঁটেছে? অন্দরের বাঁদীগুলো চুল বেঁধেছে? কার্পেট ভালো করে বিছিয়েছে? সব একেবারে ছিমছাম না হলে মজা বুঝবে।

কুর্তিস : সব ঠিক আছে। তুমি খবর বলো।

গ্রুমিও : পয়লা খবর, আমার ঘোড়া মুখে ফেনা তুলেছে। দোসরা খবর, মিয়া বিবি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছেন।

কুর্তিস : সেটা কী রকম?

গ্রুমিও : ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে ধুলোর মধ্যে উল্টে পড়েছেন। জবর খবর নয়?

কুর্তিস : ভালো ভাইটি আমার, একটু সবিস্তারে বলো।

গ্রুমিও : তা হলে কান খাড়া কর।

কুর্তিস : এই করেছি, নাও।

গ্রুমিও : ভালো। নিয়েছি। (কান চেপে ধরে)

কুর্তিস : তোমাকে বলতে বলেছি, ধরতে বলিনি।

গ্রুমিও : একটু কচলে দিলাম। দেখবে এখন শুনতে আরো গরম মনে হবে। ভালো করে শোনো। আরম্ভটা এই রকম। রাস্তা ছিল খারাপ। নিচের দিকে ঢালু। ঘোড়ার পিঠে প্রভু, প্রভুর পেছনে বধূ—

কুর্তিস : বলিস কী, দু'জনে এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন?

গ্রুমিও : তাতে তোমার কী?

কুর্তিস : না, না। আমার কিছু হতে যাবে কেন? হলে ঘোড়ার হয়েছে।

গ্রুমিও : সব কথা যদি জানো, তুমিই কেসসা শোনাও। তোমাকে কিছুই বলব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেজায় চটে গেছি। কী করে বিবি ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে ঘোড়ার পেটের নিচে চলে গেলেন সে-গল্প তোমাকে আর শোনাচ্ছি না। বারবার ফোঁড়ন না কাটলে হয়তো শোনাতাম। জানতে পারতে, কাদায় বিবির কী হালত হলো; কীভাবে কর্তা আগে বিবিকে ঘোড়ার নিচ থেকে টেনে না তুলে, বিবির ঘোড়া পা হড়কে পড়ে গেল কেন সেজন্য আমাকে মারতে ছুটে গেলেন এবং বিবি মাটিতে পড়ে থেকেই হাত বাড়িয়ে স্বামীকে বাধা দিলেন যেন আমাকে বেশি প্রহার করতে না পারেন, প্রভু ক্ষিপ্ত হয়ে কত তর্জন গর্জন করলেন; যিনি জীবনে কোনো দিন কারো কাছে কোনো মিনতি জানাননি সেই বিবিও কত আকুতি কাকুতি করতে থাকলেন; লাগাম ছিঁড়ে বিবির ঘোড়া কোথায় উধাও হয়ে গেল; আমি কত কাঁদলাম। —আরো কত কথাই না তোমাকে বলতে পারতাম। তোমার ফোঁপরদালালিতে সব এখন বেমালুম ভুলে গেছি। এসব কথা আর কোনোদিন প্রকাশ পাবে না। তুমি যেমন অজ্ঞ আছ, তেমনি অজ্ঞ অবস্থাতেই কবরে গিয়ে সেঁদোবে।

কুর্তিস : তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কর্তার চেয়ে গিন্নীর তেজই যেন কিছু বেশি।

গ্রুমিও : কার তেজ কতদূর কর্তা এসে পৌঁছুলেই তুমি অন্তত ভালো করে টের পাবে। তোমার সঙ্গে কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করেছি। আর নয়। নাথানিয়েল, জোসেফ, নিকলাস, ফিলিপ, ওয়ালটার, সুগার্সপ— সবাইকে ডেকে পাঠাও। কাপড়-চোপড়, চুল-দাড়ি সব ধুইয়ে মুছে ঝেড়ে আঁচড়ে ফিটফাট হয়ে থাকুক। সবাই সার দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াও। প্রভু প্রবেশ করা মাত্র তাঁকে কোমর বাঁকিয়ে কুর্নিশ করবে। এবং ঘোড়া জিব দিয়ে হাত চাটার আগে কেউ ওদের লেজে হাত দেবে না। তৈরি হয়ে আছে তো?

কুর্তিস : সবাই তৈরি।

গ্রুমিও : ডাকো তাদের।

কুর্তিস : কে কোথায় আছ সব এদিকে এসো। যদি নতুন কর্ত্রীর মুখদর্শন করতে চাও তা হলে পুরনো মুনিবেরও মুখোমুখি হতে হবে সেজন্য তৈরি হয়ে নাও।

গ্রুমিও : কিন্তু নতুন কর্ত্রীরও তো একটা আলাদা মুখ আছে।

কুর্তিস : আমি কি তা অস্বীকার করেছি নাকি?

গ্রুমিও : তা হলে সবাইকে ডেকে ওভাবে মুখ দেখার কথা বললে কেন?

কুর্তিস : আরে, মুখ দেখা মানে নববধূকে মোবারকবাদ জানান।

গ্রুমিও : কেন তিনি কি কেল্লা ফতে করেছেন নাকি?

[চার-পাঁচজন গৃহানুচরের প্রবেশ]

নাথা : তুমি এসে গেছ গ্রুমিও?

ফিলি : কেমন ছিলে এতদিন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোসে : খবর সব ভালো তো ?

মিক : খাসা লোক তুমি !

নাথা : তোমাকে দেখে বেশ খুশি লাগছে।

গ্রুমিও : তোমাকে, তোমাকে এবং তোমাকে—তোমাদের সবাইকে দেখে আমার খুব ফুর্তি হচ্ছে। এবার বলো সবকিছু মেজেঘষে ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছ তো ?

নাথা : কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। তা কর্তা পৌঁছুবেন কতক্ষণে ?

গ্রুমিও : এই এসে পড়লেন বলে। সেজন্যই তো এত রকমে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইছি। এই রে সেরেছে! শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ? এসে গেছেন বোধ হয়।

[পেট্রুশিও ও ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

পেট্রুশিও : বদমাশগুলো গেল কোথায় ? ঘোড়ার লাগাম ধরবার জন্য দোরগোড়ায় একটা হতভাগাকেও পেলাম না। নাথানিয়েল, গ্রেগর, ফিলিপ—তোরা সব গেলি কোথায় ?

অনুচরগণ : সালাম, সালাম, সালাম হুজুর।

পেট্রুশিও : সালাম, সালাম, সালাম হুজুর! সালামের আমি নিকুচি করি! ঝাঁকড়াচুলো গান্দা পোশাকের বান্দা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এই নাকি তোদের কাজের নমুনা ? আদবকায়দা সব চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিস নাকি ? যে বেকুবটাকে দিয়ে আগেভাগে খবর পাঠালাম সে হতভাগা কোথায় গেল ?

গ্রুমিও : আমি এইখানেই রয়েছি হুজুর। পাঠাবার সময় যে রকম বেকুব ছিলাম এখনো সেই রকমই রয়ে গেছি।

পেট্রুশিও : বেটা বেজন্মা, চাষাড়ে, চোয়াড়। ঘানির বলদ কোথাকার! তোকে বলে দিইনি যে এই পাজি ছুঁচোগুলোকে নিয়ে সদর রাস্তার মোড় থেকে আমাদের সংবর্ধনা জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসবি ?

গ্রুমিও : আমি এসে দেখি নাথানিয়েল তখনো চাপকান ঠিক করছে, গ্যাবরিয়েল জুতা পালিশ করছে, পিটার পাগড়ি বাঁধছে, ওয়ালটার তার ভোজালি খাপে ঢোকাচ্ছে। এই আডাম, রালফ, আর গ্রেগরী ছাড়া কোনো ব্যাটাই পুরোপুরি তৈরি ছিল না। সবক'টারই এমন ময়লা নোংরা জুবুথুবু সাজপোশাক ছিল যে মনে হচ্ছিল যে, রাস্তার ভিখিরি। এই এতক্ষণে একটু ফিটফাট হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পেট্রুশিও : দূর হয়ে যা সামনে থেকে। জলদি খাবার ঠিক করে দে।

[ভৃত্যদের প্রস্থান]

(গুনগুন করে)

জনম অবধি হায়
রূপ নেহার লু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।

এতগুলো লোক এতক্ষণ ধরে কী করছিলো আমি বুঝতে পারছি না। তুমি বোসো কেথি, আরাম করে বোসো। তোমার শুভাগমনে আমার গৃহ মঙ্গলময় হোক। বেটাদের আমি জাহান্নামে পাঠাব।

[খাবার নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ]

কোথায় উধাও হয়েছিলি ? এতক্ষণ দেরি হলো কেন ? কেথি, প্রেয়সী, তুমি গম্ভীর হয়ে থেকো না। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসো। হাসো! তুই হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন ? জুতো খুলে নিতে পারছিস না ?

(গুনগুন করে)

লাখ লাখ যুগ
হিয়ে হিয়ে রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।

উহ। তুই কি পা-টা গোড়ালি থেকে উপড়ে ফেলবি নাকি। (ভৃত্যকে জোরে আঘাত করে) পাজি। বদমাশ। সাবধানে খুলতে পারছিস না ? কেথি, তুমি কিন্তু একটুও হাসছ না। হাসো। আনন্দ করো। কে আছিস পানি নিয়ে আয় এখানে। এই হতভাগা। ফার্ডিনান্ডকে ডেকে নিয়ে আয় এখানে। ওর মামির সঙ্গে এখনই আলাপ করে যাক। ফার্ডিনান্ড আমার ভাগ্নে। তুমি ওকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। আমার চটি কোথায় গেল ? পানি নিয়ে এল না এখনো ?

[ভৃত্য হাতমুখ ধোয়ার পানি ও ভাণ্ড নিয়ে প্রবেশ করে]

কেথি, এস লক্ষ্মী, হাতমুখ ধুয়ে নাও। এ্যাঁ ! তুই কী সব পানি গায়ের ওপর ঢেলে দিবি নাকি ? (ভৃত্যকে প্রহার করে) বেজাত, বেজন্মা, কুষ্মাণ্ড!

ক্যাথেরিনা : আমার কথা শুনুন। অত রাগারাগি করবেন না। হঠাৎ হয়ে গেছে, ইচ্ছে করে করেনি।

পেট্রুশিও : হঠাৎই বা হবে কেন ? হাঁদা, গাধা কোথাকার। তুমি আরাম করে বসো কেথি। তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে। নিজে নিয়ে খাবে, না , আমি তুলে দেব ? এটা কি বস্তু ? গোস্তের টুকরো ?

১ম ভৃত্য : জি।

পেট্রুশিও : এটা এখানে কে এনেছে ?

পিটার : জি, আমি।

পেট্রুশিও : সব পোড়া গোস্ত। বিলকুল পুড়ে গেছে। বাড়িতে আমি কতকগুলো জানোয়ার পুষছি। লম্পট বাবুর্চিটাকে ডেকে আন। আমি জীবনে কখনও পোড়া গোস্ত ছুঁয়েছি, বিটকেলে ? তুই কোন আক্কেলে এটা আমার সামনে নিয়ে এলি ? এই নে তোর গোস্তের টুকরো। এই নে তোর চামচ, পেয়ালা, বর্তন। দূর হ চোখের সামনে থেকে। (একটা একটা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৃত্যের দিকে ছুড়ে মারে) যত্তসব বে-আক্কেল, বেত্তমিজ, বেল্লিক! বিড়বিড় করে কী বলছিস আবার ? এখনো ভালো করে শিক্ষা হয়নি ?

ক্যাথেরিনা : দোহাই আপনার, অত অধৈর্য হবেন না। একবার মুখে দিয়ে দেখলে পারতেন। হয়তো একেবারে অখাদ্য ছিল না।

পেট্রুশিও : না না কেথি। ও একেবারে শুকিয়ে পুড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পোড়া গোস্ত আমার একদম সহ্য হয় না। ওতে পিত্ত জ্বলে, রক্তের চাপ বেড়ে যায়। এমনিতেই আমাদের দু'জনের শরীরের ধাত কড়া, তার উপর পোড়া গোস্ত খেলে রক্ত মাথায় চড়ে যাবে। অভুক্ত থাকব সেও ভালো। তুমি কিছু ভেব না। কাল সকালেই আমি এর একটা বিহিত করব। বড় ক্লান্ত তুমি, এস তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে দি। এক রাতের উপবাস তোমার আমার মধুর মিলনকে মলিন করতে পারবে না। এসো প্রেয়সী। [দুজনের প্রস্থান]

নাথা : এরকম কাণ্ড কখনও ঘটতে দেখেছ পিটার ?

পিটার : মনে হচ্ছে, উনি বিবির অস্ত্রেই বিবিকে ঘায়েল করবেন মনস্থ করেছেন।

[কুর্তিসের পুনঃপ্রবেশ]

গ্রুমিও : সাহেব কোথায় ?

কুর্তিস : বাসরঘরে। নববধূকে পতিভক্তির প্রথম পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন। এত প্রবল বেগে এবং মুষল ধারায় দিচ্ছেন যে, বেচারি একেবারে বাক্যহারা। মনে হচ্ছে যেন, কোনো এক দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে এখনো ঠাহর করতে পারছেন না কোন দিকে যাবেন, কী বলবেন, কী করবেন। এই রে সেরেছে! কর্তা এই দিকেই আসছেন। (ভৃত্যবর্গের দ্রুত প্রস্থান)

[পেট্রুশিওর পুনঃপ্রবেশ]

পেট্রুশিও : রাজ্য শাসনের প্রথম পর্ব ভালোই পরিচালনা করেছি। ভরসা রাখি, পরিসমাপ্তিও মনের মতন হবে। শিকারি চিড়িয়ার পেটে দানা পড়তে দিই নি, রগে রগে যেন তেঁতে থাকে তাই চাইছি। প্রথমেই বেশি খাওয়ালে সহজে পোষ মানতে চায় না। তখন হাজার তুড়িতেও উড়ে এসে বসে না। যে বুনো বাজ দানা খেয়ে উড়ে চলে যায় কিন্তু ইশারায় ফিরে আসে না, তাকে বশ করবার নিয়ম এই রকম। অভুক্ত রেখে তালিম দিলে, একডাকে পাঞ্জার ওপর এসে শান্ত হয়ে বসে থাকবে। গোস্তটা ছুঁতে দিইনি, অন্য কিছুই মুখে তুলতে দেব না। গত রাত পথে কেটেছে, আজ ঘরেও ঘুমুতে দেব না। যেমন গোস্তে দোষ খুঁজে পেয়েছি ঠিক তেমনি বিছানাতেও গলদ খুঁজে বার করব। প্রথমে বালিশ, তারপর লেপ, তারপর চাদর, তারপর তোষক—একটা একটা করে টেনে তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব। আর সর্বক্ষণ এমন একটা ভাব দেখাব যেন সবই প্রেয়সীর প্রতি ভালোবাসার আধিক্য হেতু করছি। সারারাত ওকে জেগে থাকতে হবে। যদি কখনও লক্ষ করি যে ঘুমে ঢলে পড়ছে, এমন চিৎকার করে চাকর-বাকরদের গালিগালাজ শুরু করে দেব যে, ঘুমিয়ে পড়ার উপায় থাকবে না। সস্নেহে পত্নীবধের এই হলো আসল তরিকা। এ দম্ভ আর তেজ কব্জার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনবই। গরবিনীর দর্প চূর্ণ করার অন্য কোনো উৎকৃষ্টতর উপায় যদি কারো জানা থাকে আমাকে বলবেন। আমি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাদুয়া। ব্যাপ্তিস্তার গৃহ। ত্রাণিও ও হোর্টেনসিওর প্রবেশ]

ত্রাণিও : কুমারী বিয়াঙ্কা লুসেনশিওকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসবে, এও কি কখনও সম্ভব হতে পারে! লিসিও সাহেব, আপনি জানেন না ও মেয়ে কী গভীর ভালোবাসার চোখে আমাকে দেখে।

হোর্টেনসিও : বেশ। যা বলেছি তা আপনার সামনেই প্রমাণ করব। শিক্ষক ছাত্রীকে কী শেখাচ্ছে এক্ষুণি তার নমুনা দেখতে পাবেন। আড়াল থেকে ভালো করে লক্ষ করুন।

[বিয়াঙ্কা ও লুসেনশিওর প্রবেশ]

লুসেনশিও : প্রত্যহের পাঠ থেকে সুন্দরীর কি কোনো উপকার হচ্ছে?

বিয়াঙ্কা : গুরুজি প্রত্যহ কী পাঠ করেন, আগে সে কথা ব্যাখ্যা করে বলুন।

লুসেনশিও : আমি যাহা পাঠ করি, হৃদয়ে তা ধারণ করি। শাস্ত্রের নাম প্রেমকলা।

বিয়াঙ্কা : প্রার্থনা করি, এই বিদ্যা উত্তমরূপে আয়ত্ত করুন।

লুসেনশিও : যদি তুমি হৃদয়ের রানী হও, অনায়াসে তা পারি।

হোর্টেনসিও : শুনেছেন? কী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে! আপনি না বড়াই করে বলেছিলেন যে, কুমারী বিয়াঙ্কা সারা দুনিয়ার মধ্যে লুসেনশিওকে ছাড়া অন্য কাউকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারে না? এখন কী মনে হচ্ছে?

ত্রাণিও : আশ্চর্য! লিসিও কী আশ্চর্য! প্রেমে এত প্রবঞ্চনা? নারী এত বড় বিশ্বাসঘাতক?

হোর্টেনসিও : আপনার আরো কিছু ভুল ভাঙানো দরকার। আমার নাম লিসিও নয়। যদিও সাজগোজ করেছি বাজনাদারের, আমি আসলে বাজনাদার নই। যে মেয়ে আমার মতো চরিত্রবান পুরুষকে পরিত্যাগ করে এক বাউণ্ডেলের বন্দনা শুরু করতে পারে তার মন ভোলাবার জন্য এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি মনে হলেও লজ্জায় মরে যাই। আমার প্রকৃত নাম হোর্টেনসিও।

ত্রাণিও : আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। বিয়াঙ্কার প্রতি আপনবার সুগভীর ভালোবাসার কথাও শুনেছি। জনাব হোর্টেনসিও সাহেব, আজ সচক্ষে কুমারীর কাণ্ডকারখানা দেখলাম। আপনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও আজ ঘোষণা করতে চাই যে, বিয়াঙ্কা আর বিয়াঙ্কার প্রতি ভালোবাসা জন্মের মতো এ হৃদয় থেকে মুছে ফেললাম।

হোর্টেনসিও : দেখুন, দেখুন, কেবল ঘেঁসাঘেঁসি করে বসেনি, পরস্পরের হস্তধারণ করেছে। সিনর, লুসেনশিও, অন্ধের মতো ভালোবেসে এতদিন এ মেয়েকে যত প্রকারে বন্দনা করেছি ও তার কোনোটার উপযুক্ত নয়। আপনার হাতে হাত রেখে আজ আমি ঘোষণা করতে চাই যে ঐ [illegible] আর কখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনোদিন প্রেম নিবেদন করব না।

ত্রাণিও : আপনার মতো আমিও এই অকৃত্রিম সংকল্প গ্রহণ করতে চাই যে, যদি ঐ মেয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিনতি জানায় তবু আমি তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হব না। দেখুন, দেখুন, দু'জনে কী রকম নির্লজ্জের মতো ঢলাঢলি শুরু করেছে।

হোর্টেনসিও : আফসোস, আমার বন্ধু গ্রিমিও এই দৃশ্য দেখতে পেল না। দেখলে নিশ্চয়ই তারও মোহমুক্তি ঘটত। যাকগে, সে ভাবনা আমার নয়। এখন আমি যা মনস্থ করেছি সেটা কার্যে পরিণত করব। আমি যতদিন ধরে ঐ লঘুচিত্ত উদ্ধত কুমারীকে প্রণয় নিবেদন করেছি তার চেয়ে অধিক সময় এক ধনাঢ্য বিধবা আমার হৃদয় বন্দনা করেছেন। আপনি জেনে রাখুন, আগামী তিন দিনের মধ্যে আমি এই মহিলাকে বিবাহ করে ফেলব। রূপ নয়, এবার ভালোবাসব হৃদয়কে। সিনর লুসেনশিও, বিদায় নেবার অনুমতি দিন। যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা কার্যকর করবার জন্য কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিদায়।

[প্রস্থান]

ত্রাণিও : প্রভুপ্রিয়া বিয়াঙ্কা, প্রার্থনা করি আপনার প্রেমময় জীবন যেন সর্বাংশে সুখের হয়। ক্ষমা করবেন, হোর্টেনসিওর প্ররোচনায় আমি অন্তরাল থেকে আপনার প্রেমলীলার কিছু অংশ দেখে ফেলেছি এবং হোর্টেনসিওর সঙ্গে যুগ্মভাবে আপনাকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছি।

বিয়াঙ্কা : দু'জনে একসঙ্গে পরিত্যাগ করলেন ? আমি বিশ্বাস করি না।

ত্রাণিও : আমি একটুও মিথ্যা বলিনি।

লুসেনশিও : লিসিওটা যে খসে পড়েছে, ভালো হয়েছে।

ত্রাণিও : এখন তিনি ধাবিত হয়েছেন এক কলাবতী বিধবার প্রতি, যাকে তিনি অদ্য রজনীর মধ্যেই প্রথমে প্রণয় নিবেদন ও পরে বিবাহ করে ফেলবেন।

বিয়াঙ্কা : উত্তম ! বেচারা খুশি হলেই হলো।

ত্রাণিও : এই রমণীকে তিনি অবশ্যই বশ করতে পারবেন।

বিয়াঙ্কা : হোর্টেনসিও এই রকমই ঘোষণা করেছে নাকি ?

ত্রাণিও : এতক্ষণে তিনি বশীকরণ বিদ্যা প্রয়োগ করতে শুরু করে দিয়েছেন।

বিয়াঙ্কা : বশীকরণ বিদ্যা ? এই জ্ঞান শিক্ষাদানেরও বিদ্যালয় আছে নাকি ?

ত্রাণিও : আছে বৈকি! এর গুরু হলেন পেট্রুশিও। মুখরা রমণী দমন ও বশীকরণের তিনি নাকি একশ এক প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

বিয়োনদেলো : উহ্! প্রভু, পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিব লম্বা হয়ে গিয়েছিল। এই এতক্ষণে, কাজে লাগতে পারে এমন প্রাচীন বান্দা নজরে পড়েছে। পাহাড়ের পথ ধরে নেমে আসছেন।

ত্রাণিও : কী করেন বলে মনে হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়োনদেলো : হয় তেজারতি নয় গুরুগিরি। ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে পোশাক পরিচ্ছদ বেশ কেতাদুরস্ত, হাবভাব একেবারে মুরুব্বিদের মতো।

লুসেনশিও : ত্রাণিও, এসব খবর জেনে আমাদের কী লাভ?

ত্রাণিও : অনেক। ও-লোক যদি সরল হয় এবং আমাদের সব কথা যদি ওকে গেলাতে পারি তবে দেখবেন ও নিজেই কী রকম আহ্লাদের সঙ্গে ভিনসেনশিও সাজবে এবং আসল ভিনসেনশিওর মতোই জোর গলায় ব্যাপ্তিস্তা মিনোলাকে সর্বপ্রকার আশ্বাস দান করবে। প্রভু, আপনি আপনার প্রেয়সীকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র গমন করুন, আমি ততক্ষণ এদিককার কাজ গুছিয়ে নিই।

[লুসেনশিও ও বিয়াঙ্কার প্রস্থান। বৃদ্ধ গুরুর প্রবেশ]

গুরু : তোমাদের মঙ্গল হোক।

ত্রাণিও : আপনারও অশেষ মঙ্গল হোক। আপনি কি আরো দূরপাল্লার যাত্রী, না এখানেই যাত্রা শেষ?

গুরু : অন্তত দু'হপ্তার জন্য এখানেই শেষ বলতে পারেন। তারপর আবার চলতে শুরু করব যতদিন না রোম শহরে পৌঁছই। এরপরও যদি শরীরে সয়, ইচ্ছে আছে ত্রিপলী দর্শন করব।

ত্রাণিও : যদি কিছু মনে না করেন, আপনার দেশ কোথায়?

গুরু : মানাটুয়া।

ত্রাণিও : বলেন কী? আপনি মানাটুয়ার অধিবাসী? প্রাণের মায়া ত্যাগ করে পাদুয়ায় প্রবেশ করেছেন কোন দুঃখে?

গুরু : প্রাণের মায়া ত্যাগ করে? এসব আপনি কী বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ত্রাণিও : আপনি কি কিছুই শোনেননি? এখানকার ডিউকের সঙ্গে আপনাদের ডিউকের এক পুরনো শত্রুতার ফলে সম্প্রতি এখানকার ডিউক ঘোষণা করেছেন যে, মানাটুয়ার কোনো ব্যক্তি পাদুয়ায় পদার্পণ করলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ইতিমধ্যে ভেনিসেও আপনাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে। আশ্চর্য যে আপনি এখনো এসব কথা শোনেননি। একটু আগেও এখানে উপস্থিত থাকলে স্বকর্ণে ঘোষণা শুনতে পেতেন।

গুরু : কী পরিতাপের বিষয়! আমি যে ফ্লোরেন্স থেকে সঙ্গে করে অনেক বায়নাপত্র নিয়ে এসেছি এখানে অর্থ আদায় করব বলে।

ত্রাণিও : আপনি বৃদ্ধ মানুষ! সে-ব্যাপারে আমি আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। অন্যান্য সৎ পরামর্শও দেব। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি কখনো পিসা গিয়েছেন কিনা।

গুরু : অনেকবার গিয়েছি। পিসা বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

ত্রাণিও : তাঁদের মধ্যে ভিনসেওশিও বলে কারো সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

গুরু : ঠিক পরিচয় নেই তবে তাঁর কথা অনেক শুনেছি। তিনি একজন ব্যবসায়ী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক।

ত্রাণিও : তিনি আমার পিতা হন। এবং সত্যি বলতে কী, আপনি দেখতেও অনেকাংশে অবিকল আমার পিতার মতো।

বিয়োনদেলো : (স্বগত) যেমন ঝিনুক আর শামুক, হুবহু এক। সেই রকম।

ত্রাণিও : আমার পিতার কথা স্মরণ করে, আপনাকে বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য একটা কাজ করব ঠিক করেছি। আপনি যে দেখতে আমার পিতার মতন সেটা কোনো সামান্য সৌভাগ্য মনে করবেন না। আমি প্রস্তাব করি, আপনি সাময়িকভাবে আমার পিতার নাম ও পদপর্যাদাও গ্রহণ করুন এবং স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রিয় অতিথি হিসাবে আমার গৃহে আশ্রয় নিন। যতদিন এই নগরে আপনার কাজ শেষ না হয়েছে ততদিন আমার গৃহেই থাকবেন। আমি আন্তরিকভাবে এই প্রস্তাব করছি, ইতস্তত না করে রাজি হয়ে যান।

গুরু : অবশ্য, অবশ্যই রাজি। কেবল রাজি নয়, আমার জীবন-রক্ষক ও প্রতিপালকরূপে আমি সারা জীবন তোমার গুণকীর্তন করব।

ত্রাণিও : তাহলে আর বিলম্ব না করে আমাদের পরামর্শ মতো চলতে শুরু করুন। প্রসঙ্গত আপনাকে আরো একটা কথা জানিয়ে রাখি। জনৈক ব্যাপ্তিস্তা নামক এক ব্যক্তির কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়েছে। সেই বিয়ের লেনদেনের কথা পাকাপাকি করার জন্য এখানে সবাই আমার পিতার আগমনের অপেক্ষা করছেন। এ-ব্যাপারে কারো সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেলে আপনার করণীয় কী, তা এক্ষুণি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য তার আগে উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করে আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

AMARBOI.COM

তৃতীয় দৃশ্য

[পেট্রুশিওর পল্লীভবন। ক্যাথেরিনা ও গ্রুমিওর প্রবেশ]

গ্রুমিও : আমাকে মাফ করবেন। প্রাণে মারা পড়ব।

ক্যাথেরিনা : আমার হয়তো অনেক দোষ, কিন্তু ওঁর আক্রোশের মাত্রা তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি। উনি কি আমকে না খাইয়ে মেরে ফেলার জন্যই বিয়ে করেছিলেন? ভিখারিও যদি দুয়ারে এসে কাতর মিনতি জানায়, আমার পিত্রালয়ে সে কিছু না কিছু পাবেই। একজন ফিরিয়ে দিলে, অন্য কেউ দান করবে। কিন্তু আমি, যে কোনোদিন কাউকে মিনতি জানাতে শিখিনি, সেই আমি আজ এক টুকরো রুটির অভাবে ক্ষুধায় কাতর, এক পল ঘুমের অভাবে দুপায়ে দাঁড়াতে অক্ষম। কথার তোড়ে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। গালিগালাজে ভরে রেখেছে আমাকে। আরো অসহ্য ওঁর এই ভাবখানা যেন সবই উনি করছেন আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার তাড়নায়। যেন আমি ঘুমুলে কিংবা কিছু খেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করব অথবা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হব। দোহাই তোমার, আমাকে কিছু খেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাও। যা কিছু হয় এনে দাও, কেবল একেবারে অখাদ্য না হলেই হয়।

গ্রুমিও : আপনি কি গরুর পায়ার গরম সুপ খান ?

ক্যাথেরিনা : অতি উপাদেয় খাদ্য। কোথায় আছে নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : আপনার কি ওটা খাওয়া ঠিক হবে ? পায়াতেও বেশি গর্মী পয়দা হয়। একটু কম ঝালের কালিয়া কী রকম হবে মনে করেন ?

ক্যাথেরিনা : কালিয়া আমি খুব পছন্দ করি। লক্ষ্মী গ্রুমিও, আর দেরি কোরো না।

গ্রুমিও : আমার মনে হচ্ছে কালিয়াও বোধ হয় আপনার জন্য বেশি গুরুপাক হবে। বোটি কাবাব আর কাসুন্দি কি আপনি পছন্দ করেন ?

ক্যাথেরিনা : খুব, খুব, খুব ভালোবাসি।

গ্রুমিও : কিন্তু কাসুন্দিতে যে অনেক ঝাঁঝ।

ক্যাথেরিনা : তাহলে কাসুন্দি থাক, শুধু কাবাব নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : তা হয় না। কাসুন্দি না দিয়ে শুধু কাবাব গ্রুমিও আপনাকে কখনই দেবে না।

ক্যাথেরিনা : তোমার ইচ্ছে হলে দুটোই আনো। দুটো না আনো একটা আনো, যেটা খুশি, যা খুশি নিয়ে এসো।

গ্রুমিও : তা হলে আমি কাবাব বাদ দিয়ে কাসুন্দিই নিয়ে আসি।

ক্যাথেরিনা : তুমি আমার সঙ্গে এতক্ষণ মশকরা করছিলে ? হতভাগা পাজি কোথাকার। (প্রহার করে) তুমি শুধু খাবারের ফিরিস্তি শুনিয়ে আমার পেট ভরাতে এসেছ ? আমি মরছি ক্ষিধের জ্বালায় আর তুমি এসেছ আমার সঙ্গে পরিহাস করতে ? এই আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের সবাইকে এর জন্য একদিন কঠিন ফলভোগ করতে হবে। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

[পেট্রুশিও ও হোর্টেনসিওর প্রবেশ। হোর্টেনসিওর হাতের থালায় খাবার]

পেট্রুশিও : কেমন আছ, কেথি, প্রেয়সী, এত বিষণ্ন কেন ?

হোর্টেনসিও : তুমি নতুন বৌ, মিষ্টি করে হাসো।

ক্যাথেরিনা : হাসি শুকিয়ে গেছে।

পেট্রুশিও : উৎফুল্ল হতে চেষ্টা করো। আমাকে দেখে খুশি হয়ে ওঠো। লক্ষ্মীটি, তাকাও আমার দিকে। এই দ্যাখো, আমি স্বহস্তে সযত্নে তোমার জন্য খাবার সাজিয়ে এনেছি। সুহাসিনী, আমার এই আন্তরিক শ্রমের জন্য তোমার উচিত আমাকে অনেক প্রশংসা করা। কিছু বলছ না যে ? নিশ্চয়ই আমার জন্য তোমার মনে কোনোরকম ভালোবাসা নেই। বৃথাই তোমার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছি। এই যা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যা।

ক্যাথেরিনা : না, না। ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কেন ?

পেট্রুশিও : সামান্য দানও কিছু প্রতিদান আশা করে। আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করে তুমি এ খাবার স্পর্শ করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

হোর্টেনসিও : অনেক হয়েছে, পেট্রুশিও এবার থামো। আসুন, আমিও আপনার সঙ্গে বসে খাচ্ছি।

পেট্রুশিও : (নিম্নকণ্ঠে) তোমার মঙ্গল হোক, তুমি প্রকৃত সুহৃদের মতো প্রস্তাব করেছ। (স্বাভাবিক কণ্ঠে) তুমি খেতে আরম্ভ কর। কেথির কোনো তাড়াহুড়ো নেই। ও ধীরে সুস্থে খাবে। জানো মধুময়ী, আজ আমরা তোমার পিত্রালয়ে ফিরে যাব। দেখবে এবার আমি জাঁকজমকের একশেষ করে ছাড়ব। আমার জন্য দামি আংটি, জরিদার টুপি, সার্টিনের চোগা; তোমার জন্যে জড়োয়া গয়না, ঝলমলে ওড়না, কামিজ কোর্তা-মনোহরণের কোনো উপকরণ বাদ রাখব না। তোমার খাওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি? বেশ। বেশ। ভুলেই গিয়েছিলাম, মূল্যবান বস্ত্রের সুকোমল স্পর্শে তোমার দেহ সুসজ্জিত করার জন্য দরজি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

[দরজির প্রবেশ]

আসুন দরজি সাহেব। যে গারারা কামিজ তৈরি করেছেন একবার খুলে দেখান। নিশ্চয়ই বেশ জমকালো হয়েছে।

[দোকানির প্রবেশ]

আপনি কী নিয়ে এসেছেন?

দোকানি : বেগম সাহেবার জন্য আপনি যে মস্তক আবরণীর ফরমাস করেছিলেন, সেটা নিয়ে এসেছি।

পেট্রুশিও : এটাকে আপনি মস্তক আবরণী বলছেন? কাকাতুয়ার ঝুটির মতো এই মখমলের টুকরোটাকে আপনি আবরণী বলেন? এরকম একটা ইতর ফালতু জিনিস তৈরি করলেন কী করে? একি বাচ্চা ছেলের মাথা ঢাকবার জন্য বানিয়েছেন না কি যে এত ছোট করে করেছেন? এতো শামুকের খোল, বাদামের খোসা। যা বানিয়েছেন এ একটা খেলনা, একটা মশকরা। শিগগির চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। অনেকগুণ বড় করে আরেকটা তৈরি করে আনুন।

ক্যাথেরিনা : এর চেয়ে বড় আমি চাই না। আজকাল ভালো ভালো মেয়েরা মাথায় এ-রকম ছোট আবরণীই পরে।

পেট্রুশিও : সে তুমিও যখন হবে, তখন পরবে। তার আগে নয়।

হোর্টেনসিও : (স্বগত) মনে হচ্ছে তার এখনো কিছু দেরি আছে।

ক্যাথেরিনা : তাহলে আমাকেও মুখ খুলতে হলো। আমি শিশু নই, কচি খুকি নই। আমার যখন যা মনে আসে আমি সরাসরি তা বলে ফেলি। আপনার মুরুব্বিরা তা বরাবর সহ্য করে এসেছেন। আপনি যদি না পারেন, নিজের কান বন্ধ করে রাখুন। আমি চুপ করে থাকব না। আমার মনের আগুন আমি মুখে প্রকাশ করবই। যদি না করি তা হলে তার হলকায় আমার কলজে পুড়ে যাবে। আমি তা হতে দেব না। এখন থেকে আমার যা খুশি আমি তাই বলব, তাই করব। কারো কোনো বাধা গ্রাহ্য করব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ব্যাটা নিতান্ত খেলো জিনিস তৈরি করেছে। এটাকে মস্তক আবরণী না বলে বলা উচিত ছাকনি, নারকেলের মালা, পুলি পিঠা। তোমারও যে এটা পছন্দ হয়নি, জেনে খুশি হয়েছি।

ক্যাথেরিনা : আপনি খুশি হন আর নাই হন, এইটেই আমার পছন্দ। এটা ছাড়া অন্য কোনোটা আমি গ্রহণ করব না।

[দোকানি বেরিয়ে যায়]

পেট্রুশিও : কামিজটা কেমন করেছে দেখি। কই দরজি সাহেব, বার করুন। ইয়া আল্লা! এ দেখি নাচনেওয়ালীর কোর্তা বানিয়ে এনেছেন। কামানের নলের মতো এ দুটো কী? হাতা না কি! ওপরে ঢোলা, নিচে সরু, এ রকম হাতির শুড় বানাতে আপনাকে কে বলেছে? তার ওপর এখানে ভাঁজ, ওখানে সেলাই, এদিকে ফাঁপানো, ওদিকে চাপানো, একেবারে কামারশালার হাঁপর বানিয়ে এনেছেন দেখছি। এটা কি আপনার দরজিগিরির নমুনা, না আপনার পাগলামির?

হোর্টেনসিও : (স্বগত) বেচারির ভাগ্যে বোধহয় কামিজও জুটবে না।

দরজি : হালের যা দস্তুর, আপনার কথা মতো সেই রকমই ছেঁটেছি। অনেক খেটে-খুটে যত্ন নিয়ে তৈরি করেছি।

পেট্রুশিও : হাল ফ্যাশনের ছাঁট দিতে বলেছি বলে কি আমি আপনাকে গোটা পোশাকটার দফারফা করতে বলেছি? বুলি কপচাতে হয় অন্য বাড়ির গিন্নীদের কাছে যান। ওসব কথায় ভোলবার লোক আমি নই। আপনি এখন যেতে পারেন।

ক্যাথেরিনা : এর চেয়ে সুন্দর কামিজ আমি জীবনে দেখি নি। সুন্দর কাপড়, সুন্দর ছাঁট। আমি কি আপনার সুতোবাঁধা পুতুল নাকি যে আপনি যা বলবেন আমাকে তাই পরতে হবে?

পেট্রুশিও : তুমি ঠিক ধরেছ। দরজি তোমাকে পুতুল বানাতে চাইছে।

দরজি : হুজুর, উনি আমার কথা বলেননি। আপনার কথা বলেছেন।

পেট্রুশিও : চুপ করো। বেয়াদপের মতো কথা বোলো না। ব্যাটা আঙুলের টুপি, সুঁচের ফুটো, সুতোর গুটি। ব্যাটা ফিতের গজ, গিরে, ইঞ্চি; ব্যাটা গুটি পোকা, মাকু, কার্পাস, এত বড় সাহস তোমার! আমার বাড়িতে বসে তুমি আমাকে চোখ মুখ পাকিয়ে সুঁই সুতো দেখাচ্ছ? ব্যাটা কাপড়ের থান, টুকরো, ফালি! তোমার গজের লাঠি দিয়েই তোমাকে এমন মাপামাপি করে দেব যে কঁকাতে কঁকাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি বলছি কামিজটা তুমি একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ।

দরজি : হুজুর আমাকে ভুল বুঝবেন না। হেড কারিগরকে আপনার লোক গ্রুমিও যেমন ফরমাশ করে এসেছে আমি সেই রকমই ছেঁটেছি।

গ্রুমিও : আমি তো কোনো ফরমাশ করিনি। আমি শুধু মাল পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

দরজি : কী রকম করে বানাতে হবে সে কথা কিছুই বলেননি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুমিও : এতে আবার বলাবলির কি আছে। সুঁই সুতো ছাড়া আর কোন রকমে বানাবে ?

দরজি : কাটার কথা কিছু বলেননি ?

গ্রুমিও : আপনি হাত কেটেছেন, গলাও কেটেছেন!

দরজি : সে তো কাটতেই হবে।

গ্রুমিও : অন্যের কেটেছেন ভালোই করেছেন। আমাকে পারবেন না। কাটতেও পারবেন না, পট্টি লাগাতেও পারবেন না। আপনার হেড কারিগরকে আমি কাপড় কাটতে দিয়েছিলাম বলে একেবারে ফালিফালা করে ফেলতে বলিনি। একে তো অন্যায় করেছেন তার ওপর আবার কথা বানাচ্ছেন।

দরজি : কোন ফ্যাশনের ছাঁট হবে সেটা টোকায় লিখে দিয়েছিলেন।

পেট্রুশিও : সে টোকা কোথায় ?

গ্রুমিও : ওর জিব টেনে বার করে দেখুন। আমি কিছু বলিনি।

দরজি : (টোকা বার করে পড়ে) 'ঢোলা কামিজ' !

গ্রুমিও : হুজুর, আমি যদি ঢোলা বলে থাকি তা হলে ওর মুড়ির মধ্যে আমাকে সেলাই করে সুতোর রীল দিয়ে পিষে মেরে ফেলুন। আমি শুধু কামিজ বলেছি।

দরজি : 'গলার নিচে পাকানো ওড়নার মতো বাড়তি ঘের থাকবে'।

গ্রুমিও : বাড়তি ঘেরের কথা হয়তো বলেছিলাম।

দরজি : 'হাতা ফোলা ফোলা'।

গ্রুমিও : আমি শুধু বলেছি দুটো হাতা হবে।

দরজি : 'হাতা কাটতে হবে খুব কারদানী করে'!

পেট্রুশিও : এই তো বজ্জাতি বেরিয়ে পড়েছে।

গ্রুমিও : ভুল টুকেছে। হুজুর, সব ভুল টুকেছে। আমি শুধু বলেছি হাতা কাটতে আর সেলাই করতে। ব্যাটা আংগুলে লোহার টুপি পরে ভেবেছে কি ? ওকে ভালো রকম শিক্ষা দেয়া দরকার।

দরজি : আমি একটুও বানিয়ে বলিনি, গ্রুমিও। এটা যদি অন্য কোনো জায়গা হত, আমি আপনাকে সব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

গ্রুমিও : বেশ! রাস্তায় চলুন। টোকাটা হাতে নিয়ে নিন আর গজের ডাণ্ডা আমার কাছে দিন। দেখা যাবে কে কাকে কী বোঝাতে পারে।

হোর্টেনসিও : এটা ঠিক হলো না গ্রুমিও। ডাণ্ডা যদি তুমি নিয়ে নাও তা হলে কাট-ছাঁটের মাপ ও তোমাকে বোঝাবে কী করে ?

পেট্রুশিও : থাক, আর কথা বাড়িও না। নিয়ে যাও, কামিজ আমার জন্য নয়।

গ্রুমিও : ঠিক বলেছেন। ওটা বেগম সাহেবার জন্য।

পেট্রুশিও : আমার কোনো দরকার নেই। কামিজ তুলে নাও। তোমার হেড কারিগর যা খুশি তা করুকগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রুমিও : হুজুর, এ আপনি কী বলছেন ? বেগম সাহেবার কামিজ তুলে হেড কারিগর আবার কী করবে ?

পেট্রুশিও : ও আবার কী প্যাঁচের কথা বলছিস ?

গ্রুমিও : শুধু প্যাঁচ নয় হুজুর, বড় গভীরও বটে। বেগম সাহেবার কামিজ তুলে কারিগরে কাম বানাবে—এও একটা কথা নাকি—তওবা, তওবা।

পেট্রুশিও : (জনান্তিকে হোর্টেনসিওকে) দরজির সব পাওনা মিটিয়ে দিও। (প্রকাশ্যে দরজিকে) আর একটি কথাও না বলে কামিজ তুলে সরে পড়।

হোর্টেনসিও : (জনান্তিকে দরজিকে) ওর কটু কথা গায়ে মাখবেন না। কালকে আসবেন। আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব। (প্রকাশ্যে, জোরে) ব্যাস, এবার আপনি যেতে পারেন। সব কথা আপনার হেড কারিগরকে গিয়ে জানান।

[দরজির প্রস্থান]

পেট্রুশিও : কেথি, প্রেয়সী, কাছে এসো। এখন যে-সামান্য পোশাক পরে আছ, চল এই সাজেই তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে নিয়ে যাই। যে-ঐশ্বর্য আমাদের গৌরব তা থাকবে অন্তরালে, বাইরের পরিচ্ছদ হবে আটপৌরে। তুমি তো জান প্রেয়সী, দেহ অপরূপ হয় অন্তরের আলোকে। ছেঁড়া পোশাক মনুষ্যত্বের জ্যোতিকে আড়াল করে রাখতে পারে না। মেঘ যত কালোই হোক না কেন, সূর্যের আলো তা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসবেই। শালিকদের পালক সুন্দর বলেই কি লোকে তাকে কোকিলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ? সাপের পিঠে কত নকসা, তবুও লোকে মাছের পিঠ দেখেই বেশি খুশি হয়। কেথি, প্রিয়তমা, বিনা প্রসাধনে এই সামান্য পোশাকেই তুমি অনন্যা। যদি তবুও এর জন্য তোমার মনে কোনো ক্ষোভ জন্মে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও। এরপর আর তোমার মুখ ভার করে থাকা উচিত নয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খাবোদাবো, মৌজ করব। আর দেরি নয়। এক্ষুণি রওনা হবার আয়োজন কর। কে আছো, সইস ডেকে ঘোড়া ঠিক করে, বড় রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে বলো। আমরা ওখান থেকেই সওয়ার হব। এই পথটুকু পায়ে হেঁটে আসছি। এখন বেলা কত হলো ? গোটা সাতেকের বেশি নিশ্চয়ই নয়। তা হলে ধরে নিতে পারো, দুপুরের খানা ওখানে গিয়েই খেতে পারব!

ক্যাথেরিনা : আপনি ভুল করছেন। এখন সকাল সাতটা নয়, দুপুর দুটো। অর্থাৎ ওখানে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। খেলে রাতের খাবারই খেতে হবে।

পেট্রুশিও : আমি লক্ষ করেছি, আমার প্রত্যেক কাজের, প্রত্যেক কথার, প্রত্যেক ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার কিছু করা চাই-ই। বেশ, তা হলে তুমি জেনে রাখ, যতক্ষণ না সাতটা বাজবে, আমিও রওনা হচ্ছি না। সবাই যে যার কাজে চলে যাও। আমি যতটা বলেছি আগে ততটা বাজুক, তারপর যেতে হয় যাব। কিন্তু তার এক মিনিট আগেও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোর্টেনসিও : শেষে কি চাঁদ সুরুজকেও আপনার হুকুম মোতাবেক চলতে বাধ্য করবেন নাকি ?

[প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[পাদুয়া। ব্যাপ্তিস্তা ভবনের সম্মুখে। ত্রাণিওর প্রবেশ। সঙ্গে ভিনসেনশিওর ছদ্মবেশে গুরু]

ত্রাণিও : জনাব, এই সেই বাড়ি। আপনি প্রস্তুত তো ?

গুরু : এখন আর না হয়ে উপায় কী ? হুম্। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। জেনোয়াতে। দু'জনে একই ঘরে উঠেছিলাম। সিনর ব্যাপ্তিস্তা এতদিন পরে আমাকে দেখে চিনতে পারবে তো ?

ত্রাণিও : খাসা। এই তো চাই। চিনতে পারুক আর না পারুক আপনি চালিয়ে যাবেন। সব সময়ে মনে রাখবেন আপনি হলেন একজন পিতা, আপনাকে খুব গম্ভীর থাকতে হবে।

গুরু : তাই থাকব।

[বিয়োনদেলোর প্রবেশ]

এই যে, আপনার অনুগামী বালকটিও এসে পড়েছে। আমার মনে হয় একেও শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা ভালো।

ত্রাণিও : সে জন্য ভাববেন না। বিয়োনদেলো! যা বলি মন দিয়ে শোন্ এবং সেই মতো কাজ কর্। এখন থেকে মনে করবি ইনিই হলেন ভিনসেনশিও।

বিয়োনদেলো : কোনো চিন্তা নেই, তাই হবে।

ত্রাণিও : সিনর ব্যাপ্তিস্তাকে যা বলতে বলেছিলাম বলেছিস ?

বিয়োনদেলো : বলেছি যে আপনার পিতা ভেনিস পৌঁছে গেছেন এবং আজ যে কোনো সময় পাদুয়াতেই তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাত হয়ে যেতে পারে।

ত্রাণিও : একটা সেয়ানা সোমত্তের কাজ করেছিস। মিঠাই খাবার পয়সা নিয়ে যাস্। এই যে স্বয়ং ব্যাপ্তিস্তা এই দিকে আসছেন। আপনি মুখচোখ ঠিক করে নিন।

[ব্যাপ্তিস্তা ও লুসেনশিওর প্রবেশ]

সিনর ব্যাপ্তিস্তা, বড় সময় মতো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। (গুরুকে) পিতা, যার কথা আপনাকে বলছিলাম ইনিই সেই মান্য ব্যক্তি। আপনি আমার সহায় হোন। উপযুক্ত যৌতুক দান করে বিয়াঙ্কাকে পুত্রবধূ করে নিন।

গুরু : অস্থির হোয়ো না পুত্র। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, পাদুয়ায় পদার্পণ করেছিলাম কিছু পুরাতন পাওনা আদায় করব বলে। এমন সময় পুত্র লুসেনশিও শোনাল এক গুরুতর সংবাদ। আপনার কন্যা আর সে নাকি পরস্পরের প্রণয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিত হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে আমার পুত্র আপনার কন্যাকে এবং আপনার কন্যা আমার পুত্রকে এরূপ গভীরভাবে ভালোবাসে যে, তারা হয়তো আর অধিক সময় বিচ্ছিন্ন থাকতে অনিচ্ছুক। আমি স্নেহশীল পিতা। আপনিও একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমিও চাই যথাশীঘ্র এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক। এবং আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আমিও সানন্দে আপনার কন্যার নামে সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিতে রাজি আছি। আপনার মতো মান্য ব্যক্তির সঙ্গে এসব ব্যাপারে আমার কোনো মতানৈক্য ঘটতেই পারে না।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনার সরল এবং সরাসরি কথাবার্তায় বড়ই প্রীত হলাম। যদি অনুমতি দেন তবে আমিও কিছু কথা যোগ করি। কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার পুত্র লুসেনশিও আমার কন্যাকে এবং আমার কন্যা তাকে যারপরনাই ভালোবাসে। নতুবা বিশ্বাস করতে হবে যে প্রেমাভিনয়ে তারা খুবই পটু। এখন আপনি যদি নিজের পুত্রের প্রতি দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ভাবী পুত্রবধূকে যথোপযুক্ত যৌতুক প্রদানে সম্মত হন তাহলে অবিলম্বে সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমার সম্মতিক্রমেই আপনার পুত্র আমার কন্যার পানিপীড়ন করতে পারবে।

ত্রানিও : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনিই বলে দিন কবে কোথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে পড়ান হবে এবং সাক্ষিসাবুদ সামনে রেখে যৌতুকের দলিলপত্রাদি সই করে দেবেন।

ব্যাপ্তিস্তা : লুসেনশিও, তুমি তো বুঝতেই পারছ এ কাজ আমার বাড়িতে না হওয়াই ভালো। একে তো দেয়ালেরও কান আছে। তার ওপর বাড়িভর্তি লোকজন। বুড়ো গ্রেমিও এখনো খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করেনি। যদি দৈবাত কার্যকালে এসে হাজির হয়, নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

ত্রানিও : যদি আপনি আপত্তি না করেন, আমার গৃহেই সব কিছু হোক। পিতা সেখানেই অবস্থান করছেন। আপনিও রাত্রিবেলা আসুন। আমরা সংগোপনে দলিলপত্রের কাজ আগে চুকিয়ে দিয়ে তারপর আপনার এই বিশ্বস্ত গৃহশিক্ষককে পাঠিয়ে কন্যাকেও আনিয়ে নেব। যে মুহুরী দলিল লিখবে আমার এই বালক গিয়ে তাকে ডেকে আনুক। আমার একমাত্র আশংকা এই যে, তাড়াহুড়োয় দলিলে সম্পদ-সম্পত্তির কোনো কথা বাদ পড়ে না যায় এবং আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।

ব্যাপ্তিস্তা : আমি এখন আর তার চিন্তায় চিন্তিত নই। ক্যাম্বিও, তুমি বাপু এক্ষুণি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও। বিয়াঙ্কাকে বলো যে, একটুও দেরি না করে সে যেন তোমার সঙ্গে চলে আসে। বুঝিয়ে বোলো যে, লুসেনশিওর বাবা পাদুয়ায় এসে গেছেন এবং আজই সে লুসেনশিওকে পতিত্বে বরণ করে নিতে পারবে।

[লুসেনশিওর প্রস্থান]

বিয়োনদেলো : আল্লা করেন, বিয়াঙ্কার মনোবাঞ্ছা যেন ষোলআনা পূর্ণ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : এখনি অত ঘটা করে মোনাজাত করতে হবে না। যা বললাম তাই করগে।

[বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

জনাব, আমার সঙ্গে চলুন। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আপনার জন্য আজ হয়তো কোনো ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করতে পারব না। তবে, যখন পিসায় আসবেন, আপ্যায়নে ত্রুটি খুঁজে পাবেন না।

ব্যাপ্তিস্তা : চল, অগ্রসর হই। (ত্রাণিও, গুরু ও ব্যাপ্তিস্তার প্রস্থান]

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

বিয়োনদেলো : (লুসেনশিওকে ডাকে) ক্যাম্বিও-

[লুসেনশিওর পুনঃপ্রবেশ]

লুসেনশিও : কী সংবাদ বিয়োনদেলো ?

বিয়োনদেলো : আমার নয়া প্রভু কিন্তু হাসতে হাসতে চোখ টিপে আপনাকে নানা রকম ইশারা করছিলেন।

লুসেনশিও : তাতে কী হয়েছে ?

বিয়োনদেলো : কিছুই নয়। তবে আমাকে এখানে রেখে গেছেন। যাতে ঐ ইশারা সংকেতের সারমর্ম আপনাকে ভালো রকম বুঝিয়ে দি।

লুসেনশিও : বোঝাও।

বিয়োনদেলো : পয়লা কথা এই যে, এক বঞ্চক পুত্রের ভণ্ড পিতা কথায় কথায় জনাব ব্যাপ্তিস্তাকে ভালো পটিয়েছে।

লুসেনশিও : তাতে কী লাভ হবে ?

বিয়োনদেলো : এবং আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁর কন্যাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য।

লুসেনশিও : নিয়ে আসার পর কী হবে ?

বিয়োনদেলো : বাকি কাজটুকু, সেনলুক গীর্জার যে-পাদ্রী দিবারাত্র আপনার কথায় ওঠবস করেন তিনি সম্পূর্ণ করে দেবেন।

লুসেনশিও : কী সম্পূর্ণ করে দেবেন ?

বিয়োনদেলো : এত কথা আমি কী করে বলব ? আমি শুধু জানি যে, বর্তমানে ওরা দুজন একটা ভুয়া দলিলের মুসাবিদা নিয়ে খুবই ব্যাস্ত রয়েছেন। আপনারও এই সময়ে উচিত ঐ মহিলাকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়া। উকিল, সাক্ষি, পাদ্রী যা পারেন যোগাড় করে, ওঁকেসহ গীর্জায় গিয়ে ধরনা দিন। সর্বস্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলুন। যদি তা না পারেন তাহলে কুমারী বিয়াঙ্কাকে সেলাম ঠুকে চিরকালের জন্য বিদায় নিন।

লুসেনশিও : এ তুই কী বলছিস বিয়োনদেলো ?

বিয়োনদেলো : যা বলেছি যথেষ্ট বলেছি। এর বেশি আর কী বলব। আমি এক গাঁয়ের মেয়েকে জানতাম। সে পাত্র নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল পানি আনতে। সূর্য ডোবার আগে স্বামী জুটিয়ে ঘরে ফিরেছে। আর আপনি এটুকু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবেন না ? আমি চললাম। আমার অন্য কাজ আছে। সেনলুকের পাদ্রীর কাছে যেতে হবে। আপনি আপনার শ্রেষ্ঠাংশ নিয়ে এখানে হাজির হবার আগেই তাকেও নিয়ে আসতে হবে। আমি যাই, আমার কাজ করি গে।

[প্রস্থান]

লুসেনশিও : যদি বিয়াঙ্কা রাজি হয়, তবে তাই হবে। যদি খুশি হয়ে রাজি হয়, তবে তো কথাই নেই।

হোক গে যা খুশি তাই,
আমি তাকে তবু চাই।
অকপটে।
কেম্বিও ভাসিবে শোকে,
সতনু বিয়াঙ্কাকে
যদি না জোটে।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[সদর রাস্তা। পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা ও হোর্টেনসিও এবং ভৃত্যগণ]

পেট্রুশিও : আর বিশ্রাম নয়। ওঠ সবাই। আবার চলতে শুরু কর। প্রেয়সী তোমার পিত্রালয় আর বেশি দূরে নয়। আজকের চাঁদের আলো দেখেছ ? কী উজ্জ্বল আর কী স্নিগ্ধ!

ক্যাথেরিনা : চাঁদ কোথায় ? এ তো সূর্য। চাঁদের আলো কোথায় পেলেন ?

পেট্রুশিও : আমি বলছি চাঁদ জ্বলছে, সূর্য নয়।

ক্যাথেরিনা : আমিও বলছি সূর্য জ্বলছে, চাঁদ নয়।

পেট্রুশিও : যদি আমি মাতৃগর্ভজাত হয়ে থাকি, যা আমি অবশ্যই হয়েছি, তা হলে জেনে রাখো আমার যা ইচ্ছা হবে এটাকেও তাই হতে হবে। যদি না হয় তা হলে, তোমার পিত্রালয়ে যাওয়াও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখব। অসহ্য। পদে পদে কেবল বাধা, কেবল বিরোধিতা। ওরে, কে আছিস, ঘোড়ার সাজ খুলে ফেল।

হোর্টেনসিও : বেগম সাহেবা, ও যা বলে রাজি হয়ে যান। নইলে এই যাত্রা জীবনে শেষ হবে না।

ক্যাথেরিনা : তাই হোক। শেষে কি এতদূর এসে আবার ফিরে যেতে হবে ? হোক চাঁদ, হোক সূর্য, আপনি যা বলবেন তাই মেনে নেব। যদি বলেন এটা মশালের আলো, বিশ্বাস করুন, এখন থেকে এটা আমার চোখেও তাই হবে।

পেট্রুশিও : আমি বলছি ওটা চাঁদ।

ক্যাথেরিনা : অবশ্যই চাঁদ।

পেট্রুশিও : মিছে কথা। ওটা জ্বলজ্যান্ত সূর্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। জ্বলজ্যান্ত সূর্যই বটে। তবে যদি আপনি বলেন এটা সূর্য নয়, তাহলে সূর্যও থাকবে না। আপনি মন বদলালে, চাঁদের রূপও বদলে যাবে। আসল কথা আপনি যে নাম দেবেন, আপনার ক্যাথেরিনা সেই নামেই ওটাকে গ্রহণ করবে।

হোর্টেনসিও : (জনান্তিকে) পেট্রুশিও, এবার ক্ষান্ত দাও। যা চেয়েছিলে, তা তো করতে পেরেছ।

পেট্রুশিও : ওঠ ওঠ! সবাই উঠে পড়। আমরা এক্ষুণি চলতে শুরু করব। (জনান্তিকে) এখন থামলে চলবে না। পালে হাওয়া লেগেছে, স্রোতে উজান। এগিয়ে যাওয়ার এইতো সময়। কিন্তু এ কী, এদিকে যেন কারা আসছেন মনে হচ্ছে। থামো। একটু থামো সবাই।

[বৃদ্ধ ভিনসেনশিওর প্রবেশ]

(ভিনসেনশিওকে) সুপ্রভাত সুন্দরী, সুপ্রভাত। প্রিয়তমা কেথি, এই অপূর্ব যুবতীকে একবার ভালো করে দেখে বলো এমন সুন্দরী এর আগে কখনও দেখেছ কি? দেখ, দুই গণ্ডে দুধে আলতার কী গভীর সংমিশ্রণ। চন্দ্রবদনে এক জোড়া চোখ যেন নীলাকাশের শুকতারার চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সুন্দরী তোমাকে পুনর্বার অভিনন্দন জানাই। কেথি, ওকে আলিঙ্গন কর, আর কিছু না হোক ওর রূপের জন্য ওকে আলিঙ্গন কর।

ক্যাথেরিনা : সুন্দরী, সুহাসিনী, তোমার দেশ কোথায়? যাচ্ছ কোথায়? তুমি যে পিতামাতার নয়নের মণি, তারা না জানি কত সুখী? দৈবযোগে তোমার মতো সুন্দরীকে যে-পুরুষ জীবন সঙ্গিনীরূপে লাভ করবে তারও সৌভাগ্যের অন্ত নেই।

পেট্রুশিও : এসব তুমি কী বলছ কেথি? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এক বিবর্ণ নীরক্ত লোলচর্ম বৃদ্ধকে তুমি বারবার সুন্দরী রমণী বলে সম্বোধন করছ কেন?

ক্যাথেরিনা : আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেকক্ষণ রোদে পুড়ে চোখ ঝলসে গেছে। সবকিছুই উল্টোপাল্টা দেখছি। একটু একটু করে ঘোর কাটছে। এই এখন আপনাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ পিতার মতো আপনি। আমি যে ভুল করেছি তার জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

পেট্রুশিও : ওর অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনার গন্তব্যস্থল কোন দিকে? যদি পথ একই হয়, আপনাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হব।

ভিনসেনশিও : বুঝতে পারছি আপনার স্ত্রী যেমন রঙ্গপ্রিয় আপনিও তেমনি সুরসিক। প্রথম সাক্ষাতেই আপনারা আমাকে যে অভিনব সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন তাতে অভিভূত না হয়ে পারিনি। আমার নাম ভিনসেনশিও, নিবাস পিসা। যাব পাদুয়াতে। আমার এক পুত্র সেখানে থাকে। দীর্ঘদিন হলো তাকে দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আপনার ছেলের নাম কী ?

ভিনসেনশিও : লুসেনশিও!

পেট্রুশিও : কী আশ্চর্য ! কী আনন্দের কথা যে, আপনার সঙ্গে আমাদের এভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেল! আপনার ছেলে যখন শুনবে সে নিশ্চয়ই আরো খুশি হবে। আপনি এখনো জানেন না যে আপনি কেবল বয়োবৃদ্ধ বলে নন, আত্মীয়তা সূত্রেও আমাদের পিতৃতুল্য। আমি আপনাকে ন্যায্যতো পিতৃব্য বলে সম্বোধন করতে পারি। কারণ, এতদিন হয়তো আপনার পুত্রের সঙ্গে আমার পত্নীর কনিষ্ঠ ভগ্নির বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। আপনি এতে বিস্মিত হবেন না। দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আপনার পুত্রবধূ বড় বংশের মেয়ে, ধনী পিতার কাছ থেকে প্রচুর যৌতুক লাভ করেছে। কন্যাও গুণবতী। উচ্চতম পদমর্যাদার যে কোনো রাজপুরুষের পত্নী হবার যোগ্যতা তার ছিল। আপনার পুত্র যে এমন রমণী নির্বাচন করতে পেরেছে সেজন্য আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। চলুন আমরা এক সঙ্গে আপনার সুযোগ্য পুত্রের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই। এরূপ আকস্মিকভাবে আপনার দর্শন লাভ করে সে যে কত আনন্দিত হবে সে কথা ভেবে আমার মনেও খুব ফুর্তি হচ্ছে।

ভিনসেনশিও : এসব কি আপনি সত্যি কথা বলছেন ? শুনেছি এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা পথ চলতে হঠাৎ কারো সঙ্গে দেখা হলে একটু রঙ্গরসের কথা বলেন এবং তার পরেই আবার নিজের কথা ধরে এগিয়ে চলে যান। আপনি কি আমার সঙ্গে তাই করছেন ?

হোর্টেনসিও : জনাব উনি রসিকতা করেননি। সত্যি কথাই বলেছেন।

পেট্রুশিও : আর কথা না বলে চলুন আমরা এগোতে থাকি। আমাদের আনন্দকে আপনি এখন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন, দেখুন। পাদুয়াতে পৌঁছে সত্যমিথ্যা স্বচক্ষে বিচার করবেন।

[হোর্টেনসিও ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও, তোমার আনন্দ দেখে আমার হৃদয়ও জেগে উঠেছে। আমার বিধবা বেঁচে থাকুক, আমি তার কাছেই চললাম।

হোর্টেনসিও নিয়েছে দীক্ষা,
তোমারই পদপ্রান্তে,
বিবি যদি করে বাড়াবাড়ি
সেও জানে শর হানতে।

[পর্দা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাদুয়ায় লুসেনশিওর গৃহ-সম্মুখে। গ্রিমিও অপেক্ষা করছে। পেছন থেকে বিয়োনদেলো, লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কার প্রবেশ। গ্রিমিও লক্ষ করবে না।]

বিয়োনদেলো : আর দেরি করবেন না। তাড়াতাড়ি চলুন। পাদ্রী আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

লুসেনশিও : আমরাও এক প্রকার ছুটতে ছুটতে এসেছি বিয়োনদেলো। তা তুমি বাড়ি চলে যাও। হঠাৎ কোনো কাজে তোমার প্রয়োজন হতে পারে। চলে যাও।

বিয়োনদেলো : সে আমি যাব না। আপনাকে আগে গীর্জায় ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর আমরা ডেরায় ফিরে যাব। তার আগে নয়।

[লুসেনশিও, বিয়াঙ্কা, বিয়োনদেলোর প্রস্থান]

গ্রিমিও : কী আশ্চর্য! এতক্ষণ হয়ে গেল, কেম্বিও এখনো আসছে না কেন?

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, ভিনসেনশিও, গ্রুমিও ও অন্যান্য সহচরগণের প্রবেশ]

পেট্রুশিও : জনাব, এই হলো লুসেনশিওর বাসগৃহ। আমার শ্বশুরালয় আরেকটু সামনে, পণ্যকেন্দ্রের নিকটে। এবার আমরা আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব।

ভিনসেনশিও : সে হতে পারে না। এখানে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে আপনাদের যেতে দেব। এই গৃহে আমন্ত্রণ জানাবার অধিকার যে আমার আছে তা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে আপনাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হবে না।

[ভিনসেনশিও দরজায় করাঘাত করে, দোতালার জানালা দিয়ে গুরু মুখ বার করে]

গুরু : কী ব্যাপার দরজা ভেঙে ফেলবেন না কি?

ভিনসেনশিও : সিনর লুসেনশিও কি ঘরে আছেন?

গুরু : ঘরে আছেন কিন্তু এখন কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

ভিনসেনশিও : কেউ যদি ওকে দু'চারশ টাকা উপহার দেবার জন্যে এসে থাকেন তাহলেও কি উনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না?

গুরু : আপনার টাকা আপনার কাছে রেখে দিন। যতদিন এই বুড়ো জীবিত আছে ততদিন টাকার জন্যে ওকে কখনো অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।

পেট্রুশিও : আমি আপনাকে বলিনি যে, পাদুয়ায় আপনার পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অভাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। ও সাহেব শুনতে পাচ্ছেন ? ঠাট্টা-মশকরা রেখে আসল কথাটা শুনুন। সিনর লুসেনশিওকে বলুন, পিসা থেকে ওর পিতা এসেছেন ? ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন।

গুরু : মিথ্যে কথা। ওঁর পিতা পাদুয়াতেই ছিলেন এবং এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে আপনাদের লক্ষ করছেন।

ভিনসেনশিও : আপনিই লুসেনশিওর পিতা না কি ?

গুরু : জি হ্যাঁ। অন্তত ওর মা সে কথাই আমাকে বলেছে। আমিও বিশ্বাস করেছি।

পেট্রুশিও : (ভিনসেনশিওকে) সে-কী কথা জনাব ? আপনি তো আচ্ছা ধড়িবাজ লোক! অন্যের নাম ভাঁড়িয়ে আমাদের খুব ধোঁকা দিয়েছেন।

গুরু : ওকে ধরো। পালিয়ে যেতে দিও না। নিশ্চয়ই এই শহরে কারো কাছ থেকে টাকা আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে আমার নাম ধারণ করেছে। (বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ)

বিয়োনদেলো : যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। দুজনকে সহিসালামতে গীর্জায় পৌঁছে দিয়ে এসেছি। এ্যাঁ, এ আবার কাকে দেখছি ? খোদ বুড়ো কর্তা না ? সর্বনাশ হয়েছে। সব বুঝি ভেস্তে গেল।

ভিনসেনশিও : (বিয়োনদেলোকে দেখে) এই ব্যাটা গিঠ্ঠু এই দিকে আয়।

বিয়োনদেলো : এসব আপনি কী বলছেন ?

ভিনসেনশিও : পাজি, বদমাশ, এদিকে আয় বলছি। আমাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?

বিয়োনদেলো : ভুলে যাব কেন ? মোটেই নয়। এর আগে জীবনে কখনও আপনাকে চোখেও দেখিনি, আজ ভুলে যাব কী করে ?

ভিনসেনশিও : বেটা বজ্জাত, তোর প্রভুর বাপকে তুই কখনও চোখে দেখিসনি ?

বিয়োনদেলো : বুড়ো সাহেবকে দেখব না কেন ? ভারি মজার কথা বলেন তো আপনি। ওইতো ওনাকে দেখতে পাচ্ছি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উনিও আমাদের দেখছেন।

ভিনসেনশিও : কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! (বিয়োনদেলোকে প্রহার)

বিয়োনদেলো : কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও। এক উন্মাদ আমাকে মেরে ফেলল। বাঁচাও, বাঁচাও। (প্রস্থান)

গুরু : পুত্র, পুত্র, শিগগির এগিয়ে যাও। সিনর ব্যাপ্তিস্তা, ওকে বাঁচান, বাঁচান। (গুরু জানালার কাছ থেকে সরে যায়)

পেট্রুশিও : কেথি, ব্যাপার বেশ জটিল মনে হচ্ছে। এর শেষ না দেখে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না! এস একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই। [দু'জনে আড়ালে চলে যাবে]

[গুরু নিচে চলে এসেছে। ত্রাণিও এবং ব্যাপ্তিস্তাও ছুটে বেরিয়ে এসেছে]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রাণিও : জনাব, এসবের অর্থ কী ? আপনি কে ? অকারণে আমার ভৃত্যকে প্রহার করছেন কেন ?

ভিনসেনশিও : তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি কে ? ইয়া আল্লা, এত বড় বজ্জাতি ? সিল্কের কোর্তা, ভেলভেটের জুতো, পশমি ফতুয়া, রেশমি টুপি এ্যাঁ। আমার সর্বস্ব তোরা এমনি করে নষ্ট করিস ? হায় খোদা, আমার মতো হতভাগ্য আর কে আছে ? আমি বাড়িতে বসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা কামাই আর আমার ছেলে চাকরে মিলে সেই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার নামে ফুর্তি করে উড়িয়ে দেয় ?

ত্রাণিও : আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। কী বলতে চান আপনি ?

ব্যাপ্তিস্তা : লোকটা সত্যি সত্যি উন্মাদ না কি ?

ত্রাণিও : দেখুন জনাব, আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় আপনি একজন ধীরমস্তিষ্ক গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তি। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হয় আপনি অপ্রকৃতস্থ। আমি সিল্কের জামা কাপড় পরেছি, গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়েছি, হাতে সোনার আংটি নিয়েছি, এতে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন ? যাঁর অর্থাকূল্যে আমি এসব করতে পেরেছি তিনি আমার পিতা। তাঁকে আমি খুবই ভক্তিশ্রদ্ধা করি।

ভিনসেনশিও : তোর পিতা ? ওরে তোর পিতা তো বেরগামোতে নৌকার পাল সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করে।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আচ্ছা বলুন তো এর নাম কী ?

ভিনসেনশিও : ওর নাম কী ? কী যে বলেন। আপনি কি আশঙ্কা করেন যে আমি ওর নাম ভুলে গেছি ? সেই তিনচার বছর বয়স থেকে ও আমার বাড়িতে খেয়ে পরে বড় হয়েছে। ওর নাম ত্রাণিও।

গুরু : হলো না। ভুল। আমার নাম ভিনসেনশিও, ওর নাম লুসেনশিও। লুসেনশিও আমার একমাত্র সন্তান এবং আমার সকল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

ভিনসেনশিও : ওর নাম লুসেনশিও ? ওরে নরাধম, তুই নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে হত্যা করে এখন নিজে লুসেনশিও সেজেছিস। ওকে ধরো, বন্দি করো। ব্যাটা নরহত্যাকারী। হা পুত্র, পুত্র! বল পাপিষ্ঠ, বল, লুসেনশিওকে কোথায় রেখে এসেছিস ?

ত্রাণিও : আপনি দেখছি ভয়ানক লোক। কেউ গিয়ে কোতোয়ালকে ডেকে নিয়ে আসুক। এই যে উনি নিজেই এসে পড়েছেন।

[কোতোয়ালের প্রবেশ]

এই দুষ্ট লোকটিকে কারাগারে আবদ্ধ করুন। জনাব ব্যাপ্তিস্তা, আপনিও সঙ্গে যান। ওর কারাবাসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না করে ফিরবেন না।

ভিনসেনশিও : আমাকে কারাগারে নিয়ে যাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রিমিও : কোতোয়াল সাহেব একটু সবুর করুন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে এ লোক কোনো অপরাধ করে নি।

ব্যাপ্তিস্তা : আপনি চুপ করুন গ্রিমিও সাহেব। এ লোককে কারাগারে যেতেই হবে।

গ্রিমিও : সিনর ব্যাপ্তিস্তা, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। ধোঁকাবাজদের ফাঁদে ধরা দেবেন না। আমি এক রকম হলপ করে বলতে পারি, ইনিই প্রকৃত ভিনসেনশিও।

গুরু : কসম খেয়ে বলতে পারেন ?

গ্রিমিও : বলেছি বলেছি। কসম খাব কেন ?

ত্রাণিও : আপনার কথা সত্য হলে আমার নাম যে লুসেনশিও সেটাও নাকচ করে দিতে হয়।

গ্রিমিও : তা কী করে হবে ? আপনাকে তো আমি লুসেনশিও বলেই জানি।

ব্যাপ্তিস্তা : কোতোয়াল সাহেব, আর দেরি করবেন না। বুড়োকে ধরে নিয়ে কারাগারে ভরে রাখুন।

ভিনসেনশিও : অচেনা বিদেশীকে বুঝি এমনি করেই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। ওরে অকৃতজ্ঞ পশু!

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে এগিয়ে আসে লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কা]

বিয়োনদেলো : এইবার সেরেছে ছোট কর্তা, দেখছেন না বুড়ো কর্তা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? যে ভাবে পারেন ওকে এড়িয়ে যান, না পারেন চিনতে অস্বীকার করুন। কসম কেটে বলেন উনি আপনার পিতা নন। যা হয় একটা কিছু করুন নইলে সব ভেস্তে যাবে।

লুসেনশিও : (পিতার সামনে নতজানু হয়ে) পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন।

ভিনসেনশিও : নয়নের মণি, পুত্র আমার, তুমি জীবিত ?

[বিয়োনদেলো, ত্রাণিও এবং গুরুর দ্রুত প্রস্থান]

বিয়াঙ্কা : পিতা আমাকেও ক্ষমা করুন।

ব্যাপ্তিস্তা : তুই আবার কী অপরাধ করেছিস ? লুসেনশিও কোথায় গেল ?

লুসেনশিও : আমিই আসল লুসেনশিও আর ইনিই হলেন আমার প্রকৃত পিতা, প্রকৃত ভিনসেনশিও। আপনার নিকটও আমরা অপরাধী। এই কিছুক্ষণ আগে আপনি যখন এক ভুয়া দলিল সম্পাদনের কাজে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন তখন আমি এবং আপনার কন্যা বিয়াঙ্কা দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হই।

গ্রিমিও : ষড়যন্ত্র, গভীর ষড়যন্ত্র! সব আমাদের জব্দ করবার জন্য করেছে।

ভিনসেনশিও : বদমাশ ত্রাণিওটা কোথায় গেল ? যেভাবে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে অস্বীকার করছিল, আমিও একেবারে হতভম্ব।

ব্যাপ্তিস্তা : এই যুবক কি তাহলে আমার গৃহশিক্ষক কেম্বিও নয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াঙ্কা : বাবা, সেই কেম্বিওই এখন লুসেনশিও হয়েছে।

লুসেনশিও : ভালোবাসার অপার মহিমা। বিয়াঙ্কার ভালোবাসার বলে আমি ত্রাণিও, ত্রাণিও আমি হয়েছিলাম এবং যে স্বর্গসুখের প্রত্যাশী ছিলাম, ঘটনাচক্রে তা অচিরে লাভ করেছি। ত্রাণিও যা করেছে সবই আমার নির্দেশে করেছে। পিতা আমায় দয়া কর। আমার অপরাধ মনে করে ত্রাণিওর অপরাধ ক্ষমা করো।

ভিনসেনশিও : যে দুর্বৃত্ত আমাকে কারাগারে পাঠাতে চেয়েছিল আমি তার কান কেটে ছাড়ব।

ব্যাপ্তিস্তা : লুসেনশিও, তুমি আমার সঙ্গেও কিছু কথা বলো। আমার কন্যাকে বিয়ে করবার আগে তুমি কি জানতে চেষ্টা করেছিলে আমার মতামত কী? আমি কি সন্তুষ্ট, না অসন্তুষ্ট তা জানতে চেষ্টা করেছিলে?

ভিনসেনশিও : সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না জনাব ব্যাপ্তিস্তা। আপনি যেন সন্তুষ্ট হন সে দায়িত্ব আমার। তবে তার আগে আমাকে যারা নাকাল করেছে তাদের আমি ভালো রকম শিক্ষা দিতে চাই। আমি ভেতরে চললাম।

[প্রস্থান]

ব্যাপ্তিস্তা : আর কারা কারা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল আমিও তাদের একটু খোঁজ-খবর নিতে চাই।

[প্রস্থান]

লুসেনশিও : ভয় পেয়ো না বিয়াঙ্কা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার পিতা অবশ্যই ভালোবেসে আমাদের গ্রহণ করবেন।

[লুসেনশিও এবং বিয়াঙ্কার প্রস্থান]

গ্রিমিও : কেবল আমার বাড়া ভাতেই ছাই পড়ল। যাগকে। উৎসবে আমি সকলের সঙ্গে থাকব ঠিক করেছি। মনোবাঞ্ছা নাই বা পূর্ণ হলো, তাই বলে ভুঁড়িভোজনে অংশগ্রহণ করব না কেন? [প্রস্থান]

ক্যাথেরিনা : স্বামী, চলুন আমরাও সঙ্গে সঙ্গে থাকি। সবটা ঘটনা না দেখে আমারও চলে যেতে মন চাইছে না।

পেট্রুশিও : রাজি আছি। তবে তার আগে আমাকে তোয়াজ করতে হবে।

ক্যাথেরিনা : তার মানে?

পেট্রুশিও : রুমাল দিয়ে আমার কপালের ঘাম মুছে দাও। হাত ধরে মধুর কণ্ঠে মিনতি জানাও।

ক্যাথেরিনা : এই প্রকাশ্য সদর রাস্তায়?

পেট্রুশিও : কেন, সদর রাস্তায় আমি কি তোমার স্বামী নই?

ক্যাথেরিনা : ছিঃ ছিঃ, আমি কি সে কথা বলছি? তাই বলে কপালের ঘাম মুছে দেব, হাত ধরব— না না সে আমি পারব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : বেশ। তাহলে চলো ঘরে ফিরে যাই। কে আছিস ঠিক হয়ে নে। আমরা এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাব।

ক্যাথেরিনা : দোহাই তোমার, যেয়ো না। ঠিক আছে। যা বলেছ তাই করব। তবু চলে যেয়ো না।

পেট্রুশিও : আহ্ কী আরাম! একেবারে বঞ্চিত হওয়ার চেয়ে অল্প একটু পাওয়াও ভালো। এস প্রেয়সী, ভেতরে যাই ?

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাদুয়া। লুসেনশিওর বাসগৃহ। ত্রাণিওর তত্ত্বাবধানে বিয়োনদেলো এবং গ্রুমিও কয়েকজন খিদমতগারসহ টেবিলে খানাপিনা সাজাচ্ছে। প্রবেশ করে ব্যাপ্তিস্তা, ভিনসেনশিও, গ্রিমিও, গুরু, লুসেনশিও, বিয়াঙ্কা, পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনা, হোর্টেনসিও, হোর্টেনসিওর নবপরিণীতা।]

লুসেনশিও : কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেও সব বেসুরো কণ্ঠ এবার সুরে মিলিত হয়েছে। সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। সময় এসেছে সকল আঘাত হাসিমুখে ক্ষমা করবার। ভুলে যাবার। রূপসী বিয়াঙ্কা, প্রিয়তমা, এসো নবজীবনের সূচনায় তুমি আমার পিতার, আমি তোমার পিতার পদচুম্বন করি। ভ্রাতা পেট্রুশিও, ভগ্নি ক্যাথেরিনা, বন্ধু হোর্টেনসিও এবং বন্ধুপত্নী, আমি আপনাদের সবাইকে এই দরিদ্রের গৃহে সাদর সংবর্ধনা জানাই। আহারের ব্যবস্থা অতি সামান্য। ভোজনের জন্য নয়, এ শুধু চিত্তবিনোদনের উপলক্ষ মাত্র। আপনারা আসন গ্রহণ করুন, খেতে শুরু করুন এবং আলাপে মশগুল হোন।

পেট্রুশিও : বসে বসে খাও আর গল্প করো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর কী হতে পারে ?

ব্যাপ্তিস্তা : পুত্র পেট্রুশিও, পাদুয়ার আতিথেয়তা জগদ্বিখ্যাত।

পেট্রুশিও : কেবল আতিথেয়তা নয়, পাদুয়ার প্রত্যেক অধিবাসীর বিনয়, সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় লাভ করে আমরা মুগ্ধ।

হোর্টেনসিও : ঘরেও যদি তার পরিচয় পেতাম, বর্তে যেতাম।

পেট্রুশিও : কী ব্যাপার হোর্টেনসিও, বৌকে ভয় পাও নাকি ?

পত্নী : আমাকে যদি তোমার এতই ভয় তাহলে আমাকে বিশ্বাস করাও তোমার উচিত নয়।

পেট্রুশিও : আপনি অকারণে রাগ করছেন। আপনি ভয়ানক নন, ভয় হোর্টেনসিওর স্বভাবের মধ্যে।

পত্নী : যাদের মাথা ঘোরে তাদের মনে হয় সারা দুনিয়াটাই বুঝি অনবরত ঘুরছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : আপনি কথা ঘোরাতে জানেন।

ক্যাথেরিনা : আমি কিন্তু কথার অর্থ বুঝলাম না।

পত্নী : উনি বুঝেছেন। যে রকম চেয়েছেন সে রকম ফল পেয়েছেন।

পেট্রুশিও : আমি চাইলেই আপনি দেবেন ? আমার দ্বারা ফলবতী হবেন ? হোর্টেনসিওর নিশ্চয়ই তা মনঃপুত হবে না।

হোর্টেনসিও : উনি নিষিদ্ধ ফলের কথা বলেননি, কথা কাটাকাটির কথা বলেছেন মাত্র।

পেট্রুশিও : ভালো কাটিয়েছেন। আপনার উচিত আপনার স্বামীকে পুরস্কৃত করা।

ক্যাথেরিনা : 'যার মাথা ঘোরে তার মনে হয় গোটা দুনিয়া ঘুরছে', আপনি কী মনে করে কথাটা বললেন আমি এখনো বুঝতে পারছি না।

পত্নী : আপনার বোঝা উচিত ছিল। আপনার স্বামী তেজস্বিনী পত্নী লাভ করে ভাবছেন যে সকল স্বামীই বুঝি এক যন্ত্রণায় ভুগছে। এবার অর্থ পরিষ্কার হয়েছে ?

ক্যাথেরিনা : এত নোংরা অর্থ যে বেশি পরিষ্কার হতে পারল না।

পত্নী : ধোলাই করে নিন।

ক্যাথেরিনা : ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে তাই করি।

পেট্রুশিও : ছেড়ে দিও না, কেথি, এগিয়ে যাও।

হোর্টেনসিও : তুমিও ছেড়ে দিও না বৌ। কিছুতেই হার মানবে না।

পেট্রুশিও : বাজি ধরবেন ? একশ টাকা ? আপনার স্ত্রীকে কেথি অনায়াসে ধরাশায়ী করবে।

হোর্টেনসিও : সেটা তো আমার স্ত্রীর।

পেট্রুশিও : এতক্ষণে একটা জোয়ানমর্দের মতো কথা বলেছেন। আসুন এই ধরাশায়ীর উপর একটা কিছু পান করা যাক। (পান করে)

ব্যাপ্তিস্তা : তা জনাব গ্রিমিও, এই সব কথার বাজিকরদের কারসাজি কেমন লাগে আপনার ?

গ্রিমিও : কথা তো নয়, সব আগুনের ফুলকি, তুবড়ি, আতসবাজি!

বিয়াঙ্কা : সাবধানে থাকবেন, গায়ের উপর এসে পড়লে ফোস্কা পড়ে যাবে।

ভিনসেনশিও : বিয়ের কনের কি সেই আগুনের তাপে ঘুম ভেঙে গেল ?

বিয়াঙ্কা : কিন্তু তাই বলে ভয় পাইনি। দেখবেন এক্ষুণি আবার ঘুমিয়ে পড়ব।

পেট্রুশিও : না না, সে হবে না। সব গণ্ডগোলের মূলে হলে তুমি। কিছু কথার বাণে বিদ্ধ না হয়ে পালাতে পারবে না।

বিয়াঙ্কা : আপনি আমাকে ধরে রাখবার কে ? আমি আপনার পাখি নই। যে-বনে খুশি উড়ে চলে যাব। ক্ষমতা থাকে তো তীর ধনুক নিয়ে খুঁজতে বের হবেন। কোনো আপত্তি করব না।

[প্রথমে বিয়াঙ্কা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথেরিনা ও বন্ধুপত্নীর নিষ্ক্রমণ]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : পালিয়ে গেল। তা সিনর ত্রাণিও, আপনি তো এই পাখিকেই নিশানা করেছিলেন কিন্তু ঘায়েল করতে পারেননি। আসুন আজকে আমরা সেই সব হৃদয়বানদের মঙ্গল কামনা করে পানাহার করি যাঁরা তাক করেছিলেন ঠিকই কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি কখনও।

ত্রাণিও : আর বলেন কেন জনাব, লুসেনশিও আমাকে তার শিকারি কুকুরে পরিণত করেছে। দৌড়েছি নিজে কিন্তু শিকার মুখে করে নিয়ে এসেছি প্রভুর ভোগের জন্য।

পেট্রুশিও : আপনার উপমাটি খুব দ্রুতগতিতে হয়েছে সন্দেহ নেই, তবে একটু পাশবিকও বটে।

ত্রাণিও : আপনার কথা আলাদা। নিজের হরিণ নিজেই পাকড়েছেন। তবে শুনেছি সে হরিণ নাকি এখন এমন প্রবলভাবে সিং নাড়ে যে কাছে ঘেঁসবার জো নেই।

ব্যাপ্তিস্তা : পেট্রুশিও জবাব দাও। ত্রাণিও তোমাকে কিন্তু একটা জবর খোঁচা দিয়েছে।

লুসেনশিও : সাবাশ ত্রাণিও, পেট্রুশিওকে যে ঠুকেছ সে জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

হোর্টেনসিও : পেট্রুশিও স্বীকার করো যে ত্রাণিও একটা মোক্ষম শর হেনেছে।

পেট্রুশিও : শর ঠিকই হেনেছিল। তবে তাক একপেশে হওয়াতে ওটা আমাকে তেরছা ছুঁয়ে এদের দু'জনকে গেঁথে ফেলেছে।

ব্যাপ্তিস্তা : আমার কিন্তু এখনো মনে হয় তোমার ভাগ্যেই হয়তো সবচেয়ে মুখরা পত্নী জুটেছে।

পেট্রুশিও : আমি তা মনে করি না। বিশ্বেস না হয় একটা বাজি রাখুন। আসুন আমরা প্রত্যেকেই যে যার স্ত্রীকে অন্দরমহল থেকে ডেকে পাঠাই। যাঁর স্ত্রী স্বামীর ডাকে সাড়া দিয়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এখানে ছুটে আসবেন, বুঝতে হবে সেই রমণীই স্বামীর সবচেয়ে বেশি বাধ্য। তার স্বামীই বাজির টাকা জিতে নেবেন।

হোর্টেনসিও : রাজি। কত টাকা বাজি?

লুসেনশিও : দুশো টাকা।

পেট্রুশিও : মাত্র দুশো টাকা! দুশো টাকার বাজি আমি মোরগ-পায়রার লড়াইতেও ধরি। বৌ পরীক্ষার বাজিতে টাকার অঙ্ক আরো দু'চারগুণ বাড়ান।

লুসেনশিও : পাঁচশ টাকা।

হোর্টেনসিও : রাজি।

পেট্রুশিও : পাঁচশ টাকাই তাহলে ঠিক হলো। মনে থাকে যেন, পাঁচশ টাকা।

হোর্টেনসিও : আরম্ভ করবে কে?

লুসেনশিও : আমি করছি। বিয়োনদেলো, ভেতরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসতে বলো।

বিয়োনদেলো : আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। (বেরিয়ে যায়)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপ্তিস্তা : পুত্র, বিয়াঙ্কা যে এক্ষুণি আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমার বাজির আদ্ধেক টাকা আমিও ধরতে রাজি আছি।

লুসেনশিও : ভাগে বাজি ধরব না। হারি-জিতি সব ঝুঁকি আমার।

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

কী ব্যাপার ? কী সংবাদ ?

বিয়োনদেলো : আপনার স্ত্রী বলে পাঠিয়েছেন যে উনি এখন ব্যস্ত, আসতে পারবেন না।

পেট্রুশিও : সে কী কথা! ব্যস্ত বলে আসতে পারবেন না, একথা কি স্বামীর মুখের উপর বলা উচিত ?

গ্রিমিও : অনুচিত তো বটেই। প্রার্থনা করুন আপনার বেগমের জবাব যেন আরো কর্কশ না হয়।

পেট্রুশিও : আশা করি সে রকম হবে না।

হোর্টেনসিও : এই বিয়োনদেলো, আরেকবার ভেতরে যা। আমার স্ত্রীকে অনুরোধ কর গিয়ে যেন এক্ষুণি আমার কাছে চলে আসে।

[বিয়োনদেলো চলে যাবে]

পেট্রুশিও : তা অনুরোধ করলে কি আর না এসে থাকতে পারবেন ?

হোর্টেনসিও : তা, আপনিও না হয় অনুরোধ করে দেখবেন। আপনার স্ত্রী অনুরোধে পটবে বিশ্বাস করি না।

[বিয়োনদেলোর পুনঃপ্রবেশ]

একলা কেন ? উনি এলেন না ?

বিয়োনদেলো : উনি বললেন, এসব ডাকাডাকির মধ্যে নিশ্চয় কোনো রঙ্গরস আছে। উনি আসবেন না। আপনাকে ওঁর কাছে যেতে বলেছেন।

পেট্রুশিও : উনি দেখছি প্রথম জনকেও ছাড়িয়ে গেলেন! এত তেজ! বলেছেন আসতে পারবেন না ? অসহ্য! গ্রুমিও, তুমি এক্ষুণি ভেতরে গিয়ে, আমার স্ত্রীকে বলো যে, আমি হুকুম করেছি তাকে আমার কাছে আসার জন্য।

[গ্রুমিও ভেতরে চলে যায়]

হোর্টেনসিও : উনি কী বলবেন আমি বলে দিতে পারি।

পেট্রুশিও : কী ?

হোর্টেনসিও : দেবেন না, উত্তর দেবেন না।

পেট্রুশিও : তাহলে বুঝতে হবে আমার দুর্ভাগ্যই চরম। আমিও তার জন্য তৈরি আছি।

ব্যাপ্তিস্তা : কী তাজ্জব কাণ্ড, ক্যাথেরিনা চলে আসছে ?

[ক্যাথেরিনার প্রবেশ]

ক্যাথেরিনা : (পেট্রুশিওকে) তুমি কি আমাকে কিছু বলবে বলে ডেকে পাঠিয়েছ ?

পেট্রুশিও : হোর্টেনসিওর পত্নী, তোমার বোন, এরা কী করছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাথেরিনা : অলিন্দে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব করছে।

পেট্রুশিও : ওদেরকে এখানে নিয়ে এসো। যদি আপত্তি করে প্রহার করবে। টেনে-হেঁচড়ে হলেও ওদের স্বামীদের কাছে পৌঁছে দেবে। যাও দেরি করো না। সোজা এখানে নিয়ে আসবে।

[ক্যাথেরিনা চলে যাবে]

লুসেনশিও : যা ঘটল তা আমার কাছে একটা ভোজবাজির মতো মনে হচ্ছে।

হোর্টেনসিও : ভোজবাজি ছাড়া আর কী! তবে পরিণামে কী হবে জানি না।

পেট্রুশিও : পরিণাম ভালো ছাড়া মন্দ হতে পারে না। জীবন শান্তিপূর্ণ হবে, প্রেমময় হবে। যে কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় তা প্রতিষ্ঠিত হবে। যে শাসন মঙ্গলময় তা সুদৃঢ় হবে। এক কথায় দাম্পত্য জীবন বিঘ্নহীন এবং মধুময় হবে।

ব্যাপ্তিস্তা : তোমার কথাই যেন সত্য হয় পেট্রুশিও। বাজি তো তুমি জিতেইছ। তার সঙ্গে আমার আরো বিশ হাজার টাকা তুমি গ্রহণ কর। ধরে নাও এ টাকা আমি আমার বড় মেয়ের নামে দান করলাম। এত বড় পরিবর্তন যে তার মধ্যে সাধিত হতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেট্রুশিও : শুধু বাজিতে নয়, আরো কত রকমে জিতেছি এক্ষুণি তার নমুনা দেখতে পাবেন। ক্যাথেরিনা নবজন্ম লাভ করেছে। এখন থেকে সে তার নম্রতা ভদ্রতা পদে পদে প্রকাশ করবে। ঐ দেখুন কেথি আপনাদের দুই স্বাধীন স্বভাব পত্নীদের নিজের নারীত্বের মহিমায় বন্দি করে নিয়ে আসছে।

[ক্যাথেরিনার পুনঃপ্রবেশ। সঙ্গে বিয়াঙ্কা ও বন্ধুপত্নী]

কেথি, তোমার এই মস্তক আবরণীটি তোমাকে আদৌ মানাচ্ছে না। ওটা পদতলে নিক্ষেপ কর। ওটা মাথায় তুলে না রেখে পায়ের নিচে ফেলে দাও।

ক্যাথেরিনা : তোমার শাসন এমনি করেই যেন আমার লজ্জা চিরকাল ঢেকে রাখে।

বিয়াঙ্কা : এ রকম যুক্তিহীন পতিভক্তির কোনো মানে হয় না।

লুসেনশিও : তোমার পতিভক্তিও এরকম যুক্তিহীন হলে খুশি হতাম। বুদ্ধিমতী, ইতিমধ্যে পতিভক্তির যে নমুনা তুমি প্রদর্শন করেছ, তাতে একবেলার মধ্যেই পাঁচশ টাকা খেসারত দিতে হয়েছে।

বিয়াঙ্কা : তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করো না। আমার পতিভক্তির ওপর তুমি বাজি ধরতে গেলে কেন?

পেট্রুশিও : ক্যাথেরিনা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কী সে কথাটা একবার এই দুই তেজস্বিনী রমণীকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও তো।

বন্ধুপত্নী : আপনাকে আর রসিকতা করতে হবে না। আমরা কারো উপদেশ শুনতে চাই না।

পেট্রুশিও : বল ক্যাথেরিনা, ওকেই প্রথম বল।

বন্ধুপত্নী : না, বলবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : একশবার বলবে এবং আপনাকেই প্রথম বলবে।

ক্যাথেরিনা : ছিঃ বোন, কপালের ওপর থেকে রুক্ষ ভ্রূকুঞ্চন মুছে ফেল। যে স্বামী তোমার শাসক, তোমার সম্রাট, তোমার প্রভু, আয়ত চোখের অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকে আর আঘাত করো না। সে আঘাত তোমার রূপকেও ক্ষতবিক্ষত করবে, যেমন করে তুষারের ধার নবীন শস্যকে। নষ্ট করবে তোমার সুখ্যাতিকে যেমন করে হাওয়া নষ্ট করে ফুলের কুঁড়ি। বিশ্বাস করো এর মধ্যে কোনো গৌরব নেই, কোনো কৃতিত্ব নেই। উত্তেজিত রমণী ঘোলাটে নালার পানির মতো। অসুন্দর, অস্বচ্ছ, ক্লেদাক্ত। যত পরিশ্রান্ত আর পিপাসার্তই হোক না কেন কেউ তার এক গণ্ডুষ পান করবে না, এক বিন্দু স্পর্শ করবে না। স্বামী হলেন তোমার রক্ষক, তোমার প্রতিপালক, তোমার অধিপতি, তোমার প্রভু, তোমার সর্বস্ব। তুমিই তাঁর প্রধান ভাবনা। তুমি যখন ঘরের কোণে নিরাপদে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকো, তোমারই নিরাপত্তার জন্য সে তখন নিজেকে জলে-স্থলে বিপন্ন করে, জেগে থাকে ঝড়ো রাতে, উপেক্ষা করে দিনের হিমেল হাওয়া। বিনিময়ে সে শুধু এই আশা করে যে, তুমি সুন্দর হবে, তাকে ভালোবাসবে, তার কথা শুনবে। ঋণের তুলনায় এই প্রতিদান অতি সামান্য। রাজার প্রতি প্রজার যা কর্তব্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও তাই। যে রমণী উদ্ধত, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হয়, স্বামীর সদিচ্ছার বিরোধিতা করে, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে সেই কৃতঘ্নের যে প্রজাবৎসল রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ইতস্তত করে না। আমার দুঃখ হয় যখন দেখি নারী নতজানু হয়ে সন্ধির প্রস্তাবনা করে যুদ্ধের আহ্বান জানায়, প্রীতি ভক্তি সেবা তার স্বভাবের অঙ্গ জেনেও ক্ষমতা আধিপত্য কর্তৃত্বের জন্য লালায়িত হয়। আমাদের দেহ দুর্বল, কোমল, পেলব। কর্মময় পৃথিবীর শ্রম ও সংগ্রামের জন্য আমরা উপযোগী নই। আমাদের অন্তর-বাইরের এই নমনীয়তাকেই প্রকাশ করা উচিত। তোমরা অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছ, অনেক অকাজ করেছ, এবার আমার কথা শোন। আকাঙ্ক্ষায় আমি তোমাদের চেয়ে খাটো ছিলাম না, প্রচুর মনোবলও ছিল এবং সৌভাগ্যবশত বিপক্ষকে রক্তচক্ষুর খেলা অনেক দেখিয়েছি। কিন্তু অবশেষে উপলব্ধি করেছি আমার হাতিয়ার পাটখড়ির শক্তি দুর্বলতার। যা আদৌ আমার নিজের নয় তাকেই মূল্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। তাই বলি— দর্প চূর্ণ কর, দর্পে তোমার মুক্তি নেই। হাত রাখ স্বামীর পায়ের উপর। এই আমিও হাত বাড়ালাম। যদি স্বামী অনুমতি দেন, কর্তব্য পালন করি। এই হাতে মুছে নেই তাঁর জীবনের অশান্তি।

পেট্রুশিও : কেথি, তুমি রমণীরত্ন। আমার হাতে হাত রাখ।

লুসেনশিও : বন্ধু তুমিই জয়ী। জয়ের মালা তোমার গলাতেই শোভা পায়।

ভিনসেনশিও : সন্তানের সুমতি হলে হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে।

লুসেনশিও : রমণী স্বাধীন হলে জীবন বিষময় হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেট্রুশিও : কেথি, এতদিনে তোমার আমার বাসর ঘরে যাবার সময় হলো। আমরা বিয়ে করেছি তিনজনেই কিন্তু ঘায়েল হয়েছে এরা দুজন। তবে লুসেনশিও দুঃখ করো না। তুমি বাজি হেরেছ বটে কিন্তু বিয়াঙ্কাকে ঠিকই পেয়েছ। কেথি, আমার এখনো জয়ের পালা চলছে, এদের কাছ থেকে বিদায় নেবার এইটেই উপযুক্ত সময়। এসো।

[পেট্রুশিও, ক্যাথেরিনার প্রস্থান]

হোর্টেনসিও : বিদায় বন্ধু, বিদায়, তুমিই শেখালে মন্ত্র মুখরা রমণী বশীকরণের।

লুসেনশিও : ভাবিনি কখনো কেথি, ত্যাজিবে দমননীতি পুরুষ হৃদয় অধিকরণের।

[যবনিকা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~